

মসজিদের একটি হইল মসজিদুল হারাম তথা কা'বা মসজিদ। যাহা হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর পুত্র ইসমাইল (আঃ) পুননির্মাণ করেন। দ্বিতীয় মসজিদটি হইতেছে মসজিদুল আকসা বা ইলিয়া মসজিদ তথা বায়তুল মুকাদ্দাস যাহা হযরত সুলায়মান (আঃ) পুননির্মাণ করেন এবং তৃতীয় মসজিদটি হইতেছে মদীনার মসজিদ বা মসজিদে নববী যাহা সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্মাণ করেন। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ।

(৩২৭৬) وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ أَبِي أَنْسٍ حَدَّثَهُ أَنَّ سَلْمَانَ الْأَعْرَجَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إِنَّمَا يُسَافَرُ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْكُغْبَةِ وَمَسْجِدِي وَمَسْجِدِ إِبِلِيَاءَ".

(৩২৭৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারুন বিন সাল্লিদ আয়লী (রহ.) তিনি ... আবু হুরায়রা (রাযিঃ)কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীছ বর্ণনা করিতে শ্রবণ করেন। তিনি ইরশাদ করেন, কেবল মাত্র কা'বা মসজিদ, আমার মসজিদ এবং ইলিয়ার মসজিদ (বায়তুল মুকাদ্দাস) এই তিনটি মসজিদ (-এ নামায আদায়)-এর উদ্দেশ্যে সফর করা যাইবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِبِلِيَاءَ (এবং ইলিয়ার মসজিদ)। শারেহ নওয়াযী (রহ.) বলেন, ইলিয়া হইতেছে বায়তুল মুকাদ্দাস। إِبِلِيَاءَ শব্দটি তিনভাবে পঠিত। সর্বাধিক সহীহ ও প্রসিদ্ধ পঠন আলোচ্য হাদীছের ঘটনায় বর্ণিত হইয়াছে। (প্রথম) إِبِلِيَاءَ -এর همزة এবং ل বর্ণে যের দ্বারা মাদ্দসহ পঠিত দ্বিতীয়ঃ প্রথম পঠনের অনুরূপই তবে (মাদ্দ-এর স্থলে) মাদ্দবিহীন পঠিত। তৃতীয় ও বর্ণ পেশ করিয়া মাদ্দসহ পঠিত। মসজিদুল হারাম হইতে দূরে অবস্থানের কারণে ইহাকে الافصى (আল-আকসা) নামকরণ করা হইয়াছে। আলোচ্য হাদীছে এই তিনটি মসজিদের বিশেষ মর্যাদা এবং এই তিনটি মসজিদে নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে সফর করার ফযীলত বর্ণিত হইয়াছে। এই কারণে জমহুরে উলামা বলেন, এই তিনটি মসজিদ ব্যতীত অপরাপর বিশ্বের অন্য কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করার কোন ফযীলত নাই। আমাদের আসহাবগণের মধ্যে শায়খ আবু মুহাম্মদ (রহ.) বলেন, এই তিনটি মসজিদ ব্যতীত বিশ্বের অন্য কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা হারাম। তাহার এই অভিমতটি অযথার্থ। এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ইতোপূর্বে ৩১৫১নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। - (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪২৪)

بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْمَسْجِدَ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى هُوَ مَسْجِدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ

অনুচ্ছেদ : যেই মসজিদের ভিত্তি তাকওয়ার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত উহা হইতেছে মদীনা মসজিদে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিবরণ

(৩২৭৭) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ خُرَاطٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ مَرْبِيُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قُلْتُ لَهُ كَيْفَ سَمِعْتَ أَبَاكَ يَذْكُرُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى قَالَ قَالَ أَبِي دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتٍ بَعْضِ نِسَائِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْ الْمَسْجِدَيْنِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى قَالَ فَأَخَذَ كَفَّامِينَ حَضَبَاءَ فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ ثُمَّ قَالَ "هُوَ مَسْجِدُكُمْ هَذَا". لِمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ قَالَ فَقُلْتُ أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ أَبَاكَ هَكَذَا يَذْكُرُهُ.

(৩২৭৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... আবু সালামা বিন আবদুর রহমান (রহ.) বলেন, একদা আবু সাঈদ (রাযিঃ)-এর পুত্র আবদুর রহমান (রহ.) আমার পাশ দিয়া যাইতেছিলেন। রাবী (আবু সালামা (রহ.) বলেন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, যেই মসজিদের ভিত্তি তাকওয়ার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত সেই মসজিদ সম্পর্কে আপনার পিতা (আবু সাঈদ কুদরী রাযিঃ)কে আপনি কিরূপ বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন? তিনি (আবদুর রহমান) বলিলেন, আমার পিতা আমাকে বলিয়াছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোন এক সহধর্মিনীর ঘরে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে হাযির হইলাম। অতঃপর আমি আরম্ভ করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সেই মসজিদ কোনটি যাহার ভিত্তি তাকওয়ার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে? রাবী (আবু সাঈদ রাযিঃ) বলেন, তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক মুঠি গুড়ি পাথর উঠাইয়া উহা যমীনের উপর নিক্ষেপ করিলেন, অতঃপর ইরশাদ করিলেন, “উহা তোমাদের এই মসজিদ মদীনার মসজিদ।” রাবী (আবু সালামা রহ.) বলেন, তখন আমি বলিলাম, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, নিশ্চিত আমিও আপনার পিতা (আবু সাঈদ কুদরী রাযিঃ)কে অনুরূপভাবে উক্ত মসজিদের কথা উল্লেখ করিতে শ্রবণ করিয়াছি।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ (উহা যমীনের উপর নিক্ষেপ করিলেন)। শারেহ নওয়াযী (রহ.) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনায় তাকীদের লক্ষ্যে অতিশয়োক্তি প্রকাশের উদ্দেশ্যে এক মুঠি কংকর যমীনের বক্ষে নিক্ষেপ করিলেন, যাহাতে শ্রোতার দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, ইহাই সেই মসজিদ। الحِصَاءُ শব্দটি মাদসহ পঠনে অর্থ المصير (গুড়ি পাথর)। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। - (ফতহুল মুলহিম ৩৪২৪)

يَسْجِدُ الْمَدِينَةِ (মদীনার মসজিদ)। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, আলোচ্য হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলা যেই মসজিদকে তাকওয়ার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন উহা হইতেছে মসজিদুল মদীনা, মসজিদে কুবা নহে। সুতরাং যাহারা মসজিদে কুবা বলিয়া ধারণা করেন তাহাদের অভিমত খন্ডন হইয়া যায়। তবে সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আরিশা (রাযিঃ) হইতে হিজরতের সুদীর্ঘ হাদীছে আছে যে, فَلَبِثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَنِي عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ بَضْعَ عَشْرَةِ لَيْلَةٍ وَأَسَسَ الْمَسْجِدَ الَّذِي أَسَسَ عَلَى (অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বিন আওফ সম্প্রদায়ের কাছে দশ রাত্রির কিছু বেশী সময় অবস্থান করেন এবং একটি মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন যাহা তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল অর্থাৎ উহা হইল মসজিদে কুবা)।

لَمَسْجِدِ أَسَسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ (তবে যেই মসজিদের ভিত্তি রাখা হইয়াছে তাকওয়ার উপর প্রথম দিন হইতে, সেইটিই আপনার (নামাযে) দাঁড়াইবার যোগ্য স্থান- সূরা তাওবাহ ১০৮)। অর্থাৎ আপনার নামায সেই মসজিদেই যথাযোগ্য হইবে, যাহার ভিত্তি রাখা হয় প্রথম হইতে তাকওয়া তথা আল্লাহ-ভীতির উপর। আর সেই স্থানে এমন লোকেরা নামায আদায় করে, যাহারা পাক-পবিত্রতায় পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বনে উদগ্রীব। বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলা নিজেও এমনভাবে পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন। এই আয়াতে উল্লিখিত মসজিদ কোনটি এই ব্যাপারে তাফসীরবিদগণের মধ্যে মতানৈক্য রহিয়াছে। জমহুরে মুফাসসিরগণের মতে প্রশংসিত সেই মসজিদটি হইল, মসজিদে কুবা, যেইখানে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন নামায আদায় করিয়াছিলেন। আয়াতের বর্ণনাধারা দ্বারাও অনুরূপই বোঝা যায়। অতঃপর আয়াতের দ্বিতীয় অংশে فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا (সেই স্থানে এমন সকল

লোক রহিয়াছে, যাহারা পাক-পবিত্রতাকে ভালোবাসে- সূরা তাওবাহ ১০৮) এই আয়াতাত্মক সেই মসজিদকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামাযের অধিকতর হকদার বলিয়া অভিহিত করা হয়। যাহার ভিত্তি গুরু হইতেই তাকওয়ার উপর রহিয়াছে। সেই হিসাবে মসজিদে কুবা ও মসজিদুল মদীনা তথা মসজিদে নববী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উভয়টিই এই মর্যাদায় অভিষিক্ত। সেই মসজিদেরই ফযীলত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, তথাকার মুসল্লীগণ পাক-পবিত্রতা অর্জনে সবিশেষ যত্নবান। পাক-পবিত্রতা বলিতে এই স্থানে সাধারণ না-পাকী ও ময়লা-আবর্জনা হইতে পাক-পরিচ্ছন্ন হওয়া এবং তৎসঙ্গে গুনাহ ও অশ্লীলতা হইতে পাক-পবিত্র থাকা বোঝায়। আর মসজিদে নববী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মুসল্লীগণও সাধারণতঃ এই সকল গুণেই গুণান্বিত ছিলেন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪২৪-৪২৫ সংক্ষিপ্ত)

(৩২৭৮) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَسَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو وَالْأَشْعَثِيُّ قَالَ سَعِيدٌ أَخْبَرَنَا وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ فِي الْإِسْنَادِ.

(৩২৭৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবু বকর বিন আবু শায়বা ও সাঈদ বিন আমর আশআছী (রহ.) তাহারো ... আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে এই সনদের মধ্যে আবদুর রহমান বিন আবু সাঈদ (রহ.)-এর নাম উল্লেখ করেন নাই।

بَابُ فَضْلِ مَسْجِدِ قُبَاءَ وَفَضْلِ الصَّلَاةِ فِيهِ وَزِيَارَتِهِ

অনুচ্ছেদ : মসজিদে কুবা-এর ফযীলত এবং উহাতে নামায আদায় ও উহার যিয়ারতের ফযীলত-এর বিবরণ

(৩২৭৯) حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَزُورُ قُبَاءَ زَاكِيًا وَمَاشِيًا.

(৩২৭৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবু জা'ফর আহমদ বিন মানী (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহনে আরোহণ করিয়া কিংবা কুবা (মসজিদ) পদব্রজে যিয়ারত করিতেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

كَانَ يَزُورُ قُبَاءَ (তিনি কুবা (মসজিদ) যিয়ারত করিতেন)। قُبَاءَ শব্দটির ৩ বর্ণে পেশ মাদ্দসহ ও মাদ্দবিহীন, পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গে এবং مَنْصَرَف (শেষ বর্ণে কাসরা ও তানতীন প্রয়োগযোগ্য শব্দ) ও غَيْرِ مَنْصَرَف (শেষ বর্ণে কাসরা ও তানতীন প্রয়োগযোগ্য নহে) হিসাবে ব্যবহৃত হয়। মদীনার নিকটবর্তী এক স্থানের নাম। ইহা আনসারীগণের মধ্যে আমর বিন আওফ সম্প্রদায়ের লোকগণের মহল্লা। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা হইতে হিজরত করিয়া মদীনা প্রবেশের পূর্বে প্রথমে এই পল্লীতে অবতরণ করেন এবং কুবা মসজিদের স্থলে তিন রাত্রি নামায আদায় করেন। অতঃপর নিজ মুবারক হস্তে মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন। অতঃপর আমর বিন আওফ সম্প্রদায়ের আনসারীগণ কুবা মসজিদের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো পদব্রজে আবার কখনও বাহনে আরোহণ করিয়া প্রায়ই কুবা যিয়ারত করিতেন। -(ফত: মুলহিম ৩ঃ৪২৫)

কখনও পদব্রজে, যখন যেইভাবে সহজ হইত (সেইভাবে প্রায়ই কুবা পরিদর্শন করিতেন)। এই বাক্যে و (এবং) বর্ণটি (কিংবা, অথবা) অর্থে ব্যহৃত। - (ফতহুল মুলাহিম ৩৪৪২৫)

(৩২৮০) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَوَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءَ زَاكِبًا وَمَا شَيْئًا فَيُصَلِّي فِيهِ رُكْعَتَيْنِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فَيُصَلِّي فِيهِ رُكْعَتَيْنِ.

(৩২৮০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবু বকর বিন আবু শায়বা (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহনে আরোহণ করিয়া কিংবা পদব্রজে কুবা মসজিদে আসিতেন। অতঃপর তিনি উহাতে দুই রাকআত (নফল) নামায আদায় করিতেন। রাবী আবু বকর (রহ.) স্বীয় রিওয়াযতে বলেন, (আমার দুই জন উস্তাদ- ইবন নুমায়র ও আবু উসামা (রহ.)-এর মধ্যে) ইবন নুমায়র (রহ.) (এই অতিরিক্ত অংশটি) বলিয়াছেন। “অতঃপর তিনি উহাতে দুই রাকআত (নফল) নামায আদায় করিতেন।”

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

(অতঃপর তিনি উহাতে দুই রাকআত (নফল) নামায আদায় করিতেন)। আল্লামা ইবন আবদুল বার (রহ.) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুবা যাওয়ার কারণ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণের বিভিন্ন অভিমত রহিয়াছে। কেহ বলেন, আনসারীগণের সহিত সাক্ষাতের জন্য যাইতেন। কেহ বলেন, কুবার খেজুর বাগানসমূহে বিনোদন ও বিশ্রাম গ্রহণের জন্য যাইতেন। আর কেহ বলেন, কুবার মসজিদে নামায আদায়ের জন্য যাইতেন আর ইহাই অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি আরও বলেন, আলোচ্য হাদীছ অপর হাদীছ তথা لا تعمل المطى الا لثلاثة مساجد (তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে হাওদা বাঁধা যাইবে না)-এর বিপরীত নহে। কেননা, উলামায়ে ইযামের মতে ইহার অর্থ হইতেছে- মানতপূর্ণ করণের উদ্দেশ্যে। কাজেই কেহ যদি এই তিন মসজিদের কোন একটি মসজিদে যাওয়ার মানত করে তাহা হইলে উহা পূর্ণ করা ওয়াজিব। আর মসজিদে কুবা কিংবা অন্য কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে মানত ছাড়া স্বেচ্ছায় নফল হিসাবে যাওয়া জায়েয আছে। আল্লামা আল-রাজী (রহ.) বলেন, মদীনা হইতে কুবা যাওয়া اعمال المطى (হাওদা বাঁধা তথা সফর করা)-এর অন্তর্ভুক্ত নহে। কেননা, ইহা হইল দূরবর্তী স্থানে সফরের বিশেষণ। এই কারণেই কোন ব্যক্তি নিজের বাড়ী হইতে বাহনে আরোহণ করিয়া মহল্লার মসজিদে গমন করিলে কেহই اعمال المطى (হাওদা বাঁধা) বলে না। আর কোন নিকটবর্তী জুমুআ কিংবা অন্য কোন মসজিদে বাহনে আরোহণ করিয়া যাওয়ার ব্যাপারে কাহারও দ্বিমত নাই। হ্যাঁ, কেহ যদি দূরবর্তী কোন শহর হইতে কুবার উদ্দেশ্যে বাহনে আরোহণ করিয়া আসে তাহা হইলে অবশ্য ইহা নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হইবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। - (ফতহুল মুলাহিম ৩৪৪২৫)

(৩২৮১) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِي قُبَاءَ زَاكِبًا وَمَا شَيْئًا.

(৩২৮১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুহান্না (রহ.) তিনি ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহনে আরোহণ করিয়া কিংবা পায়ে হাঁটিয়া কুবা যাইতেন।

(৩২৮২) وَحَدَّثَنِي أَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ زَيْدُ بْنُ يَزِيدَ الثَّقَفِيُّ بِصَرِيٍّ ثِقَةٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى الْقَطَّانِ.

(৩২৮২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবু মা'ন রুকাশী (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযিঃ)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে ইয়াহইয়া আল-কাত্তান (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৩২৮৩) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِي قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا.

(৩২৮৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহনে আরোহণ করিয়া কিংবা পদব্রজে কুবায় গমন করিতেন।

(৩২৮৪) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي يُوسُفَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ ابْنُ أَبِي يُوْسُفَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا.

(৩২৮৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন আইয়ুব (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন দীনার (রহ.) জানান যে, তিনি আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহনে আরোহণ করিয়া কিংবা পদব্রজে কুবায় আসিতেন।

(৩২৮৫) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْتِي قُبَاءَ كُلِّ سَبْتٍ وَكَانَ يَقُولُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِيهِ كُلَّ سَبْتٍ.

(৩২৮৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন দীনার (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবন উমর (রাযিঃ) প্রতি শনিবার কুবায় যাইতেন আর তিনি বলিতেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রতি শনিবার তথায় যাইতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

كُلِّ سَبْتٍ (প্রতি শনিবার)। কুবাবাসীগণের সহিত সংযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা মদীনার মসজিদ তথা মসজিদে নববী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)তে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত জুমুআর নামাযে অংশগ্রহণ অনুপস্থিত থাকিতেন তাহাদের অনুপস্থিতির কারণ জানান জন্য তিনি প্রতি শনিবার বিশেষভাবে কুবায় যাইতেন। আল্লামা আয-যায়নুল ইরাকী (রহ.) বলেন, ইহার তাৎপর্য হইতেছে যে, তিনি শনিবার দিন কর্মমুক্ত থাকিয়া নিজ সন্তকে অবকাশ যাপনে সুযোগ দিতেন এবং রবিবার হইতে সপ্তাহের বাকী দিনগুলি উম্মতের কল্যাণে কর্মব্যস্ত রাখিতেন।

হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীছে কুবা, কুবার মসজিদ এবং উহাতে নামায আদায়ের ফযীলত বুঝা যায়। কিন্তু উক্ত তিনটি মসজিদের অনুরূপ এক রাকআত নামাযে বহুগুণে বৃদ্ধি প্রাপ্তির বিষয়টি প্রমাণিত হয় না।

আল্লামা উমর বিন শুবাহ (রহ.) ‘আখবারুল গ্রন্থে’ সহীহ সনদে সা’দ বিন আবু ওক্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন : قَالَ لَانْ اَصْلِي فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ رَكْعَتَيْنِ احَبَّ اِلَيَّ مِنْ اَنْ اَتِيَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ مَرَّتَيْنِ لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي قُبَاءَ (সা’দ বিন আবু ওক্বাস (রাযিঃ) বলেন, বায়তুল মুকাদ্দাসে দুইবার যাওয়া অপেক্ষা কুবার মসজিদে দুই রাকআত নামায আদায় করা আমার কাছে অধিক প্রিয়। কুবার ফযীলত সম্পর্কে যদি তাহারা অবহিত হইত তাহা হইলে উটের পিঠে হাওদা বাঁধিয়া কষ্ট করিয়া হইলেও কুবার যাইত)

‘তিরমিযী’, ‘ইবনু মাজাহ’ ও ‘বায়হাকী’ গ্রন্থে উসায়দ বিন যহীরুল আনসারী (রাযিঃ)-এর বর্ণিত মরফু হাদীছে আছে صَلَوَةٌ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ كَعَمْرَةٍ (কুবার মসজিদে (এক রাকআত) নামায (ফযীলতের দিক দিয়া) একটি উমরার সমতুল্য। ইমাম তিরমিযী (রহ.) বলেন, এই হাদীছে রাবী সকলেই ছিলাহ। আল্লামা আল-মানযরী (রহ.) বলেন, উসায়দ (রাযিঃ) হইতে এই হাদীছ ব্যতীত অন্য কোন সহীহ হাদীছ বর্ণিত আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই।

‘আহমদ’ ও ‘ইবনু মাজাহ’ গ্রন্থে সাহল বিন হানীফ (রাযিঃ) হইতে মরফু হাদীছ নিম্নোক্ত শব্দে নকল করিয়াছে : مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى بِمَسْجِدِ قُبَاءَ فَصَلَّى فِيهِ صَلَوَةً كَانَ لَهُ كَأَجْرِ الْعَمْرَةِ (যেই ব্যক্তি নিজ ঘরে পবিত্রতা অর্জন করে অতঃপর মসজিদে কুবার যায় এবং উহাতে এক রাকআত নামায আদায় করে তাহার একটি উমরার ছাওয়াব প্রদান করা হইবে)। হাকিম এই হাদীছকে সহীহ বলিয়াছেন।

ফতহুল মুলহিম গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, সম্ভবতঃ ইহা দ্বারা সেই দিকে ইশারা করা উদ্দেশ্য যে, ছাওয়াবের দিক দিয়া হজ্জ এবং উমরার মধ্যকার পার্থক্যের অনুরূপ মসজিদে নববী ও মসজিদে কুবা উপস্থিতির মধ্যকার পার্থক্য। আল্লাহ সুবহানাহু তা’আলা সর্বজ্ঞ। - (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪২৫-৪২৬)

(৩২৮৬) وَحَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِي قُبَاءَ يَغْنِي كُلَّ سَبْتٍ كَانَ يَأْتِيهِ رَاكِبًا وَمَاشِيًا. قَالَ ابْنُ دِينَارٍ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ.

(৩২৮৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবু উমর (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি শনিবার কুবার তাশরীফ নিতেন। তিনি বাহনে আরোহণ করিয়া কিংবা পদব্রজে তথায় যাইতেন। রাবী ইবন দীনার (রহ.) বলেন, ইবন উমর (রাযিঃ)ও অনুরূপ আমল করিতেন।

(৩২৮৭) وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَلَمْ يَذْكُرْ كُلَّ سَبْتٍ.

(৩২৮৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন হাশিম (রহ.) তিনি ... ইবন দীনার (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তিনি এই সনদে বর্ণিত হাদীছে كُلَّ سَبْتٍ (প্রতি শনিবার) বাক্যটি উল্লেখ করেন নাই।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ النِّكَاحِ

অধ্যায় : বিবাহ সম্পর্কে

النِّكَاحُ -এর আভিধানিক অর্থ :

আল্লামা যুবায়দী (রহ.) ‘শরহুল ইহইয়া’ গ্রন্থে বলেন, আরবী ভাষায় النِّكَاح শব্দটির ن বর্ণে যের দ্বারা পঠনে আল্লাম (যৌন সঙ্গম, সহবাস) অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর কেহ বলেন, العقد (সহবাসের উদ্দেশ্যে বন্ধন করা) আর উহা হইতেছে التزويج (বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা)। কেননা, ইহা যৌন সঙ্গম বৈধ হওয়ার উপায়। আমাদের শায়খ (রহ.) ‘হাশিয়াতুল কামূস’ গ্রন্থে বলেন, النِّكَاح শব্দটি الوطى (সহবাস) ও العقد (বন্ধন) উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এই ব্যাপারে মতানৈক্য রহিয়াছে যে, উভয় ক্ষেত্রে حقيقة (প্রকৃত) অর্থে প্রয়োগ হইবে অথবা مجاز (রূপক) অর্থে প্রয়োগ হইবে কিংবা উভয়ের একটি حقيقة অর্থে এবং অপরটি مجاز অর্থে। বিশেষজ্ঞগণ বলেন, কুরআন মজীদে نِكَاح শব্দটি কেবল العقد অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কেননা, النِّكَاح শব্দটি الوطى (সহবাস) অর্থে صريح (সুস্পষ্ট) আর العقد (বন্ধন) অর্থে উহার প্রতীক (পরোক্ষ উল্লেখ)। তাহারা আরও বলেন যে, ইহা بلاغت (বাগ্মিতা) এবং ادب (শিষ্টাচার)-এর অধিক অনুকূলে। আল্লামা যমখশরী (রহ.) অনুরূপই উল্লেখ করিয়াছেন।

نِكَاحٌ -এর শরঈ তথা পারিভাষিক অর্থ :

‘শরহুল বিকায়া’ গ্রন্থকার লিখেন : النِّكَاحُ هُوَ عَقْدٌ مُؤْمَرٌ لِيَمْلِكَ الْمُتَعَمِدُ أَيْ حَلَّ اِسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ مِنَ الْمَرْأَةِ : (যৌনাঙ্গ উপভোগ করার লক্ষ্যে নারী-পুরুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত বন্ধন তথা নারী হইতে পুরুষ কর্তৃক স্বাদ উপভোগ সুবাহ হওয়ার বন্ধনই হইতেছে ‘নিকাহ’। (শরহুল বিকায়া, কিতাবুন নিকাহ)

আল্লামা ফখরুল ইসলাম বাযদুতী (রহ.) বলেন, النِّكَاحُ اِسْمٌ لِلْعَقْدِ الشَّرْعِيِّ الَّذِي تَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ اَحْكَامٌ وَمَقَاصِدُ (নিকাহ হইতেছে শরঈ বন্ধনের নাম, যাহার মাধ্যমে তাহার উপর কিছু হুকুম আহকাম ও কাংক্ষিত ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ হয়)। আর ইতোপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ইহা দ্বারা الوطى (সহবাস)ও মর্ম হইতে পারে।

‘শরহুল বুখারী লি কুসতুলানী’ গ্রন্থকার বলেন, আমাদের আসহাব নিকাহ -এর প্রকৃত অর্থ বর্ণনায় ভিন্নমত পোষণ করিয়াছেন। কাযী হুসায়ন (রহ.) স্বীয় ‘তালীক’ গ্রন্থে তিনটি অভিমত বর্ণনা করেন। সর্বাধিক সহীহ হইতেছে, (এক) النِّكَاح -এর প্রকৃত অর্থ العقد (বন্ধন) আর রূপক অর্থ الوطى (যৌন সঙ্গম)। আল্লামা আবুত তায়্যিব (রহ.) ইহাকে সহীহ বলিয়াছেন। তাহাদের দলীল হইতেছে কুরআন মজীদ ও হাদীছ শরীফে نِكَاح শব্দটি العقد এর ক্ষেত্রে অধিক ব্যবহৃত হইয়াছে। (দুই) ইহার প্রকৃত অর্থ الوطى (যৌন সঙ্গম) এবং রূপক অর্থ العقد (বন্ধন)। ইহা হানাফী মাযহাবের অভিমত। (তিন) النِّكَاح শব্দটি مشترك (সম্মিলিত) ইহা العقد (বন্ধন) ও الوطى (সহবাস) উভয় ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। কাজেই قرية (প্রসঙ্গ ও লক্ষণের)-এর ভিত্তিতে অতীষ্ট অর্থ নির্ধারিত হইবে।

আল্লাহু আবু আলী ফারেসী (রহ.) একটি সুস্ব কথ্য বলিয়াছেন। আরবীগণ যখন نكح فلان فلانة বলেন, তখন ইহার মর্ম হয় অমুক ব্যক্তির অমুক মহিলার সহিত আকদ তথা বিবাহ হইয়াছে। আর যখন نكح فلان امرأته বলে তখন মর্ম হয় অমুক ব্যক্তি নিজ স্ত্রীর সহিত সহবাস করিয়াছে। কেননা, নিজের স্ত্রী হওয়ায় পরোক্ষ ইঙ্গিত করিয়াছে যে, এই স্থানে عقد তথা বিবাহ মর্ম নহে; বরং সহবাসই মর্ম।

‘দররুল মুখতার’ গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, ফকীহগণের মতে نِكَاحُ-এর পারিভাষিক অর্থ : هُوَ عَقْدٌ يُفِيدُ مِلْكَ الْمُتَعَةِ أَيْ حُلَّ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ مِنْ امْرَأَةٍ لَمْ يَمْنَعْ مِنْ نِكَاحِهَا مَا مَنَعَ شَرْعِي قَضَاءً (নিকাহ এমন একটি বন্ধন যাহার দ্বারা পুরুষ স্ত্রী হইতে উপকৃত হয় এবং স্বেচ্ছায় স্ত্রীর যৌনঙ্গ উপভোগে শরীআতে কোন নিষেধাজ্ঞা নাই)। অর্থাৎ নারী পুরুষের মধ্যে শরীআত সম্মত এমন একটি বন্ধন চুক্তি যাহা তাহাদের যৌন সম্মোগ হালাল হয়, উহাকেই ‘নিকাহ’ বলে।

উসূল ও ভাষাবিদগণের মতে, الوطى هو حقيقة فى الوطى مجاز فى العقد (নিকাহ-এর প্রকৃত অর্থ যৌন সঙ্গম) এবং রূপক অর্থ العقد (বন্ধন)। এই কারণেই কুরআন মজীদ ও হাদীছ শরীফে কোনরূপে قربة (ইঙ্গিত ও লক্ষণ) ছাড়া ‘নিকাহ’ শব্দটি বর্ণিত হইয়াছে এবং যাহা দ্বারা الوطى (সহবাস) মর্ম নেওয়া হইয়াছে। আল্লাহ তা’আলা সর্বজ্ঞ।-(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪২৬, শরহে নওয়াযী ১৪৪৪৮)

বিবাহের হিকমত ও উদ্দেশ্য :

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ ছাড়া জীবন-যাপন করিতে পারে না। তাই আল্লাহ তা’আলা আদর্শ পরিবার ও সমাজ গঠনের উত্তম মাধ্যম হিসাবে নিকাহের বিধান অবতরণ করেন। দৈনন্দিন জীবনে সামাজিক শান্তি শৃঙ্খলা ও পবিত্র জীবন যাপনের লক্ষ্যে বিবাহই একমাত্র উপায়। আর প্রেম, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, স্নেহ মমতা, উন্নত চরিত্র সকল কিছুই পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ঘটে এই বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে। মানব জীবনে বিবাহের অনেক ফায়দা রহিয়াছে :

হুজ্জাতুল ইসলাম আবু হামিদ আগাযানী (রহ.) বলেন, নিকাহের মধ্যে প্রধানতঃ পাঁচটি ফায়দা রহিয়াছে : (ক) ইহকাল ও পরকালের কল্যাণের লক্ষ্যে সন্তান লাভ হয়। (খ) প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং কামভাবপূর্ণ দৃষ্টি শক্তি নিম্নগামী থাকে। (গ) গৃহ-ব্যবস্থা সুপরিকল্পিত হয়। (ঘ) মানব বংশ বৃদ্ধির ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে। (ঙ) পরিবার-পরিজনের সহিত অবস্থানে নিজ নফসের মুজাহাদা হয়।-(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪২৬-৪২৭ সংক্ষিপ্ত। বিস্তারিত ৩৪৪২৬-৪৩০ দ্রষ্টব্য)

بَابُ اسْتِحْبَابِ النِّكَاحِ لِمَنْ تَأَقَّتْ نَفْسُهُ إِلَيْهِ وَوَجَدَ مُؤْنَةً وَاسْتِغَالَ مِنْ عَجَزٍ عَنِ الْمُؤْنِ بِالصُّومِ

অনুচ্ছেদ : দৈহিক ও আর্থিক সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্য বিবাহ করা মুস্তাহাব, খোর-পোষ যোগানে অক্ষম ব্যক্তি রোযা রাখিবে-এর বিবরণ

(৩২৮৮) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَيْنَى فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا نَرَوْكَ جَارِيَةً شَابَّةً لَعَلَّهَا تَذْكُرُكَ بَعْضُ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ. قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَيْنَ قُلْتُ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ الصُّومُ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ".

(৩২৮৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া তামীমী (রহ.) তিনি ... আলকামা (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি মিনা প্রান্তরে আবদুল্লাহ (বিন মাসউদ রাযিঃ)-এর সহিত হাঁটিতেছিলাম। ইত্যবসরে তাঁহার সহিত হযরত উছমান (রাযিঃ)-এর সাক্ষাৎ হয়। তখন তিনি (আবদুল্লাহ রাযিঃ) তাঁহার সহিত কথাবর্তা বলার জন্য দাঁড়াইয়া গেলেন। কথাবর্তার এক পর্যায়ে হযরত উছমান (রাযিঃ) তাঁহাকে (উদ্দেশ্য করিয়া) বলিলেন, হে আবু আবদুর রহমান! আমরা কি আপনার সহিত এমন একটি যুবতী মেয়ের বিবাহ করাইয়া দিব? সে হয়তো আপনার অতীতের কিছু স্মৃতি স্মরণ করাইয়া আনন্দ দিবে। রাবী (আলকামা রহ.) বলেন, তখন হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) তাঁহাকে বলিলেন, আপনি যাহা বলিয়াছেন, উহা তো ভালোই বলিয়াছেন। তবে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি, হে যুব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যে স্ত্রীর মর ও ভরণপোষণের ব্যয়ভার বহন করিতে সক্ষম সে যেন বিবাহ করে। কেননা, বিবাহ দৃষ্টিকে অবনমিত রাখে এবং যৌনাঙ্গকে (অবৈধ যৌন ক্রিয়া হইতে) সংরক্ষণ করে। আর যেই ব্যক্তি (স্ত্রীর মর ও খোর-পোশ দিতে) সক্ষম নহে তবে তাহার রোযা রাখা উচিত। কারণ রোযা তাহার জন্য কামোত্তেজনা নিয়ন্ত্রণকারী।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مَعَ عَبْدِ اللَّهِ (আবদুল্লাহ (রাযিঃ)-এর সহিত) অর্থাৎ ইবন মাসউদ (রাযিঃ)। - (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৩১)

بَيْنِي (মিনা প্রান্তরে)। অনুরূপ অধিকাংশ রিওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে। আর 'ইবন হিব্বান' গ্রন্থের রিওয়ায়েতে মদীনা রহিয়াছে, যাহা যায়দ বিন আবী উনায়সা (রহ.) তিনি আ'মাশ (রহ.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা شاذ (বিরল)। আল্লামা হাফিয ইবন হাজার (রহ.) অনুরূপ বলিয়াছেন। - (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৩১)

أَلَا تَرَوْكُمْ جَارِيَةً شَابَةً (আমরা কি আপনার সহিত এমন একটি যুবতী মেয়ের বিবাহ করাইয়া দিব)? হযরত উছমান (রাযিঃ) সম্ভবতঃ হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিঃ)কে দুর্দশাগ্রস্ত ও সুগঠিত শরীরের জরা-জীর্ণতা প্রত্যক্ষ করিয়া উহাকে তিনি তাঁহার শৌখিন জীবনের সাথী স্ত্রীর বিয়োগের উপর প্রয়োগ করিয়াছেন। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) অনুরূপ বলিয়াছেন। শারেহ নওয়াযী (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী স্বচ্ছল সাধীর স্ত্রী না থাকিলে তাহার কাছে অনুরূপ প্রস্তাব পেশ করা মুস্তাহাব। - (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৩১, শরহে নওয়াযী ১ঃ৪৪৮)

ان معاشره الزوجة الشابة تزيد في القوة والنشاط (নিশ্চয় যুবতী স্ত্রীর ঘনিষ্ঠতায় শক্তি ও প্রফুল্লতা বৃদ্ধি করিয়া দেয়) হইতে গৃহীত। পক্ষান্তরে ইহার বিপরীতে বিপরীত ফল। 'আল-ফাতহ' গ্রন্থে অনুরূপ আছে। শারেহ নওয়াযী (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, যুবতী মেয়ে বিবাহ করা মুস্তাহাব। তাহার মাধ্যমে নিকাহের উদ্দেশ্যসমূহ পূর্ণাঙ্গভাবে অর্জিত হয়। কেননা, তাহার সম্বোগে অধিক স্বাদ, শ্রেষ্ঠতর সুরভি ও সঙ্গমে অধিক উৎসাহী রহিয়াছে যাহা নিকাহের উদ্দেশ্য। অধিকন্তু মেলামেশায় অতি চমৎকার, কথোপকথনে মুগ্ধকারিনী, দর্শনে সুন্দরতমা এবং স্পর্শে অতীব কোমল প্রভৃতি গুণাবলী বিদ্যমান রহিয়াছে। - (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৩১, শরহে নওয়াযী ১ঃ৪৪৯)

لَعَلَّهَا تَذْكُرُ (সম্ভবতঃ সে আপনার অতীতের কিছু স্মৃতি স্মরণ করাইয়া দিবে)। শারেহ নওয়াযী (রহ.) বলেন, অর্থাৎ সে আপনার অতীতের যৌবন শক্তির কিছু স্মৃতি স্মরণ করাইয়া দিবে। ফলে ইহা শরীরের জন্য আইবুড়ো হইয়া থাকিবে তথা বয়স হওয়ার পরও অবিবাহিতের ন্যায় থাকিবে।

ফতহুল মুলহিম গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, সম্ভবতঃ لَعَلَّ শব্দটি এই স্থানে ترجى (প্রত্যাশা করা, আকাংক্ষা করা)-এর শ্রেণীভুক্ত। কিংবা এই সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, ইহা تعليل (ব্যাখ্যা প্রদান)-এর জন্য। আমাদের কতক শাযখ আমাকে জানাইয়াছেন, তিনি বলেন, আমি ধারণা করিতাম যে, আমি নিশ্চিতভাবে স্ত্রী সম্বোগ হইতে অক্ষম

হইয়া গিয়াছি তথা বার্বাক্যে উপনীত হইয়া গিয়াছি অতঃপর যখন আমি কুমারী নারী বিবাহ করিলাম তখন বাল্যজীবনের ন্যায় আমার দেহের মধ্যে প্রাণবন্ততা অনুভব করিলাম। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৩২)

لَيْسَ قُلْتُ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ نَسَائِي (আপনি যদি এই কথা বলেন, তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বলিয়াছেন)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, তিনি হাদীছ উদ্ধৃতি করতঃ জবাব দিয়াছেন। সম্ভবতঃ বিবাহ তাহার প্রয়োজন নাই। ফলে প্রস্তাবটি মুওয়াক্ফিক নহে আর ইহারও সম্ভাবনা রহিয়াছে প্রস্তাবটি মুওয়াক্ফিক বটে; কিন্তু উহা নকল করা হয় নাই। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৩২)

الشباب معشر (হে যুব সম্প্রদায়)! المعشر হইল যৌবনের গুণে গুণাঙ্কিত দল। কাজেই الشباب শব্দটি شاب (যুবকেরা একটি দল বা সমাজ) এবং المشيوخ معشر (বৃদ্ধগণেরা একটি দল বা সমাজ)। الشاب শব্দটি (যুবক, তরুণ)-এর বহুবচন। আর شاب এর বহুবচন شبّة এবং شبان ও ব্যবহৃত হয়। شبان (যুবকগণ) শব্দটির (গতিময়, আন্দোলন) এবং النشاط (তৎপর, উৎসাহ, উদ্যম, প্রাণবন্ত, প্রফুল্ল ও আনন্দ)। শারেহ নওয়াজী (রহ.) বলেন, আমাদের আসহাবের মতে الشاب (যুবক, তরুণ) হইতেছে যে সাবালক হইয়াছে বটে, কিন্তু ত্রিশ বছর অতিক্রম করে নাই। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, বালকদেরকে ষোল বছর পর্যন্ত حدث (তরুণ), অতঃপর বত্রিশ বছর পর্যন্ত شاب (যুবক), অতঃপর كهل (প্রৌঢ়) বলা হয়। আল্লামা যমখশরী (রহ.) 'আল-জাওয়াহির' গ্রন্থে চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত লোকদের شاب (যুবক)-এর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। আর সম্বোধনে যুবক সম্প্রদায়কে নির্দিষ্ট করার কারণ হইতেছে যে, সাধারণতঃ বিবাহের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতা তাহাদের মধ্যেই হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে বৃদ্ধ সমাজ। যদিও প্রৌঢ় ও বৃদ্ধগণের জন্য সংশ্লিষ্ট বিধানটি বিবেচ্য হইবে যদি ইহার হেতু পাওয়া যায়। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৩৩)

مِنْ اسْتِطَاعَةٍ مِنْكُمْ الْبَاءَةُ (তোমাদের মধ্যে যে স্ত্রীর মর ও ভরণপোষণের ব্যয়ভার বহনে সক্ষম যে যেন বিবাহ করে)। الْبَاءَةُ শব্দটির ت و همزة শব্দটির تَانِيث (স্ত্রীলিঙ্গ)সহ মাদযুক্ত পঠিত। ইহাতে অপর পরিভাষাও রহিয়াছে যে, উহা همزة ব্যতীত এবং মাদবিহীন পঠন কিংবা همزة ও মাদসহ, কিন্তু ه ছাড়া। অধিকন্তু الْبَاءَةُ ও বলা হয়। প্রথম পঠন পদ্ধতির অনুরূপ। তবে همزة এর পরিবর্তে ه দ্বারা পঠিত। কেহ বলেন, মাদসহ পঠনে অর্থ হইতেছে الْقُدْرَةُ عَلَى مَثْنُونِ النِّكَاحِ (বিবাহের আবশ্যকীয় খরচ তথা মর ও ভরণপোষণের ব্যয়ভার বহনের ক্ষমতা) আর মাদবিহীন পঠনে অর্থ الْوُطَى (সহবাস)। আল্লামা খাতাবী (রহ.) বলেন, الْبَاءَةُ দ্বারা مَرْمٌ نِكَاحٌ মর্ম। মূলতঃ ইহা সেই আবাসস্থল যাহাতে বিবাহের পর স্ত্রীকে নিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। আল্লামা মাযরী (রহ.) বলেন, لَانْ مِنْ شَأْنٍ مِنْ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةُ أَنْ يَبُوهَا (তোমাদের মধ্যে যে বিবাহের প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহনের মাধ্যমে বিবাহ করিয়া স্ত্রী সহবাসে সক্ষম তাহার জন্য বিবাহ করা উচিত)। আর যে বিবাহের প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহনে অক্ষমতার কারণে বিবাহ করিয়া স্ত্রী সহবাসে অক্ষম তাহার জন্য রোযা রাখা চাই)। ফলে জৈবিক শক্তি দমন হইবে এবং বীর্যের উত্তেজনা হ্রাস পাইবে। যেমন وجاء (অণুকোষদ্বয় চূর্ণ করা)-এর দ্বারা অর্জিত হয়।

দ্বিতীয় অভিমত হইতেছে, এই স্থানে الباء দ্বারা مؤن النكاح (বিবাহের আবশ্যকীয় ব্যয়ভার) মর্ম। কাজেই ইহাকে ইহার সম্পৃক্ত বস্তুর নামে নামকরণ করা হইয়াছে। উহা বাক্যটি এইরূপ হইবে : من استطاع منكم مؤن (যেই ব্যক্তি বিবাহের আবশ্যকীয় ব্যয়ভার বহনে সক্ষম সে যেন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় আর যেই ব্যক্তি উহার ক্ষমতা রাখে না সে যেন রোযা রাখে। তাহার কামভাব নিয়ন্ত্রণের জন্য)।

হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, القدرة على الوطى ومؤن التزويج (সহবাসের উপর সক্ষম এবং বিবাহের আবশ্যকীয় ব্যয়ভার বহন)-এর ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করাতে কোন অসুবিধা নাই। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ।-(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৩২)

أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنَ لِلْفَرْجِ (কারণ ইহা (বিবাহ) দৃষ্টিকে অধিকতর অবনমিত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে (অবৈধ যৌনক্রিয়া হইতে) অধিকতর সংরক্ষণ করে)। অর্থাৎ اشد غصاً (নীচু, নত, অবনমিত রাখিতে অধিকতর শক্তিশালী) আর اخصن (সুরক্ষিত করা, রক্ষা করা, সতীত্ব রক্ষা করা, বিবাহ করা) অর্থাৎ اشد احصاناً (তাহার লজ্জাস্থানকে অবৈধ যৌনক্রিয়া হইতে অধিকতর সংরক্ষণ করিবে)।

বলা বাহুল্য, ইসলামের দাম্পত্য বিধানে প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে চরিত্র ও নৈতিকতার সংরক্ষণ। এই কারণেই পবিত্র কুরআনে নিকাহ শব্দকে احصان দ্বারা ব্যক্ত করা হইয়াছে। احصان এর অর্থ দুর্গ, আর احصان অর্থ সুরক্ষিত, দুর্গে আবদ্ধ হওয়া, সুতরাং যেই ব্যক্তি নিকাহ করে সে হইতেছে মুহসিন অর্থাৎ সে যেন একটি দুর্গ নির্মাণ করিয়াছে। আর বিবাহিত রমণী হইতেছে মুহসিনা অর্থাৎ নিকাহ-এর মাধ্যমে সে নিজে নিজ চরিত্রের সংরক্ষণের লক্ষ্যে যেই দুর্গ নির্মাণ করিয়াছে উহাতে সে আশ্রয় গ্রহণকারিণী।

এই বিষয়টি আরও চমৎকারভাবে সহীহ মুসলিম শরীফের পরবর্তী (৩২৯৯ নং) হযরত জাবির (রাযিঃ) হইতে মরফু হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, فَلْيُعِيدْ إِلَى امْرَأَتِهِ (তোমাদেরকে যখন কোন মহিলা মুঞ্চ করে এবং উহা তাহার মনকে প্রলুব্ধ করে তখন সে যেন তাহার স্ত্রীর কাছে যায় এবং তাহার সহিত সহবাস করে। ইহাতে তাহার মনে যাহা আছে তাহা দূরীভূত করিবে) এই হাদীছে আলোচ্য হাদীছের মর্মের দিকে ইশারা রহিয়াছে।-(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৩২)

فَعَلَيْهِ بِالْمَوْءُودِ (সে যেন রোযা রাখে)। কাবী ইয়ায (রহ.) বলেন, ইহাতে অনুপস্থিতদের সম্বোধন করা উদ্দেশ্য নহে; বরং উপস্থিতগণকে সম্বোধন করা হইয়াছে। যাহারা من استطاع منكم (তোমাদের মধ্যে যে সক্ষম হয়) বলার সময় সামনে উপস্থিত ছিলেন। কাজেই فعليه এর ৫ সর্বনামটি غائب (অনুপস্থিত)-এর জন্য ব্যবহার করা হয় নাই; বরং ইহা الحاضر المبهم (অস্পষ্ট, অনির্ধারিত উপস্থিত)-এর জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। কেননা, এই ক্ষেত্রে তাহাকে ك (তোমার) সর্বনাম দ্বারা সম্বোধন সহীহ নহে। ইহার উদাহরণ হইতেছে আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ كَتَبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصَ فِي الْقَتْلِ الْحَرْبِ بِالْحَرْبِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ (তোমাদের প্রতি নিহতদের ব্যাপারে কিসাস গ্রহণ করা বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তির বদলায়, দাস দাসের বদলায় এবং নারী নারীর বদলায়। অতঃপর তাহার ভাইয়ের তরফ হইতে যদি কাউকে কিছুটা মাফ করিয়া দেওয়া হয়- সূরা বাকারা ১৭৮)। অনুরূপ যদি দুইজন উপস্থিত ব্যক্তিকে তুমি বল من قام منكافله درهم (তোমাদের দুই জনের মধ্যে যে দণ্ডায়মান হইবে, তাহার জন্য এক 'দিরহাম' রহিয়াছে)। এই বাক্যে ৫ সর্বনামটি সম্বোধিত ব্যক্তিদ্বয়ের ক্ষেত্রে অস্পষ্ট, অনির্ধারিত হিসাবে ব্যবহৃত, غائب (অনুপস্থিত)-এর জন্য ব্যবহৃত নহে। আলোচ্য হাদীছে বিবাহের আবশ্যকীয় খরচ (তথা মহর ও ভরণ পোষণ) প্রদানে অক্ষম ব্যক্তির জন্য রোযা পালনের জন্য ইরশাদ হইয়াছে।-(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৩২)

بِالصَّوْمِ (রোযা রাখে)। আল্লামা উবাই (রহ.) বলেন, প্রকাশ্য যে, আসলে কথাটি এইরূপ হওয়ার ছিল যে, فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالْجُوعِ (আর যেই ব্যক্তি সক্ষম নহে সে যেন ক্ষুধার্ত থাকে)। অনাহারে থাকার দ্বারা বীর্য ক্ষীতি ও কামভাবের প্রবণতা হ্রাস পায়। কিন্তু الْجُوعِ (ক্ষুধার্ত)-এর স্থলে صَوْمِ (রোযা) ইরশাদ করিয়াছেন। কেননা, রোযা একটি প্রধানতম ইবাদত। যদিও صَوْمِ (রোযা) দ্বারা الْجُوعِ (ক্ষুধার্ত)ই মর্ম। অন্যথায় এমন অনেক রোযাদার আছে যাহারা পেট পূর্ণ করিয়া রাখে।

আল্লামা খাত্তাবী (রহ.) ইহার প্রমাণ পেশ করিয়া বলেন, যৌন উত্তেজনা দমনের জন্য ঔষধ সেবন জাযিয় আছে। আল্লামা বাগোজী (রহ.) ‘শরহে সুন্নাহ’ গ্রন্থে নকল করেন যে, সাময়িকভাবে কাম উত্তেজনা দমনের ঔষধ সেবন করা যাইতে পারে কিন্তু স্থায়ী যৌন ক্ষমতা নষ্ট করা যাইবে না। কেননা, হয়তো সে পরবর্তীতে স্বচ্ছলতা লাভ করতঃ বিবাহ করিতে সক্ষম হইবে। তখন তাহাকে যৌন ক্ষমতা নষ্ট করার কারণে অনুতাপ করিতে হইবে। - (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৩৩)

الْوَجَاءِ (কারণ রোযা তাহার জন্য কামোত্তেজনা নিয়ন্ত্রণকারী)। শারেহ নওয়াযী (রহ.) বলেন, رِغْصَتَيْنِ (অণুকোষদ্বয় চূর্ণ করা, খেঁতলে দেওয়া)। এই শব্দটির ও বর্ণে যের এবং মাদসহ পঠনে অর্থ رِغْصَتَيْنِ (অণুকোষদ্বয় চূর্ণ করা, খেঁতলে দেওয়া)। এই স্থানে মর্ম হইতেছে যে, রোযা বীর্যক্ষীতি ও কামভাবের প্রবণতা হ্রাস করে। যেমন وَجَاءِ করিয়া থাকে। রূপক সাদৃশ্যতা অবলম্বনে صَوْمِ (রোযা)-এর উপর وَجَاءِ (যৌনক্ষমতা দমন)-এর প্রয়োগ করা হইয়াছে। অন্যথায় সকল আলিমের ঐকমত্যে যৌনশক্তি দমন এবং যেনা লিপ্ত হওয়ার আশংকায় اخْتِصَاءِ (খাসি বা খোজা) হওয়া শরীআতে সম্পূর্ণ হারাম। এ সম্পর্কে বিস্তারিত মাসায়ালা ইনশা আল্লাহ তা’আলা (৩২ঃ৪ নং) হাদীছের আলোচনায় করা হইবে। - (শরহে নওয়াযী ১ঃ৪৪৮, ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৩৩)

উলামায়ে ইযাম সামর্থ্যবান ব্যক্তির বিবাহের ক্ষেত্রে শ্রেণীবিভক্ত করিয়াছেন :

প্রথম প্রকার : যৌনক্ষুধার প্রলুব্ধ ব্যক্তি যদি পাপাচারে লিপ্ত হইবার আশংকা থাকে এবং বিবাহের আবশ্যকীয় ব্যয়ভার বহনে সক্ষম হয়, তাহা হইলে তাহার জন্য নিকাহ করা সকলের মতে মুস্তাহাব। তবে হাম্বলী মতাবলম্বীগণের এক অভিমতে এই অবস্থায় বিবাহ করা ওয়াজিব। ইহা দাউদ যাহরীরও অভিমত। কাযী ইয়ায (রহ.) তাহাদের অভিমতকে দুইভাবে খণ্ডন করিয়াছেন। (এক) নিশ্চয় সেই আয়াত যাহা দ্বারা তাহার দলীল দেন যে, উহাতে نِكَاحِ (বিবাহ) এবং التَّسْرِي (দাসী তথা উপপত্নী) গ্রহণের ইচ্ছাধীকার দেওয়া হইয়াছে। উক্ত আয়াত হইতেছে فَوَاحِشَةً أَوْ مَمْلُوكَةً ثَوَاتُكُمْ (তবে একটিই, অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীদেরকে- সূরা নিসা ৩)। তাফসীরবিদগণ বলেন, التَّسْرِي (দাসীর সহিত সহবাস) সর্বসম্মত মতে ওয়াজিব নহে। কাজেই বিবাহও ওয়াজিব হইবে না। যেহেতু واجب এবং مندوب এর মধ্যকার এখতিয়ার প্রযোজ্য হয় না। কিন্তু তাহার খন্ডন পশ্চাদ্বর্তী। কেননা, তাহারা শর্তসাপেক্ষে ওয়াজিব বলেন, সক্ষম ব্যক্তি যৌন ক্ষুধার তীব্রতা যদি দাসীর মাধ্যমে সম্ভব না হয় তাহা হইলে বিবাহই নির্ধারিত হইয়া যায়। আল্লামা ইবন হাযম (রহ.) ইহাকে স্পষ্ট করিয়া বলেন, সহবাসে সক্ষম প্রত্যেক ব্যক্তি যদি স্ত্রীর ভরণ পোষণ প্রদান করিবার ক্ষমতা রাখে তাহার জন্য বিবাহ করা ফরয। যদি স্ত্রীর ভরণ পোষণে অক্ষম হয় তাহা হইলে বেশী বেশী রোযা রাখিবে। ইহা সালাফি সালাহীনের এক জামাআতের অভিমত।

দ্বিতীয় প্রকার : তাহাদের মতে আকদ ওয়াজিব, সহবাস নহে। তবে শুধু আকদ যৌনক্ষুধার প্রবণতা দূরীভূত করিবে না। কাজেই ইহা আলোচ্য হাদীছের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে। আল্লামা কুরতুবী বলেন, সামর্থ্যবান ব্যক্তি যদি অবিবাহিত অবস্থায় থাকার ফলে নিজের ও দ্বীনের ক্ষতির আশংকা করে এবং বিবাহ ব্যতীত এই সমস্যার

কোন সমাধান না থাকে তাহা হইলে তাহার জন্য বিবাহ করা ওয়াজিব। এই ব্যাপারে কাহারও দ্বিমত নাই। ‘আল-ফাতহ’ গ্রন্থে অনুরূপ আছে। আন্বায়া আয-যুবাযদী (রহ.) বলেন, তাহার ঐকমত্য নকলটি যথার্থ নহে। কেননা, হানাফীগণের মতে যৌনক্ষুধা তীব্রতর হইলে বিবাহ করা ওয়াজিব। আর যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার প্রবল আশংকা থাকে তাহা হইলে ফরয। আর ইহা সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যদি সে স্ত্রীর মর ও খোরপোষ যথাযোগ্যভাবে প্রদানে সক্ষম হয়। অন্যথায় বিবাহ তরক করিলে গুনাহগার হইবে না। আর হানাফীগণের সহীহ মতে বিবাহ করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা যদি সে সহবাস ও স্ত্রীর মর ও খোরপোষ যথাযোগ্যভাবে প্রদানে সক্ষম হয়। এমতাবস্থায় বিবাহ না করিলে গুনাহগার হইবে। আর যদি নিজ চরিত্রের হিফায়ত এবং সন্তান লাভের নিয়তে বিবাহ করে তাহা হইলে ছাওয়াব পাইবে।

‘আন-নাহর’ গ্রন্থে বিবাহ ওয়াজিব হওয়াকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিরবচ্ছিন্নভাবে ইহার উপর আমল করিয়াছেন এবং ইহা বর্জনকারীর প্রতি তিরস্কার করিয়াছেন। তবে স্বামীর পক্ষ হইতে স্ত্রীর প্রতি দাম্পত্য সম্পর্কীয় অবিচারের আশংকা থাকিলে বিবাহ করা মাকরুহে তাহরীমা এবং অবিচারের একীক হইলে হারাম।

শারেহ নওয়াযী (রহ.) বলেন, বিবাহ যদি মহৎ উদ্দেশ্যে যেমন ইত্তিবায়ে সুন্নত, নেক সন্তান লাভ, নিজ লজ্জাস্থান কিংবা চোখের হিফায়ত প্রভৃতির জন্য হয় তাহা হইলে ইহা আখিরাতে আমলসমূহের অন্তর্ভুক্ত হইয়া ছাওয়াব লাভ করিবে।

নিকাহ করা এবং না করার মধ্যে কোনটি আফযল এই ব্যাপারে শারেহ নওয়াযী (রহ.) বলেন, আমাদের আসহাব বলেন, মানুষ চার প্রকারের রহিয়াছে। (এক) যৌনক্ষুধায় তীব্রতর হওয়ার ফলে বিবাহের প্রতি আগ্রহ এবং স্ত্রীর খোরপোষ প্রদানে সক্ষম তাহার জন্য বিবাহ করা মুস্তাহাব। (দুই) যৌনক্ষমতা নাই এবং স্ত্রীর খোরপোষ প্রদানেও সক্ষম নহে তাহার জন্য বিবাহ করা মাকরুহ। (তিন) যৌনক্ষুধা তীব্রতর বটে কিন্তু স্ত্রীর খোরপোষ প্রদানে অক্ষম তাহার জন্য বিবাহ করা মাকরুহ। আলোচ্য হাদীছে তাহাকেই রোযা রাখার মাধ্যমে যৌন কামনা দমন রাখার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। (চার) দাম্পত্য জীবনের ব্যয়ভার বহনে সক্ষম কিন্তু যৌন কামনা নাই এই শ্রেণীর লোকদের ব্যাপারে শাফেয়ী মতাবলম্বী ও জমহুরের মতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হইয়া নফল ইবাদতে আত্মনিয়োগ করা উত্তম। কেননা, তাহার জন্য বিবাহ করা মাকরুহ বলা যায় না; বরং বর্জন করা উত্তম। তাহাদের দলীল : হযরত ইয়াহইয়া (আ.) বিবাহ না করিয়া একান্তে নফল ইবাদতে নিমগ্ন থাকায় আল্লাহ তা’আলা তাহার প্রশংসা করিয়াছেন। যেমন *وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ* (যিনি নেতা হইবেন এবং নারীদের সংস্পর্শে যাইবেন না, তিনি অত্যন্ত সংকর্মশীল নবী হইবেন- সূরা আলে ইমরান ৩৯)। ইমাম আবু হানীফা, কতক শাফেয়ী ও মালিকী মতাবলম্বীগণের মতে তাহার জন্য বিবাহ করা উত্তম।

ইমাম শাফেয়ী ও জমহুরের প্রদত্ত দলীলের জবাব : (ক) স্বয়ং ইমাম শাফেয়ী (রহ.) পূর্ববর্তী শরীআতের বিধানকে আমাদের জন্য প্রযোজ্য বলিয়া মনে করেন না। কাজেই উল্লিখিত আয়াত দ্বারা দলীল দেওয়া যায় না, (খ) হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর শরীআতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হইয়া নফল ইবাদতে আত্মনিয়োগ করা আফযল ছিল কিন্তু মুহাম্মদী শরীআতে বৈরাগ্য জীবন মনসূখ হইয়া গিয়াছে। এই কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৈরাগ্য জীবন পরিত্যাগ করিয়া সাংসারিক জীবন যাপনের হুকুম দিয়াছেন আর যাহাদের বিবাহ করার সামর্থ্য নাই তাহাদেরকে রোযা পালনের মাধ্যমে জৈবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ পূর্বক নিজ চরিত্র সংরক্ষণের উপদেশ দিয়াছেন। (গ) যদিও একজন পয়গাম্বর হযরত ইয়াহইয়া (আ.) বিবাহ করেন নাই, কিন্তু জমহুরে আশ্বিয়ায়ে কিরামসহ সাইয়্যেদুল আশ্বিয়া হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাহ করার দ্বারা নিকাহ করা আফযল প্রমাণিত হয়। আল্লাহ তা’আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৩৩-৪৩৪, শরহে নওয়াযী ১ঃ৪৪৮ এবং তানবীমুল আশতাত ২ঃ১৬৪)

(৩২৮৯) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ
إِنِّي لَأَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بَيْنِي إِذْ لَقِيَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ فَقَالَ هَلُمَّ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ
قَالَ فَاسْتَخْلَاةُ فَلْتَارَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَالَ قَالَ لِي تَعَالَ يَا عَلْقَمَةُ قَالَ فَجِئْتُ
فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ أَلَا نَزَوَّجُكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ جَارِيَةً بَكْرًا نَعْلَهُ يَرْجِعُ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ
مَا كُنْتُ تَعْهَدُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَيْنَ قُلْتُ ذَلِكَ. فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ.

(৩২৮৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উসমান বিন আবু শায়বা (রহ.) তিনি ... আলকামা (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিঃ)-এর সহিত মিনায় হাঁটিতেছিলাম। এই সময় তিনি হযরত উছমান বিন আফফান (রাযিঃ)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রাবী বলেন, তখন তিনি বলিলেন, হে আবু আবদুর রহমান! এই স্থানে আসুন, রাবী বলেন, তিনি তাহাকে একান্তে ডাকিয়া নিলেন। অতঃপর যখন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) অনুভব করিলেন যে, গোপনীয়তার প্রয়োজন নাই। রাবী বলেন, তখন তিনি (আবদুল্লাহ রাযিঃ) আমাকে বলিলেন, হে আলকামা! তুমি এইখানে আস। রাবী (আলকামা) বলেন, তখন আমি তাহার কাছে আসিলাম, অতঃপর উছমান (রাযিঃ) তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, হে আবু আবদুর রহমান! আমরা কি তোমাকে কুমারী মেয়ের সহিত বিবাহ করাইয়া দিব? সে হয়তো আপনার অতীত কিছু স্মৃতি স্মরণ করাইয়া দিবে। তখন আবদুল্লাহ (বিন মাসউদ (রাযিঃ) জবাবে) বলিলেন, আপনি যদি অনুরূপই বলেন ... অতঃপর রাবী আবু মুআবিয়া (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَلْقَمَةَ قَالَ (রাবী (আলকামা) বলেন, অতঃপর তিনি তাঁহাকে একান্তে ডাকিয়া নিলেন)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, অনুরূপ বিষয়ে আলোচনায় গোপনীয়তা রক্ষা করা মুস্তাহাব। যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অনুরূপ আলোচনা লোকদের সম্মুখে করিতে লজ্জাবোধ করে। - (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৩৪)

(৩২৯০) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ
بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَا
مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ".

(৩২৯০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবু বকর বিন আবু শায়বা (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ (বিন মাসউদ রাযিঃ) হইতে। তিনি বলেন, আমাদের উদ্দেশ্য করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, হে যুব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যে স্ত্রীর মহর ও খোরপোষ বহনে সক্ষম সে যেন বিবাহ করে। কেননা, বিবাহ দৃষ্টিকে অবনমিত রাখে এবং যৌনাঙ্গকে (অবৈধ যৌনক্রিয়া হইতে) সংরক্ষণ করে। আর যেই ব্যক্তি (স্ত্রীর মহর ও খোরপোষ দিতে) সক্ষম নহে তবে তাহার জন্য রোযা রাখা উচিত। কারণ রোযা তাহার জন্য কামোত্তেজনা নিয়ন্ত্রণকারী।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

(৩২৮৮নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

(৩২৯১) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعَبِي عُلَقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ وَأَنَا شَابٌّ يَوْمَئِذٍ فَذَكَرَ حَدِيثًا رُبَيْثٌ أَنَّهُ حَدَّثَ بِهِ مِنْ أَجْلِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَزَادَ قَالَ فَلَمْ أَتَّبِثْ حَتَّى تَرَوْجُثَ.

(৩২৯১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উছমান বিন আবু শায়বা (রহ.) তিনি ... আবদুর রহমান বিন ইয়াযীদ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি আমার চাচা আলকামা এবং আল-আসওয়াদ (রহ.) হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিঃ)-এর কাছে গেলাম। সেই দিন আমি যুবক ছিলাম। অতঃপর তিনি একখানা হাদীছ বর্ণনা করিলেন। তখন আমি অনুভব করিলাম যে, তিনি আমার উদ্দেশ্যেই হাদীছখানা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি (আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাযিঃ) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, অতঃপর রাবী আবু মুআবিয়া (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তিনি এতখানি অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি (আবদুর রহমান বিন ইয়াযীদ) বলেন, “অতঃপর আমি বিলম্ব না করিয়া বিবাহ করিয়া ফেলি।”

(৩২৯২) حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَيْهِ وَأَنَا أَحَدُ الْقَوْمِ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ فَلَمْ أَتَّبِثْ حَتَّى تَرَوْجُثَ.

(৩২৯২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন সাঈদ আল-আশাজ্জ (রহ.) তিনি ... আবদুর রহমান বিন ইয়াযীদ (রহ.) হইতে, তিনি আবদুল্লাহ (বিন মাসউদ রাযিঃ) হইতে, তিনি (আবদুর রহমান বিন ইয়াযীদ) বলেন। আমরা আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিঃ)-এর কাছে গেলাম আর আমি ছিলাম আমাদের দলের মধ্যে সর্বাধিক তরুণ। ... অতঃপর তাহাদের বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে তিনি “অতঃপর আমি বিলম্ব না করিয়া বিবাহ করিয়া ফেলি।” বাক্যটি উল্লেখ করেন নাই।

(৩২৯৩) وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا بِهِ هُزُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَكُلُ اللَّحْمَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ. فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. فَقَالَ "مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا لِكُنِّي أَصْلَى وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي".

(৩২৯৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবু বকর বিন নাকি' আবদী (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণের একটি দল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণীগণের কাছে তাঁহার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর) গোপন (ঘরে কৃত) ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। ইত্যবসরে তাহাদের কেহ বলিলেন, আমি কখনও বিবাহ করিব না, কেহ বলিলেন আমি কখনও গোশত আহার করিব না, কেহ বলিলেন, আমি কখনও বিছানায় নিদ্রা যাইব না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনিয়া আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করিলেন এবং ইরশাদ করিলেন, “লোকদের কি হইল যে, তাহারা এমন এমন বলে? কিন্তু আমি (রাত্রিতে) নামায আদায় করি আর নিদ্রাও যাই। রোযা রাখি আবার ইফতারও করি এবং

মহিলাদেরকে বিবাহও করিয়াছি। কাজেই যেই ব্যক্তি আমার সুলত হইতে ফিরিয়া থাকে, সে আমার দলভুক্ত নহে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণের একটি দল ...)। অনুরূপ হযরত ছাবিত (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে। আর সহীহ বুখারী শরীফে রাবী হুমায়দ (রহ.)-এর বর্ণিত সুদীর্ঘ হাদীছে রহিয়াছে صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (সাহাবীগণের তিন জনের একটি দল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণীগণের ঘরসমূহে আসিলেন)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, এতদুত্তর রিওয়ায়েতে কোন বৈপরীত্য নাই। কেননা, الرهط বলা হয় তিন হইতে দশ জনের একটি দলকে। আর انفر হইল তিন হইতে নয়জনের একটি দল। এতদুত্তরের প্রতিটিই اسم الجمع (সমষ্টি বাচক বিশেষ্য) ইহার শাব্দিক কোন একবচন নাই। ‘আবদুর রাজ্জাক’ গ্রন্থে সাঈদ বিন মুসায়্যিব (রাযিঃ) হইতে মুরসাল হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত তিনজন সাহাবী হইতেছেন, আলী বিন আবী তালিব, আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস এবং উছমান বিন মাযউন (রাযিঃ)। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৩৫)

عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِّ (তাঁহার গোপন আমল সম্পর্কে ...)। অর্থাৎ তাঁহার (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর) ঘরে কৃত ইবাদত সম্পর্কে ...)। ইহা দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভ্যাসগতভাবে প্রতি দিবা-রাত্রিতে কি পরিমাণ ইবাদত করেন তাহা জানা মর্ম, যাহাতে তাহারাও অনুরূপ করিতে পারেন (মিরকাত)। সহীহ বুখারী শরীফে রাবী হুমায়দ (রহ.) সূত্রে বর্ণিত সুদীর্ঘ হাদীছে এতখানি অতিরিক্ত আছে যে, فَلَمَّا أَخْبَرُوا كَانَتْهُمْ تَقَالُوهَا أَيُّ رَأَى كُلَّ مِنْهُمْ أَنَّهَا قَلِيلَةٌ (অতঃপর তাঁহারা (নবী সহধর্মিণীগণ) যখন (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইবাদতের বিষয়টি) তাহাদেরকে জানাইলেন তখন তাঁহারা (সাহাবীগণ) যেন ইহাকে অল্প মনে করিলেন অর্থাৎ তাঁহারা প্রত্যেকই মনে করিলেন ইহা তো সামান্য ইবাদত। আর সহীহ বুখারী শরীফে ইহাও আছে যে, فَقَالُوا وَإِنْ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ (সাহাবীগণ বলিলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তুলনায় আমাদের স্থান কোথায়? তাঁহার তো পূর্বাপর উত্তমের বিপরীত কৃত সকল কিছু আল্লাহ তা’আলা ক্ষমা করিয়াদিয়াছেন)। ইহার মর্ম হইতেছে যেই ব্যক্তি তাহার ক্ষমার ব্যাপারে অবগত নহে সে তো অত্যধিক ইবাদত করা প্রয়োজন, যাহাতে ক্ষমা লাভ করিতে পারে। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করিয়া দিলেন যে, ইহা জরুরী নহে এবং নিম্নোক্ত কথা দ্বারা ইশারা করিলেন, بَأَنَّهُ أَشَدُّهُمْ خَشْيَةً (নিশ্চয়ই তিনি তাহাদের হইতে অধিক ভয়কারী)। আর হযরত আয়িশা ও মুগীরা (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছের শেষ দিকে أَفَلَا كُنْ عَبْدًا شَاكُورًا (আমি কি শোকরগুজার বান্দা হইব না) বলিয়া ইশারা করিয়াছেন।

এই হাদীছে অনেক ফায়দা আছে ইহার একটি হইতেছে আকাবির (ওলি আল্লাহগণ)-এর কর্মের অনুকরণের লক্ষ্যে তাহাদের ইবাদতের অবস্থা পুরুষ লোকদের মাধ্যমে জানিতে অপারগ হইলে তাহাদের স্ত্রীগণের কাছ হইতে জানিয়া নেওয়া জাযিয় আছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৩৬)

لَكِنِّي أَصَلَّى وَأَنَامُ (কিন্তু আমি নামায আদায় করি আবার নিদ্রাও যাই)। সহীহ বুখারী শরীফের রিওয়ায়েতে আছে مَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأَفْطِرُ (জানিয়া রাখ, আল্লাহর কসম! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের হইতে আল্লাহ তা’আলাকে অধিক ভয়কারী এবং মুক্তাকী। অথচ আমি রোযা রাখি আবার ইফতারও করি)। হাফিয ইবন হাজার বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহা দ্বারা তাহাদের ধারণা “ক্ষমাকৃত মহান ব্যক্তির জন্য অধিক ইবাদত করার প্রয়োজন হয় না”-এর খণ্ডনের দিকে ইশারা করিয়াছেন। ইবাদতের

মধ্যে কঠোরতা অবলম্বনকারী এক সময় ক্লাস্তি আসা হইতে নিরাপদ নহে। পক্ষান্তরে মধ্যম পন্থা অবলম্বনকারী সর্বদা করিয়া যাইতে সক্ষম হয়। আর উত্তম আমল উহাই যাহা আমলকারী সদা-সর্বদা করে। -(এ)

فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (সুতরাং যেই ব্যক্তি আমার সুন্নত হইতে মুখ ফিরাইয়া নেয়, সে আমার কেহ নহে)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, السنة (সুন্নত) দ্বারা الطريقة (পন্থা, রীতি) মর্ম। ইহা দ্বারা فرض (ফরয-এর) বিপরীতে سنة (সুন্নত) নহে। আর الرغبة عن الشيء (কোন বস্তু হইতে ফিরিয়া থাকা) হইতেছে এক বস্তুকে পরিহার করিয়া অন্য বস্তু অবলম্বন করা। ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে من ترك طريقتي واخذ بطريقة غيري فليس مني (যেই ব্যক্তি অন্যের তরীকা গ্রহণের মাধ্যমে আমার তরীকা বর্জন করতঃ বৈরাগ্য জীবন অবলম্বন করে সে আমার (তরীকা অবলম্বী) নহে। কেননা, সে বিদআত অবলম্বনকারী। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তরীকা হইতেছে মহানুভব খাঁটি ইসলাম। সুতরাং রোযা পালনের ক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে ইফতার করিবে, কিয়ামুল লাইলে শক্তি অর্জনের জন্য নিদ্রা যাইবে, কামভাব নিয়ন্ত্রণ, নিজ সত্তার হিফায়ত ও বংশ ধারা অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে বিবাহ করিবে। যেই ব্যক্তি ব্যাখ্যামূলক ওয়রের কারণে বিবাহ হইতে বিরত থাকে তাহার ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ فَلَيْسَ عَلَى طَرِيقَتِي অর্থাৎ فَلَيْسَ مِنِّي (সে আমার তরীকার কেহ নহে) ইহা দ্বারা দ্বীন ইসলাম বাহির হইয়া যাওয়া অত্যাব্যাক নহে। আর যদি বিবাহরীতিকে উপেক্ষা করিয়া বর্জন করে এবং তাহার এই আমলকে শ্রেষ্ঠত্ব বলিয়া আকীদা রাখে তাহা হইলে فَلَيْسَ مِنِّي এর অর্থ হইবে ليس مني (আমার ধর্মমতের কেহ নহে)। কেননা, তাহার এই اعتقاد (বিশ্বাস) কুফরের এক প্রকার। -(এ)

(৩২৯৪) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ وَلَوْ أَدْنَى لَهُ لَا تَخْتَصِمِينَ.

(৩২৯৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবু বকর বিন আবু শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবু কুরায়ব (রহ.) তাহারা ... সা'দ বিন আবু ওয়াহ্বাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উছমান বিন মাযউন (রাযিঃ)-এর অবিবাহিত জীবনযাপনের প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেন। আর তিনি যদি তাহাকে অনুমতি দিতেন তাহা হইলে আমরা নিজেরা অবশ্যই নপুংসক হইয়া যাইতাম।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন)। অর্থাৎ তাহাকে অবিবাহিত থাকার অনুমতি দেন নাই; বরং তাহাকে উহা হইতে নিষেধ করিয়াছেন। -(এ)

عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ (উছমান বিন মাযউন (রাযিঃ)-এর ...) হযরত উছমান বিন মাযউন (রাযিঃ) প্রাচীন ইসলাম গ্রহণকারীগণের একজন ছিলেন। তিনি হিজরী ২য় সনে যুল-হিজ্জা মাসে ইনতিকাল করেন। তিনিই জান্নাতুল বাকী'তে দাফনকারীগণের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি। -(ফতহুল মুলাহিম ৩৪৪৩৬)

التَّبَتُّلُ (অবিবাহিত থাকার)। উলামায়ে ইয়াম বলেন, التَّبَتُّلُ হইতেছে মহিলা হইতে বিচ্ছিন্ন থাকা এবং আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে একাত্ম থাকার লক্ষ্যে বিবাহ বর্জন করা। মূলতঃ التَّبَتُّلُ অর্থ النقطم (কর্তন, ছিন্নকরণ, অতিক্রমণ, হ্রাসকরণ, বন্ধকরণ) ইহা হইতেই আখিরাতে প্রত্যাশী দুইজন মহিলা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হওয়ার কারণে বলা হয় مريم البتول (কুমারী মরিয়ম) এবং فاطمة البتول (কৌমার্যব্রতী ফাতিমা)। আর ইহা হইতেই

صدقة بئله অর্থাত্ ইহার মালিকের কর্তৃত্ব ও হস্তক্ষেপ হইতে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। আল্লামা তাবারী (রহ.) বলেন, একান্তে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করার উদ্দেশ্যে দুনিয়ার স্বাদ ও প্রবৃত্তির বাসনা বর্জন করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ رَدَّ عَلَيْهِ التَّبَتُّلُ (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উছমান বিন মাযউন (রাযিঃ)-এর কৌমার্যব্রত অবলম্বনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন) ইহার অর্থ হইতেছে যে, তাহাকে কৌমার্যব্রত অবলম্বন করিতে নিষেধ করেন।

হাদীছ ও কুরআন মজীদে সমন্বয় : আল্লামা তকী উদ্দীন (রহ.) বলেন, التَّبَتُّلُ শব্দের অর্থ অবিবাহিত থাকা এবং ধর্মপরায়ন হওয়া। এই হাদীছে التَّبَتُّلُ (কৌমার্যব্রত থাকা, অবিবাহিত থাকা)কে নিষেধ করা হইয়াছে। আর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ وَتَبَتُّلُ إِلَيْهِ تَبَتُّلًا (এবং একত্রটিতে তাহাতে মগ্ন হউন- সূরা মুযাযিল ৮)-এর মধ্যে التَّبَتُّلُ (ধর্ম পরায়ন হওয়া, একত্র হওয়া, বিনয়ী হওয়া, আল্লাহ তা'আলার প্রতি একত্র হওয়া)-এর নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এতদুভয়ের মধ্যে সমন্বয় এইভাবে হইবে যে, হাদীছ শরীফে تَبَتُّلُ এর যেই অর্থে নিষেধ করা হইয়াছে কুরআন মজীদে সেই অর্থে নির্দেশ দেওয়া হয় নাই; বরং অন্য অর্থে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কাজেই এতদুভয়ের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নাই। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফ: মু: ৩ঃ৪৩৭)

وَأُذِّنْ لَهُ لَا خُتْمَيْنَا (তিনি যদি তাহাকে অনুমতি দিতেন, তাহা হইলে আমরা নিজেরা নিজেদের খোজা করিয়া নিতাম) لَخُتْمَيْنَا শব্দটি الخِصَاء (খাসীকরণ, খোজাকরণ) হইতে উদ্ভূত। আর উহা হইতেছে বিদারণের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ বাহির করিয়া ফেলা। মানুষ ছোট হউক কিংবা বড় হউক, খাসী করা হারাম। আর আদম সন্তান ব্যতীত অন্যান্য জীবজন্তু খাসী করণের ব্যাপারে মতানৈক্য আছে। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, কোন প্রকার কল্যাণের উদ্দেশ্যে ব্যতীত জীব-জানোয়ারকেও খাসী করা নিষিদ্ধ। তবে যদি কল্যাণের উদ্দেশ্য থাকে যেমন গোশত সুস্বাদু হওয়ার জন্য কিংবা উহাকে ক্ষতি হইতে বাঁচানোর জন্য। শারেহ নওয়াযী (রহ.) বলেন, হালাল জন্তু জানোয়ার ব্যতীত অন্য কোন জন্তু-জানোয়ার খাসী করা ব্যাপকভাবে হারাম। আর হালাল জীব জানোয়ারকে ছোট অবস্থায় খাসী করা জাযিয় বড় হইলে নহে। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলিয়াছেন, ক্ষতি, কষ্ট দূরীভূত করণের উদ্দেশ্যে বড় জীব-জানোয়ারকেও খাসী করা জাযিয় আছে।

আলোচ্য হাদীছে لَوُذِّنْ لَهُ لَا خُتْمَيْنَا (আর তিনি যদি অনুমতি দিতেন তাহা হইলে আমরা অবশ্যই নিজেদের খাসী করিয়া নিতাম) বাক্যটি হাদীছের বাচনভঙ্গীর বিবেচনায় لَتَبَتُّلُنَا (আমরা অবশ্যই অবিবাহিত থাকিতাম) বলা সমীচীন ছিল। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) ইহার জবাবে বলেন, সম্ভবতঃ হযরত উছমান বিন মাযউন (রাযিঃ) খাসী হওয়ার প্রস্তাবই দিয়াছিলেন। কিন্তু রাবী ইহাকে تَبَتُّلُ দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন। -(ঐ)

(৩২৯৫) وَحَدَّثَنِي أَبُو عَمْرٍاءُ مَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا إِسْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ رَدَّ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَطْعُونٍ التَّبَتُّلُ وَلَوْ أُذِّنْ لَهُ لَا خُتْمَيْنَا.

(৩২৯৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবু ইমরান মুহাম্মদ বিন জা'ফর বিন যিয়াদ (রহ.) তিনি ... সাঈদ বিন মুসায়ায (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি সা'দ (বিন আবু ওয়াহ্বাস রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি : হযরত উছমান বিন মাযউন (রাযিঃ)-এর অবিবাহিত থাকার প্রস্তাব (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক) প্রত্যাখ্যাত হয়। তাহাকে যদি অনুমতি দেওয়া হইত তাহা হইলে আমরা অবশ্যই নিজেদের খাসী করিয়া নিতাম।

(৩২৯৬) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا حَجَّيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ أَرَادَ عُثْمَانُ بْنُ مَطْعُونٍ أَنْ يَتَّبِعَلَ فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ أَجَازَ لَهُ ذَلِكَ لَأَخْتَصَمِينَا.

(৩২৯৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... সাঈদ বিন মুসায়াব (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি সা'দ বিন আবু ওয়াহ্বাস (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন। হযরত উছমান বিন মাযউন (রাযিঃ) কৌমার্য অবস্থায় থাকার প্রস্তাব করিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে উহা করিতে নিষেধ করেন। তিনি যদি তাহাকে অনুমতি প্রদান করিতেন তাহা হইলে আমরা অবশ্যই নিজেদের খাসী করিয়া ফেলিতাম।

بَابُ نَدَبٍ مَنْ رَأَى امْرَأَةً فَوَقَعَتْ فِي نَفْسِهِ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ فَيَوَاقِعَهَا

অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তি মহিলা দেখিয়া কামভাব জাগ্রত হইলে সে যেন তাহার স্ত্রীর সহিত কিংবা ক্রীতদাসীর সহিত সহবাস করিয়া নেয়

(৩২৯৭) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ اللَّهُ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً فَأَتَى امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ وَهِيَ تَمْعَسُ مَنِيئَةً لَهَا فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ "إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ".

(৩২৯৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমর বিন আলী (রহ.) তিনি ... জাবির (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মহিলাকে দেখিলেন। তখন তিনি নিজ সহধর্মিনী য়নব (রাযিঃ)-এর কাছে গমন করিলেন। তখন তিনি তাহার একটি চামড়া পাকা করার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করিলেন। অতঃপর বাহির হইয়া সাহাবীগণের কাছে আসিলেন এবং ইরশাদ করিলেন। নিশ্চয় (কতক) মহিলা সামনে আসে শয়তানের আকৃতিতে এবং ফিরিয়া যায় শয়তানের আকৃতিতে। সুতরাং তোমাদের কাহারও যখন কোন মহিলার উপর (কামভাবের) নয়র পড়ে তখন সে যেন নিজ স্ত্রীর কাছে আসে। কেননা, ইহা তাহার প্রবৃত্তি অভ্যন্তরে যাহা রহিয়াছে তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া দিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

(তখন তিনি তাহার একটি চামড়া পাকা করার কাজে ব্যস্ত ছিলেন)। অভিধানবিদ বলেন, المَعَس (জোরে ঘষা) শব্দটি ع বর্ণ ছাড়া পঠনে الدك (ঘর্ষণ করা, ঘষিয়া পরিষ্কার করা, মালিশ করা)-এর অর্থে ব্যবহৃত। আর المنيعة শব্দটির م বর্ণে যবর, ن বর্ণে যের অতঃপর همزة مدودة (দীর্ঘ হামযা) অতঃপর 6 লিখায় 5 দ্বারা পঠিত। ইহা ذبيحة ও كبيرة এর ওয়নে ব্যবহৃত। অভিধানবিদ আরও বলেন, চামড়াকে দাবাগতের উদ্দেশ্যে কার্য পরিচালনা করার প্রাথমিক অবস্থায় منيعة বলা হয়। আল্লামা কিসায়ী (রহ.) বলেন, চামড়া পাকা করার কাজে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ منيعة বলা হয়। ভাষাবিদ আবু উবায়দা (রহ.) বলেন, চামড়া পাকা করার প্রাথমিক অবস্থায় منيعة অতঃপর أفیق বলা হয়। أفیق শব্দটির همزة বর্ণে যবর ف বর্ণে যের দ্বারা পঠিত। ইহার বহুবচন أفق ব্যবহৃত হয়। যেমন قفيز এবং ففز শব্দ। অতঃপর সর্বশেষে اديم (পাকা করা চামড়া, চামড়া) বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩:৪৩৮)

فَقَضَىٰ حَاجَتَهُ (তখন তিনি নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করিলেন)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যখন কোন ব্যক্তির নযর কোন মহিলার উপর পতিত হইয়া কামভাবের উদয় হয় তখন সে নিজের স্ত্রীর নিকট আসা এবং সহবাস করা মুস্তাহাব এবং প্রবৃত্তিকে জানাইয়া দিবে যে, উক্ত মহিলার মধ্যে যাহা আছে উহা আমার স্ত্রীর মধ্যেও আছে। শারেহ নওয়াজী (রহ.) বলেন, উলামায়ে ইযাম বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কাজটি সাহাবাগণের তা'লীমের উদ্দেশ্যে করিয়াছেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাহা করিয়াছেন তাহাদের জন্য উহা করা সমীচীন এবং তাঁহার কর্মের উপর আমল করা চাই। ইহা দ্বারা আরও বুঝা যায় যে, স্বামী স্বীয় স্ত্রীর সহিত দিবাভাগে সহবাস করার মেধ্য কোন দোষ নাই। স্ত্রী যদি কোন কাজে ব্যস্ত থাকেন আর তখন স্বামী তাহাকে প্রয়োজন পূরণের জন্য তলব করে তাহা হইলে স্ত্রীর জন্য তাহার আহ্বানে সাড়া দেওয়া জরুরী। কেননা, পুরুষের শরীরে কামভাবের উত্তেজনা বিরাজ করিলে উহা পূরণে বিলম্ব করিলে তাহার শরীর, হৃদয় ও দৃষ্টিশক্তির ক্ষতির আশংকা আছে। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। - (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৩৮)

ثُمَّ خَرَجَ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ فَقَالَ ... (অতঃপর তিনি বাহির হইয়া সাহাবীগণের নিকট আসিলেন এবং ইরশাদ করিলেন ...)। কাযী আবু বকর ইবনুল আরাবী (রহ.) বলেন, ইহা বিস্ময়কর অর্থ বিশিষ্ট হাদীছ। কেননা তাঁহার দ্বারা যাহা সংঘটিত হইয়াছে উহা আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কেহ জানেন না। আর অপ্রত্যাশিতভাবে মহিলাদের হইতে বিমুগ্ধকর কোন বস্তু নফসের উপর পতিত হইলে উহা পাকড়াযোগ্য নহে; বরং ক্ষমা। আর ইহা দ্বারা তাঁহার পদমর্যাদারও কোন ঘাটতি হয় নাই। ইহা তো জন্মগতভাবে মানবিক চাহিদা। তাহা সত্ত্বেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের তা'লীমের জন্য তাহা বর্ণনা করিয়া দিলেন। যাহাতে উম্মতগণ এই ধরনের পরিস্থিতিতে অনুরূপ আমল করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। - (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৩৮)

وَتَذِيرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ (এবং ফিরিয়া যায় শয়তানের আকৃতিতে)। আল্লামা যুবায়দী (রহ.) বলেন, শয়তানী গুণ। সুন্দরী মহিলার প্রতি দৃষ্টি পড়ার দ্বারা প্রবৃত্তিতে কামভাবের প্রভাব এবং সহবাসের স্বাদের কথা স্মরণ করানোর মাধ্যমে পুরুষদের অন্তরে ওয়াসওয়াসার সৃষ্টি করে যাহা শয়তানী গুণের সাদৃশ্য। কেননা, شهوة (প্রবৃত্তি, কামনা, বাসনা, উত্তেজনা, কামভাব) হইতেছে শয়তানের বাহিনী। পক্ষান্তরে عقل (জ্ঞানবুদ্ধি, বোধশক্তি, সুস্থ বিবেক) হইতেছে ফিরিশতার বাহিনী।

শারেহ নওয়াজী (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা মাসালা উদ্ভাবন হয় যে, অত্যধিক প্রয়োজন ব্যতীত মহিলারা আড়ম্বরপূর্ণ পোশাক পরে ঘর হইতে বাহির হওয়া সমীচীন নহে। আর পুরুষদের জন্যও তাহাদের শরীর ও পোশাক পরিচ্ছেদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা উচিত নহে। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। - (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৩৮)

فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ (সে যেন তাহার স্ত্রীর নিকট আসে)। অর্থাৎ তাহার নিজ সহধর্মিনীর সহিত সহবাস করার জন্য আসে)। - (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৩৮)

فَإِنْ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ (কারণ ইহা তাহার মনের অভ্যন্তরে যাহা রহিয়াছে উহা প্রত্যাখ্যান করিবে)। আল্লামা যুবায়দী (রহ.) বলেন, অনুরূপই يرد (প্রত্যাখ্যান করিবে, রদ করিবে, নিবৃত্তি করিবে, দূর করিবে) শব্দটি ৷ বর্ণ দ্বারা رد হইতে নিঃসৃত। যাহার অর্থ উল্টাইয়া দেওয়া, ফিরাইয়া দেওয়া, রদ করা, খন্ডন করা, মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা, প্রত্যাখ্যান করা, তাড়াইয়া দেওয়া। 'নিহায়া' গ্রন্থকার (রহ.) রিওয়ায়ত করেন فان ذلك يرد ما في نفسه (কারণ ইহা তাহার মনের অভ্যন্তরে যাহা রহিয়াছে উহা শীতল করিয়া দিবে)। অর্থাৎ يرد শব্দটি ৷ বর্ণ দ্বারা পঠিত। তিনি সাহাবাগণের উদ্দেশ্যে ইরশাদ করেন, তাহাদের কাহারও যদি কামভাব উত্তেজিত হয় তাহা হইলে উক্ত উত্তেজনা শান্ত করার উদ্দেশ্যে নিজ সহধর্মিনীর সহিত সহবাস করিবে। ফলে দৃষ্টির ওয়াসওয়াসা

দূরীভূত হইয়া অন্তর স্বস্তি লাভ করিবে। ইহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চিকিৎসার অন্তর্ভুক্ত। -
(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৩৮)

(৩২৯৮) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ أَبِي الْعَالِيَةِ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً. فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَأَتَى امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ وَهِيَ تَنْعَسُ مَنِيئَةً. وَلَمْ يَذْكُرْ تَذَبُّرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ.

(৩২৯৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মহিলাকে দেখিলেন। অতঃপর উপর্যুক্ত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন, তবে এই রিওয়ায়তে এতখানি অতিরিক্ত আছে “তিনি নিজ সহধর্মিণী হযরত যয়নব (রাযিঃ)-এর কাছে গেলেন, তখন তিনি একটি চামড়া পাকা করার কাজ করিতেছিলেন” এবং এই রিওয়ায়তে “সে শয়তানের আকৃতিতে ফিরিয়া যায়” কথাটি উল্লেখ করেন নাই।

(৩২৯৯) وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ جَابِرٌ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "إِذَا أَحَدُكُمْ أَعْجَبَتْهُ الْمَرْأَةُ فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ فَلْيَغْمِذْ إِلَى امْرَأَتِهِ فَلْيُؤَاقِعْهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ".

(৩২৯৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সালমা বিন শাবীব (রহ.) তিনি ... আবুয যুযায়র (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, হযরত জাবির (রাযিঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি। তোমাদের কাহারও যখন কোন মহিলা মুগ্ধ করে এবং উহা তাহার অন্তরকে প্রলুব্ধ করে তখন সে যেন তাহার সহধর্মিণীর উদ্দেশ্যে যায় এবং তাহার সহিত সহবাস করে। কেননা, ইহা তাহার মনে যাহা উদয় হইয়াছে উহা দূরীভূত করিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

- (সে যেন তাহার সহধর্মিণীর উদ্দেশ্যে যায়) فليغمد الخ (সে যেন তাহার সহধর্মিণীর উদ্দেশ্যে যায়) -
(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৩৯)

بَابُ نِكَاحِ الْمُتَعَةِ وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبَيِّدَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّ أُبَيِّدَ ثُمَّ نُسِخَ وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

অনুচ্ছেদ : মুতআ বিবাহ : ইহা (প্রথমে) বৈধ ছিল, পর রহিত করা হয়, অতঃপর বৈধ করা হয়, তারপর রহিত করা হয় আর ইহা কিয়ামত পর্যন্ত হারাম থাকিবে-এর বিবরণ

(৩৩০০) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ أَنَّهُ حَدَّثَنَا أَبِي وَوَكَيْعٌ وَابْنُ بَشِيرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا أَلَا نَسْتَخْصِي فَتَهَانًا عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْزَمُوا طِبَاتٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ .

(৩৩০০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র হামদানী (রহ.) তিনি ... কায়স (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ (বিন মাসউদ রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত জিহাদে অংশগ্রহণ করিতাম

এবং আমাদের সহিত জ্বীগণ থাকিত না। আমরা আরয করিলাম, আমরা কি নিজেদের খাসী করাইয়া নিব? তখন তিনি আমাদেরকে উহা করিতে নিষেধ করিলেন। অতঃপর তিনি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কাপড়ের বিনিময়ে মহিলাদেরকে (মুত'আ) বিবাহ করার অনুমোদন দেন। অতঃপর আবদুল্লাহ (বিন মাসউদ রামিঃ) এই আয়াত পাঠ করিলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْزَمُوا طَيِّبَاتٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (হে মুমিনগণ! তোমরা ঐ সকল সুস্বাদু বস্ত্র হারাম করিও না, যেইগুলি আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য হালাল করিয়াছেন এবং সীমা অতিক্রম করিও না। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সীমা অতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না— সূরা মায়িদা ৮৭)

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَيْسَ نَسَاءً فَقُلْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ (আমাদের সহিত জ্বীগণ থাকিত না)। অর্থাৎ আমরা তাহাদের কামনা করি। ইহা দ্বারা সাহাবায়ে কিরামের পূর্ণাঙ্গ বীরত্ব, পুরুষত্ব, আন্তরিক শক্তি এবং তাহাদের রবের উপর তাওয়াক্কুলের বিষয়টি প্রমাণিত হয়। - (ফতহুল মুলহিম ৩৪৩৯)

أَلَا نَسْتَخْصِي (আমরা কি খাসী হইয়া যাইব)? অর্থাৎ আমরা কি যাহারা খাসী করে তাহাদের ডাকিয়া আনিব না? অর্থাৎ যাহাতে আমরা প্রবৃত্তি কামভাব ও শয়তানী ওয়াসওয়াসা হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারি। - (ঐ)

فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ (তিনি আমাদেরকে উহা করিতে নিষেধ করিলেন)। ইহা হারামমূলক নিষেধাজ্ঞা, আদম সন্তানের খাসী হওয়া হারাম হওয়ার ব্যাপারে কাহারও দ্বিমত নাই। ইহা দ্বারা পুরুষত্ব অকেজো, আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি পরিবর্তন এবং নিয়ামতের কুফরী হয়। কেননা, কাহাকেও পুরুষ হিসাবে সৃষ্টি করা আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নিয়ামতের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর ইহাকে যখন বিলুপ্ত করা হয় তখন সে মহিলা সাদৃশ্য হইয়া যায়। ফলে সে পূর্ণাঙ্গতার স্থলে অপূর্ণাঙ্গতাকে ইখতিয়ার করলো। - (ফতহুল মুলহিম ৩৪৩৯)

ثُمَّ رَخَّصْنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْءَةَ بِالثَّوْبِ (অতঃপর তিনি পরিধেয় কাপড়ের বিনিময়ে আমাদের নির্দিষ্ট কালের জন্য মহিলাদের বিবাহ করার অনুমতি দিলেন)। অর্থাৎ মুত'আ, এই হাদীছে النِكَاح শব্দটিকে সাধারণভাবে المتعة এর উপর প্রয়োগ করা হইয়াছে। অনুরূপভাবে অন্য হাদীছে التزويج (বিবাহ) এবং النِكَاح শব্দদ্বয় المتعة এর উপর প্রয়োগ করা হইয়াছে— (কানযুল উম্মাল)। অধিকন্তু উলামায়ে ইয়াম মুত'আকে المتعة দ্বারা ব্যাখ্যা করা হইতে সতর্কতা অবলম্বন করেন না। অথচ সঠিক হইতেছে যে, মুত'আ হইল النِكَاح الموقت (সময় নির্দিষ্টকৃত বিবাহ)। যেমন আল-বাদাঈ গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, النِكَاح الموقت وهو نِكَاح المتعة (কাজেই সময় নির্দিষ্টকৃত বিবাহ তথা উপভোগের বিবাহ জায়িয় নাই)।

মুত'আ দুই প্রকার : (এক) التمتع (সম্ভোগ, উপভোগ, উপকার লাভ) শব্দ দ্বারা গঠিত মুত'আ। যেমন কেহ বলিল اعطيك كذا على ان اتمتع منك يوماً وشهراً وسنة (তোমার হইতে একদিন, একমাস কিংবা এক বছর সম্ভোগ লাভের বিনিময়ে এতখানি তোমাকে প্রদান করিব)। ইহা সকল আলিমের মতে বাতিল। (দুই) النِكَاح و التزويج (বিবাহ) বা উহার স্থলাভিষিক্ত শব্দ দ্বারা গঠিত মুত'আ। যেমন কেহ বলিল اتزوجك عشرة أيام (আমি তোমাকে দশ দিনের জন্য বিবাহ করিলাম)। ইহা আয়িম্মায়ে ছালাছার (জমহুরের) মতে ফাসিদ।

ইমাম যুফার (রহ.) বলেন, নিকাহ জায়িয় এবং উহা স্থায়ীভাবে সংঘটিত হইয়া যাইবে আর শর্ত বাতিল হইবে। হাসান বিন যিয়াদ (রহ.) ইমাম আবু হানীফা (রহ.) হইতে নকল করেন, তিনি বলেন, যদি তাহারা উভয়ে এই সময় হইতে ঐ সময় পর্যন্ত জীবনযাপনের পরিমাণ উল্লেখ করে তাহা হইলে নিকাহ বাতিল। আর যদি তাহারা উভয়ে এই সময় হইতে বলিয়াছে কিন্তু কোন সময় পর্যন্ত জীবনযাপন করিবে তাহা উল্লেখ না করে তাহা হইলে বিবাহ জায়িয়। কেননা, তাহারা যেন চিরকালের জন্য উল্লেখ করিয়াছে। ইহার কারণ হইতেছে সে 'নিকাহ'

শব্দ উল্লেখ করিয়াছে এবং ইহার সহিত একটি ফাসিদ শর্ত করিয়াছে। শর্ত ফাসিদের কারণে নিকাহ বাতিল হয় না। কাজেই শর্ত বাতিল এবং ‘নিকাহ’ সহীহ হিসাবে অবশিষ্ট থাকিবে। -(এ)

ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا (অতঃপর আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাযিঃ) পাঠ করিলেন, হে মুমিনগণ! তোমরা ঐ সকল সুস্বাদু বস্তু হারাম করিও না যেইগুলি আল্লাহ তা’আলা তোমাদের জন্য হালাল করিয়াছেন এবং সীমা অতিক্রম করিও না। নিশ্চয় আল্লাহ তা’আলা সীমা অতিক্রমকারীকে পছন্দ করেন না- সূরা মায়িদা ৮৭) আল্লামা ইবনুল কায়াম (রহ.) ‘আল-হুদা’ গ্রন্থে বলেন, হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিঃ) হাদীছের শেষে এই আয়াত পাঠ করার কারণ দুইটি বিষয়ের যেকোন একটি হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। (এক) মৃত’আকে যিনি হারাম বলেন, তাহার খন্ডনে পাঠ করেন। কেননা, মৃত’আ সুস্বাদু বস্তু না হইলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহাকে মুবাহ করিতেন না। (দুই) সম্ভবতঃ তিনি আয়াতের শেষ অংশ দ্বারা সেই সকল বিশেষজ্ঞের অভিমত খন্ডন করা উদ্দেশ্য যাহারা ব্যাপকভাবে মৃত’আকে মুবাহ বলেন, আর ইহাও এক ধরনের সীমালঙ্ঘন। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধুমাত্র যুদ্ধের সময় নিজের সহিত স্ত্রী বর্তমান না থাকিলে এবং নারীর অত্যধিক প্রয়োজনে অনুমতি দিয়াছেন। কাজেই রীতিসিদ্ধভাবে বিবাহ করিতে সক্ষম এমন মুকীম ব্যক্তির জন্য যে মৃত’আর অনুমতি দেয় সেও সীমা অতিক্রমকারী। আর আল্লাহ তা’আলা সীমা অতিক্রমকারীকে পছন্দ করেন না।

হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, প্রকাশ্য যে, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিঃ)-এর মতে মৃত’আ জাযিয়। ফলে এই স্থানে এই আয়াত পাঠ করিয়াছেন এবং অনুভব করিয়াছিলেন যে, ইহা তাহার পক্ষে দলীল। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিঃ)-এর কাছে তখনও মৃত’আ রহিত হওয়ার বিষয়টি পৌছে নাই। অতঃপর যখন তাহার কাছে মৃত’আ রহিত হওয়ার বিষয়টি পৌছে তখন তিনি নিজের মত হইতে প্রত্যাবর্তন করেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৪১)

(৩৩০১) وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. مِثْلَهُ وَقَالَ ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا هَذِهِ الْآيَةَ. وَلَمْ يَقُلْ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ.

(৩৩০১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উছমান বিন আবু শায়বা (রহ.) তিনি ... ইসমাইল বিন আবু খালিদ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। আর এই সনদে রাবী বলেন, অতঃপর তিনি আমাদের সামনে এই আয়াত পাঠ করিলেন। কিন্তু তিনি “আবদুল্লাহ (বিন মাসউদ রাযিঃ) পাঠ করেন” কথাটি বলেন নাই।

(৩৩০২) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ كُنَّا وَنَحْنُ شَبَابٌ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا تَسْتَخْصِي وَلَمْ يَقُلْ نَغْزُو.

(৩৩০২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবু বকর বিন আবু শায়বা (রহ.) তিনি ... ইসমাইল (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে এই সনদে রাবী (আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাযিঃ) বলেন, আমরা যুবক ছিলাম। ফলে আমরা আরয করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা কি নিজেদের খাসী করা ইয়া নিব না? আর তিনি “আমরা জিহাদে” কথাটি বলেন নাই।

(৩৩০৩) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَا خَرَجَ عَلَيْنَا

مُنَادَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا. يَعْنِي مُتْعَةَ النِّسَاءِ.

(৩৩০৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন বাশ্শার (রহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ ও সালামা ইবনুল আকওয়া (রাযিঃ) হইতে, তাঁহারা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘোষক (হযরত বিলাল রাযিঃ) বাহির হইয়া আমাদের নিকট আসিয়া বলিলেন, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের উপভোগ তথা মুত'আতুন নিসা (অস্থায়ী বিবাহ, সাময়িক বিবাহ) করার অনুমতি দিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مُنَادَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘোষক)। তিনি বিলাল (রাযিঃ) হওয়াই অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, অন্য রিওয়ায়েতে আছে এই ঘটনাটি কতক যুদ্ধে সংঘটিত হইয়াছিল। যেমন 'সহীহ বুখারী' গ্রন্থে সুফয়ান-এর রিওয়ায়েতে আছে قَالَا كُنَّا فِي جَيْشِ فَاتَانَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (তাহারা উভয়ে বলিলেন, আমরা সৈন্যদলে ছিলাম তখন আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এক দূত আগমন করিলেন। - (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৪১))

(৩৩০৪) وَحَدَّثَنِي أُمِّيَّةُ بِنْتُ بِسْطَامِ الْعَيْشِيِّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا زَوْجٌ يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانَا فَأَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ.

(৩৩০৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উমাইয়া বিন বিসতাম আয়শী (রহ.) তিনি ... সালামা বিন আকওয়া ও জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে তাশরীফ আনিলেন এবং আমাদের মুত'আ করার অনুমতি দিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانَا (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে তাশরীফ আনিলেন)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, সম্ভবতঃ اتانا رسولوه ومناديه (আমাদের কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দূত ও তাঁহার ঘোষক আসিলেন) যেমন পূর্ববর্তী রিওয়ায়েতে আছে, কিংবা ইহার সম্ভাবনা রহিয়াছে : স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের পাশ দিয়া যাইতেছিলেন, তখন তিনি নিজ মুবারক যবান দ্বারা তাহাদেরকে উহা বলিয়াছেন। - (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৪১))

(৩৩০৫) وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلَوَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ عَطَاءٌ قَدِيمَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مُعْتَمِرًا فَجِئْنَاهُ فِي مَنْزِلِهِ فَسَأَلَهُ الْقَوْمُ عَنْ أَشْيَاءَ ثُمَّ ذَكَرُوا الْمُتْعَةَ فَقَالَ نَعَمْ اسْتَمْتَعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَى بَكْرٍ وَعُمَرُ.

(৩৩০৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাসান হুলওয়ানী (রহ.) তিনি ... ইবন জুরায়জ (রহ.) আমাদেরকে জানান, তিনি বলেন, আতা (রহ.) বলেন, জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) উমরা পালনের উদ্দেশ্যে (মক্কা মুকাররমায়) আসিলেন, তখন আমরা তাহার অবস্থানস্থলে তাহার সাক্ষাতে গেলাম। লোকেরা তাহার নিকট বিভিন্ন বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। অতঃপর তাহারা মুত'আ

সম্পর্কে উল্লেখ করিলেন, তখন তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) ও উমর (রাযিঃ)-এর যুগে (মুত'আ-এর মাধ্যমে) উপভোগ করিয়াছি।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَأَبَى بَكْرٌ وَعُمَرُ (এবং আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) ও উমর (রাযিঃ)-এর যুগে (মুত'আ করার দ্বারা) উপভোগ করিয়াছি)। ইহা সেই অবস্থার উপর প্রয়োগ হইবে যে, যাহারা আবু বকর (রাযিঃ) ও উমর (রাযিঃ)-এর যুগে (মুত'আ করতঃ) উপভোগ করিয়াছেন তাহাদের কাছে ইহা রহিত হওয়ার খবর পৌছে নাই। যেমন পরবর্তীতে আসিতেছে। - (ফতহুল মুলহিম ৩:৪৪১)

(৩৩০৬) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كُنَّا نَسْتَمْتِمُ بِالْقُبْضَةِ مِنَ الثَّمَرِ وَالذَّقِيقِ الْيَامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَى بَكْرٍ حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ فِي شَأْنِ عَمْرٍو بْنِ حُرَيْثٍ.

(৩৩০৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... আবু যুবার (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি : আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)-এর যুগে একমুঠি খেজুর কিংবা আটা-এর বিনিময়ে মুত'আ করিতাম। অবশেষে আমার বিন হুরায়ছ (রাযিঃ)-এর এক ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া হযরত উমর (রাযিঃ) উহা নিষিদ্ধ করেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ فِي شَأْنِ عَمْرٍو بْنِ حُرَيْثٍ (অবশেষে আমার বিন হুরায়ছ (রাযিঃ)-এর এক ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া হযরত উমর (রাযিঃ) উহা (মুত'আ) নিষিদ্ধ করেন)। আবদুর রাজ্জাক (রহ.) স্বীয় 'মুসাননিফ' গ্রন্থে আমার বিন হুরায়ছ (রাযিঃ)-এর ঘটনাটি এই সনদে বর্ণনা করেন : عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَدِمَ عُمَرُ بَنَ حُرَيْثٍ الْكَوْفَةَ فَاسْتَمْتَمَ : بِمَوْلَاةٍ وَحَلِيٍّ فَسَأَلَهُ فَاعْتَرَفَ فَذَلِكَ حِينَ نَهَى عَنْهَا عُمَرُ (হযরত জাবির (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমার বিন হুরায়ছ (রাযিঃ) কূফায় গমন করিয়া তাহার মুক্ত দাসীকে (মুত'আ করিয়া) উপভোগ করেন। ইহাতে সে গর্ভবর্তী হইয়া পড়িলে তাহাকে নিয়া তিনি হযরত উমর (রাযিঃ)-এর কাছে হাযির হন। অতঃপর তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উহা স্বীকার করেন। তখন হযরত উমর (রাযিঃ) কঠোরভাবে মুত'আ নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি বাস্তবায়ন করেন। (আল-ফাতহ বিস্তারিত পরে আসিতেছে) - (ফতহুল মুলহিম ৩:৪৪২)।

(৩৩০৭) حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ اخْتَلَفَا فِي الْمُتَعَتِّينِ فَقَالَ جَابِرٌ فَعَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ فَلَمْ نَعُدْ لِهَمَّا.

(৩৩০৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হামিদ বিন উমর বাকরাবী (রহ.) তিনি ... আবু নাদরাহ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ)-এর কাছে ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি আসিল, অতঃপর বলিল, হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) ও ইবন যুবার (রাযিঃ) দুই মুত'আ (হজ্জের ইহরামকে উমরায় পরিবর্তনের মাধ্যমে হজ্জ তামাত্ত এবং মুত'আ বিবাহ) সম্পর্কে মতানৈক্য করিতেছেন। তখন জাবির (রাযিঃ) বলিলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে এতদুভয়ই করিয়াছি। অতঃপর হযরত উমর (রাযিঃ) আমাদেরকে উভয়টি হইতে নিষেধ করেন। ফলে আমরা পুনরায় উহা আর করি নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مَتَعَةُ النِّسَاءِ (তাঁহারা দুই মুত'আ সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করিতেছেন)। অর্থাৎ متعة النساء (অস্থায়ী বিবাহ, সাময়িক বিবাহ) এবং متعة الحج (হজ্জের ইহরামকে উমরায় পরিবর্তনের মাধ্যমে হজ্জে তামাত্ত করা)। (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৪২)। متعة الحج সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা ২৮৫৭ এবং ২৮০৯ নং হাদীছসমূহের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। আর متعة النساء (অস্থায়ী বিবাহ) সম্পর্কে অনুচ্ছেদের পরবর্তী হাদীছসমূহের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

فَعَلْنَا فَمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে এতদুভয়ই করিয়াছি)। ইহা দ্বারা ব্যাপকভাবে সকল সাহাবী অন্তর্ভুক্ত করার দাবী করা হয় নাই। যেমন আল্লামা ইবন হাযম (রহ.) বলিয়াছেন; বরং শুধু তাঁহার কর্ম কিংবা তাহার সহিত অপর কোন সাহাবীর কর্মের উপরও প্রয়োগ হয়। হাকিম ইবন হাজার (রহ.) বলেন, فَعَلْنَا (আমরা করিয়াছি)-এর মধ্যে যদি ব্যাপকভাবে সকল সাহাবা (রাযিঃ) অন্তর্ভুক্ত হয় তাহা হইলে فَلَمْ نَعُدْ لَهُمْ (সুতরাং এতদুভয় কর্ম পুনরায় আর আমরা করি নাই)-এর মধ্যেও ব্যাপকভাবে সকল সাহাবা (রাযিঃ) অন্তর্ভুক্ত হইবে। ফলে ইহার উপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই হাদীছের সনদ সহীহ। (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৪২)

فَلَمْ نَعُدْ لَهُمْ (সুতরাং এতদুভয় কর্ম পুনরায় আর আমরা করি নাই)। ইহা দ্বারা আল্লামা ইবন হাযম (রহ.)-এর কথা খণ্ডন হইয়া যায়। কেননা, তিনি সেই সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত, যাহারা হযরত জাবির (রাযিঃ)কে متعة (অস্থায়ী বিবাহ) বৈধ বলিয়া মত পোষণকারীগণের মধ্যে গণ্য করেন।

শায়খ মুহাম্মদ আবিদ সিন্দী (রহ.) বলেন, সম্ভবতঃ হযরত জাবির (রাযিঃ) হযরত উমর (রাযিঃ) কর্তৃক মুত'আ নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয় কঠোরভাবে বাস্তবায়নের পূর্বে মুত'আ নিষিদ্ধ বর্ণিত হাদীছ বর্ণনা করেন নাই। অন্যথায় হযরত জাবির (রাযিঃ) হইতে বেশ কয়েকখানা মুত'আ হারাম হওয়া সম্পর্কিত হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৪২)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أُوطَاسٍ فِي الْمَتَعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ نَهَى عَنْهَا. (৩৩০৮)

(৩৩০৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবু বকর বিন আবু শায়বা (রহ.) তিনি ... আয়াস বিন সালামা (রহ.) হইতে, তিনি নিজ পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আওতাস যুদ্ধের বৎসর তিন রাত্রির জন্য মুত'আ করার অনুমতি দিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি উহা নিষিদ্ধ করেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَامَ أُوطَاسٍ (আওতাস যুদ্ধের বৎসর)। ইহা স্পষ্ট যে, আওতাস যুদ্ধের বছর মুত'আ মুবাহ করা হইয়াছিল। বিস্তারিত আলোচনা পরে আসিতেছে। أُوطَاسٍ (আওতাস) হইতেছে তায়িফের একটি উপত্যকার নাম। ইহা الوادي والمكان (উপত্যকা ও স্থান) মর্ম গ্রহণ করেন। আর যাহারা غيرمنصرف পাঠ করে তাহারা اوطاس দ্বারা البقعة (ভূখণ্ড, ভূমি, স্থান, জমি, এলাকা) মর্ম গ্রহণ করেন। তবে তাহারা অধিকাংশই ইহাকে غيرمنصرف হিসাবে ব্যবহার করেন। (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৪২)

فِي الثُّلَاثَةِ (তিন রাত্রির জন্য মুত'আ মুবাহ করেন)। অর্থাৎ আওতাস যুদ্ধের বছর তিন রাত্রির জন্য মুত'আ করার রুখসত দিয়াছিলেন। (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৪২)

نَهَى (অতঃপর তিনি উহা নিষিদ্ধ করেন)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, আমি نَهَى শব্দটিকে বর্ণে পেশ দ্বারা পঠনে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কিন্তু নির্ভরযোগ্য রিওয়ায়েতে نَهَى শব্দটি الْف দ্বারা পঠনে রহিয়াছে। অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষিদ্ধ করেন। কেহ যদি প্রশ্ন করেন যে, বরণ نَهَى শব্দটি বর্ণে পেশ দ্বারা পঠিত। আর আলোচ্য সালামা (রাযিঃ) বর্ণিত হাদীছে النَّاسِي (নিষিদ্ধকারী) হইলেন হযরত উমর (রাযিঃ)। যেমন জাবির (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে। আমরা জবাবে বলিব, ইহা একটি সম্ভাবনা মাত্র। অন্যথায় সাবরা বিন মা'বাদ (রাযিঃ) বর্ণিত হাদীছে মুত'আর অনুমতির পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নিষিদ্ধ করার কথাটি প্রমাণিত আছে। নিষিদ্ধ করার পর আর মুত'আর অনুমতি দেওয়া হয় নাই। কাজেই হযরত উমর (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিষিদ্ধ করা বিষয়টি কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করিয়াছেন মাত্র। (বিস্তারিত ৩৩১২ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য, ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৪২)

ফায়দা :

মানুষ অভ্যাসের দাস, তাহাদের অভ্যাস পরিবর্তন করার জন্য হিকমত অবলম্বন জরুরী। উল্লেখ্য যে ইসলাম পূর্ব আরবে মুত'আ-এর প্রচলন ছিল। ফলে সঙ্গত কারণেই ইসলামের প্রাথমিক সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহার রুখসত দিয়াছিলেন। আরব সমাজের দীর্ঘদিনের কুপ্রথাসমূহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেইভাবে ধীরস্থির ও হিকমতপূর্ণ পদক্ষেপের মাধ্যমে মুলোচ্ছেদ করিয়াছেন। ঠিক সেইভাবে মুত'আ-এর কুপ্রথাও তিনি সময়মত স্তরে স্তরে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ৭ম হিজরীতে খায়বর জিহাদের দিন তিনি মুত'আ প্রথা নিষিদ্ধ করেন। তারপর মক্কা বিজয়ের সময়ে আওতাস যুদ্ধ চলাকালীন তিন রাত্রির জন্য উহার অনুমতি দেন এবং এরপর উহা চিরকালের জন্য হারাম ঘোষণা করেন। অতঃপর বিদায় হজ্জের সময় উহা কিয়ামত পর্যন্ত নিষিদ্ধের বিষয়টি ব্যাপক প্রচার প্রসার করেন। এই কারণে হাদীছে বিভিন্নভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

আলোচ্য হাদীছে যে মহিলার সহিত মুত'আ বিবাহ হযরত উমর (রাযিঃ) স্বীয় খেলাফতকালে তিনি নিষিদ্ধ করেন বলিয়া রহিয়াছে ইহা দ্বারা মর্ম এই নহে যে, হযরত উমর (রাযিঃ) মুত'আ বিবাহ নিষিদ্ধকারী; তবে তিনি কেবল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক চিরকালের জন্য নিষিদ্ধকৃত বিষয়টি প্রচারক ও কার্যকরকারী মাত্র। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনের শেষ দিকে এই কুপ্রথাটি নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন। তাই ইহা সাধারণ লোকদের মধ্যে ব্যাপক প্রচারিত হয় নাই। এই জন্যই হযরত উমর ইহা ব্যাপকভাবে প্রচার করেন এবং সরকারী ফরমানের মাধ্যমে তাহা কার্যকর করেন।

(৩৩০৯) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ سَبْرَةَ أَنَّهُ قَالَ أَوْذَنَ نَبَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالثُّلَاثَةِ فَأَنْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ كَانَتْهَا بَكْرَةٌ عَيْطَاءُ فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا فَقَالَتْ مَا تُعْطِي فَقُلْتُ رِدَائِي. وَقَالَ صَاحِبِي رِدَائِي. وَكَانَ رِدَاءُ صَاحِبِي أَجْوَدَ مِنْ رِدَائِي وَكُنْتُ أَشَبَّ مِنْهُ فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَى رِدَاءِ صَاحِبِي أُعْجِبُهَا وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَيَّ أُعْجِبْتُهَا ثُمَّ قَالَتْ أَنْتَ وَرِدَاؤُكَ يَكْفِينِي. فَكُنْتُ مَعَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ الَّتِي يَتَمَتَّعُ فَلْيُخْلِ سَبِيلَهَا".

(৩৩০৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... রাবী'-এর পিতা সাবরা জুহানী (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে মুত'আ করার অনুমতি দিলেন। তখন আমি ও অন্য এক লোক আমির সম্প্রদায়ের এক মহিলার কাছে গেলাম। সে যেন এক সুদর্শনীয় লম্বা গ্রীবা বিশিষ্ট তরুণী উষ্ট্রী। আমরা আমাদের (মুত'আর) প্রস্তাব তাহার কাছে পেশ করিলাম। তখন সে বলিল, আমাকে কি দেওয়া হইবে? আমি বলিলাম, আমার চাদর আর আমার সাথী বলিল, আমার চাদর। উল্লেখ্য যে, আমার সাথীর চাদরটি আমার চাদর হইতে উৎকৃষ্টতর ছিল। তবে আমি ছিলাম যৌবনপ্রাপ্ত তরুণ। সে যখন আমার সাথীর চাদরের দিকে তাকায় তখন উহা তাহার পছন্দ হয় আবার যখন সে আমার দিকে তাকায় তখন আমাকেই তাহার কাছে অধিক পছন্দনীয় হয়। অতঃপর সে বলিল, তুমি এবং তোমার চাদরই আমার জন্য যথেষ্ট। ফলে আমি তাহার সহিত তিন রাত্রি অতিবাহিত করিলাম, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, কাহারও নিকট মুত'আ-এর মাধ্যমে কোন বস্তু (মহিলা) থাকিলে সে যেন তাহার পথ ছাড়িয়া দেয়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

الفتية من الابل الابل هائل البكر (সে যেন এক সুদর্শনীয় লম্বা গ্রীবা বিশিষ্ট তরুণী উষ্ট্রী)। (ব্যাখ্যা উষ্ট্রী) অর্থاً الشابة القوية (সবল তরুণী)। আর غيطاء শব্দটির ৬ বর্ণে যবর ৫ বর্ণে সাকিন ৬ বর্ণ মাদসহ পঠনে অর্থ حسن قوم (তাই সুষম ও সুন্দর আকৃতির মধ্যে লম্বা গ্রীবা বিশিষ্ট হওয়া)। আর العيط শব্দ ৬ এবং ৫ বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে অর্থ طول العنق (লম্বা গ্রীবা)। (ফ: মু: ৩৪৪৩)

... (মুত'আ-এর মাধ্যমে উপভোগকৃত কোন মহিলা থাকিলে তাহাকে)। অর্থاً من هذه النساء التي يتنفع بها (মুত'আ-এর মাধ্যমে উপভোগকৃত কোন মহিলা থাকিলে তাহাকে)। (ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৩)

(সে যেন তাহার (মহিলার) পথ ছাড়িয়া দেয় (ত্যাগ করে))। আল্লামা সিন্দী (রহ.) বলেন, سبيله শব্দের বিবেচনায় سبيله পুংলিঙ্গেও বর্ণিত হইয়াছে। আর এই স্থানে شيء এর দ্বারা মহিলা মর্ম হওয়ার বিবেচনায় سبيلها স্ত্রীলিঙ্গেও বর্ণিত হইয়াছে। (ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৩)

(৩৩১০) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فَضِيلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ يَعْنِي ابْنَ مَفْظِلٍ حَدَّثَنَا عَمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةٍ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ أَنَّ أَبَاهُ غَزَامَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَتَحَ مَكَّةَ قَالَ فَأَقَمْنَا بِهَا خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثِينَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ فَأَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مُتَعَةِ النِّسَاءِ فَخَرَجْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي وَلِيَ عَلَيْهِ فَضْلٌ فِي الْجَمَالِ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الدَّمَامَةِ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدٌ فَبُرْدِي خَلَقٌ وَأَمَّا بُرْدُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَبُرْدٌ جَدِيدٌ غَضٌّ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَسْفَلِ مَكَّةَ أَوْ بِأَعْلَاهَا فَتَلَقَّيْنَا فَتَاةً مِثْلَ الْبَكْرَةِ الْعَنْطَنَةِ فَقُلْنَا هَلْ لَكَ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْكَ أَحَدُنَا قَالَتْ وَمَاذَا تَبْذُلَانِ فَنَشَرْنَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدَهُ فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ وَيَرَاهَا صَاحِبِي تَنْظُرُ إِلَى عِطْفِهَا فَقَالَ إِنَّ بُرْدَ هَذَا خَلَقٌ وَبُرْدِي جَدِيدٌ غَضٌّ. فَتَقُولُ بُرْدُ هَذَا لَا بَأْسَ بِهِ. ثَلَاثَ مِرَارٍ أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ اسْتَمْتَعْتُ مِنْهَا فَلَمْ أَخْرُجْ حَتَّى حَرَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(৩৩১০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবু কামিল ফুযায়ল বিন হুসায়ন জাহদারী (রহ.) তিনি ... রাবী' বিন সাবরা (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তাহার পিতা (সাবরা রাযিঃ) মক্কা বিজয়ের জিহাদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, আমরা মক্কা মুকাররমায় ১৫ অর্থাৎ দিন এবং রাত্রি মিলাইয়া ৩০ দিন অবস্থান করি। তখন রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মুত'আ করার অনুমতি দিলেন। তাই আমি এবং আমার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি বাহির হইলাম। আমি তাহার তুলনায় সুদর্শনের অধিকারী ছিলাম এবং সে প্রায় কুৎসিতই ছিল। আমাদের উভয়ের সহিত একটি করিয়া চাদর ছিল। আমার চাদরটি পুরাতন ছিল এবং আমার চাচাতো ভাইয়ের চাদরটি ছিল সম্পূর্ণ নতুন। অবশেষে আমরা মক্কার নিম্নভূমিতে কিংবা উচ্চভূমিতে পৌছিয়া একটি সুদর্শনীয় লম্বা গ্রীবা বিশিষ্ট তরুণী উল্লীর সাদৃশ্য যুবতী মেয়ের সাক্ষাৎ পাইলাম। আমরা বলিলাম, আমাদের দুই জনের কাহারও সহিত কি তুমি মুত'আ করিবে? সে বলিল, তোমরা ইহার বিনিময়ে কি দিবে? তখন আমাদের দুইজনের প্রত্যেকেই নিজ নিজ চাদর খুলিয়া ধরিলাম। সে দুইজনকে দেখিতে লাগিল। আর আমার সাথীও তাহার মাথা হইতে নীতম পর্যন্ত দেখিতেছিল এবং বলিল, নিশ্চয়ই এই চাদরটি পুরাতন আর আমার চাদরটি নতুন ও তাজা। তখন মেয়েটি বলিল, এই চাদরটি (পুরাতন হইলেও) গ্রহণে কোন ক্ষতি নাই। কথাটি সে তিনবার কিংবা দুইবার বলিল। অতঃপর আমি তাহার সহিত মুত'আ (বিবাহ) করিলাম। আমি তাহার কাছে হইতে বাহির হইলাম, এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুত'আ (চিরদিনের জন্য) হারাম ঘোষণা করিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الدَّمَامَةِ (আর সে ছিল প্রায় কুৎসিত)। শব্দটির ৮ বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে উহা হইল الْقَبِيمُ فِي الصُّورَةِ (আকৃতির দিক দিয়া কুৎসিত)। - (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৪৩)

قَرِبَ مِنْ (আর আমার চাদরটি ছিল পুরাতন)। শব্দটির ৮ বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে অর্থাৎ قَرِبَ مِنْ (ক্ষয়প্রাপ্তের নিকটবর্তী)। - (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৪৩)

جَدِيدٌ غَضٌّ (নতুন তাজা)। অর্থাৎ طَرِي (তাজা, টাটকা, সজিব, নরম, কোমল, নতুন)। - (এ)

الْعَنْطَنَطَةِ শব্দটির ৮ বর্ণে যবর, উভয় ৮ বর্ণে যবর এই দুইটি ৮ দ্বারা প্রথম ৮ সাকীনসহ পঠিত। কাযী ইয়ায (রহ.) 'মুখতাসারুল আইন' গ্রন্থে বলেন, উহা হইল الطويلة العنق مع حسن قومه (চমৎকার পরিমিত দেহসহ লম্বা গ্রীবা বিশিষ্ট হওয়া) ইহা العِطَاء এর অর্থে ব্যবহৃত। - (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৪৩)

جَانِبَهَا (সে মেয়েটির দিকে দেখিতেছিল)। عَظْفُ শব্দটির ৮ বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে অর্থাৎ جَانِبَهَا (মেয়েটির দিকে)। আর কেহ বলেন مَنْ رَأَاهَا إِلَى وَرَكْهَاتِهَا (মেয়েটির মাথা হইতে নীতম পর্যন্ত)। - (এ)

(৩৩১১) وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ صَخْرٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو التُّعَيْنِ حَدَّثَنَا وَهَبٌ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ. فَذَكَرَ بِمَثَلِ حَدِيثِ بَشِيرٍ. وَزَادَ قَالَتْ وَهَلْ يَصْلُحُ ذَاكَ وَفِيهِ قَالَ إِنَّ بُرْدَ هَذَا خَلَقَ مَخَّ.

(৩৩১১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন সাঈদ বিন সাখর দারামী (রহ.) তিনি ... সাবরা জুহানী (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমরা মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত মক্কায় রওয়ানা হইলাম। অতঃপর তিনি রাবী বিশর (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। তবে তিনি এতখানি অতিরিক্ত বর্ণনা করেন, “মেয়েটি বলিল, ইহা কি ঠিক হইবে? আর এই রিওয়াযতে ইহাও রহিয়াছে। সে বলিল, নিশ্চয় এই চাদরটি পুরাতন-জরাগ্রস্ত।”

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَامَ الْفَتْحِ (মক্কা বিজয়ের বছর)। ইহা দ্বারা স্পষ্ট হইয়া গিয়েছে যে, মক্কা বিজয়ের বছর মুত'আ হারাম করা হইয়াছে। - (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৪৩)

البالي (পুরাতন-জরাগ্রস্ত)। خَلَقَ مَحْ (শব্দটির ম বর্ণে যবর এবং ح বর্ণে তাশদীদসহ পঠনে উহা হইল (ক্ষয়প্রাপ্ত, জরাগ্রস্ত, জীর্ণ, পুরাতন)। ইহা হইতেই مَحْ الكتاب বলা হয়। যখন কিতাব পাঠ করিতে করিতে জরাগ্রস্ত হইয়া যায়। - (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৪৩)

(৩৩১২) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَدْرَةَ الْجُهَنِيُّ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذُنْتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمْتَاءِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَسَنَ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ وَلَا تَأْخُذُوا مِنَّا أَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا".

(৩৩১২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) তিনি ... সাবরা জুহানী বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত ছিলেন। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, হে লোক সকল! আমি তোমাদেরকে মহিলাদের সহিত মুত'আ করার অনুমতি দিয়াছিলাম। কিন্তু ইতোমধ্যে আল্লাহ তা'আলা মুত'আ কিয়ামত পর্যন্ত হারাম করিয়া দিয়াছেন। কাজেই যাহার নিকট এই ধরনের মুত'আর মাধ্যমে কোন বস্তু (মহিলা) আছে, সে যেন তাহার পথ ছাড়িয়া দেয় (তাহাকে ত্যাগ করে)। আর তোমরা তাহাদেরকে যাহা কিছু প্রদান করিয়াছ উহা (জোরপূর্বক) রাখিয়া দিও না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

(কিন্তু ইতোমধ্যে আল্লাহ তা'আলা মুত'আ কিয়ামত পর্যন্ত হারাম করিয়া দিয়াছেন)। একই হাদীছ শরীফে স্পষ্টভাবে (মুত'আ সম্পর্কিত) منسوخ (রহিত) এবং ناسخ (রহিতকারী) উভয়টি রহিয়াছে। যেমন কবর যিয়ারত সম্পর্কে একই হাদীছ منسوخ ও ناسخ উভয়টি রহিয়াছে كُنْتُمْ نَهَيْتُمْ عَنْ زِيَادَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا (আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। এখন হইতে (বিদ'আতমুক্তভাবে) কবর যিয়ারত করিতে পার)।

এই হাদীছ শরীফ দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, نكاح المتعة (অস্থায়ী বিবাহ, সাময়িক বিবাহ) কিয়ামত পর্যন্ত হারাম। এই কারণেই অনুচ্ছেদের পূর্বে উল্লিখিত হাদীছ انهم كانوا يمتعون الى عهد ابى بكر وعمر (সাহাবাগণ আবু বকর সিদ্দীক ও উমর (রাযিঃ)-এর যুগে মুত'আ (বিবাহ) করিয়াছিলেন)-এর তাবীল করা প্রয়োজন যে, সংশ্লিষ্ট সাহাবীগণের কাছে ناسخ (রহিতকারী) হাদীছ পৌছে নাই।

সালাফি সালেহীনের মধ্যে মুত'আ বিবাহ সম্পর্কে মতানৈক্য আছে। আল্লামা ইবনুল মুনযির (রহ.) বলেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইহার রুখসত ছিল। কিন্তু বর্তমানে কতক রাফিয়া ব্যতীত আর কেহ জাযিয বলেন বলিয়া আমার জানা নাই। রাফিয়াদের অভিমত কুরআন মজীদ ও হাদীছ শরীফের বিপরীত হওয়ার কারণে কোন গুরুত্ব নাই।

রাফিয়ীদের দলীল : আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ, فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً (অনন্তর তাহাদের মধ্যে যাহাকে তোমরা ভোগ করিবে, তাহাকে তাহার নির্ধারিত হক প্রদান কর- সূরা নিসা ২৪)। তাহারা এই আয়াত দ্বারা তিনভাবে প্রমাণ উপস্থাপন করেন। (এক) আয়াতে আল্লাহ তা'আলা استمتع (উপভোগ করা)-এর উল্লেখ করিয়াছেন نكاح (বিবাহ)-এর উল্লেখ করেন নাই। আর الاستمتاع এবং التمتع (মুত'আ)-একই। (দুই) আল্লাহ তা'আলা اجر (ভাড়া) পরিশোধের নির্দেশ দিয়াছেন। ইজারা এবং মুত'আ বস্তুতভাবে ক্রীলজ

উপভোগের عقد الاجارة (ইজারা চুক্তি)। (তিন) আল্লাহ তা'আলা الاستمتاع (উপভোগ, সম্ভোগ)-এর পর الاجر (ভাড়া, মজুরী) প্রদানের হুকুম দিয়াছেন। আর ইহা ভাড়া চুক্তি ও মুত'আ চুক্তি বা বন্ধনের মধ্যে হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে মহর! উহা তো বিবাহের عقد (বন্ধন, চুক্তি)-এর সময় ওয়াজিব এবং প্রথমেই স্বামী হইতে স্ত্রী আদায় করিয়া নিবে। অতঃপর স্ত্রী সম্ভোগ সম্ভব হয়। সুতরাং এই আয়াতে কারীমা দ্বারা عقد المتعة (মুত'আ বন্ধন) জাযিয় বলিয়া প্রমাণিত হয়।

তাহারা নিজের স্বপক্ষে আরও বলেন যে, অধিকন্তু আমাদের উপস্থাপিত আয়াতখানা কিরাআতে উবাই (রহ.) এইভাবে রহিয়াছে : فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى (অনন্তর তাহাদের মধ্যে যাহাকে তোমরা ভোগ করিবে, নির্ধারিত সময়ের জন্য) ইহা ইবন আব্বাস ও ইবন মাসউদ (রাযিঃ)-এর কিরাআতও।

‘আল-বাদাঈ’ গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, আমাদের আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের দলীল কুরআন মজীদ, সুন্নত, ইজমা ও বুদ্ধিবৃত্তিক।

কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ, وَالَّذِينَ هُمْ يَفْرُؤُوهُمْ خِفْظُونَ - اِلَّا عَلَىٰ اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ (আর যাহারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে, তবে তাহাদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত ক্রীতদাসীদের ক্ষেত্রে- সূরা মুমিনুন ৫-৬)-এ বিবাহিত স্ত্রী কিংবা ক্রীতদাসীর সহিত শরীআতের বিধি মুতাবিক جماع (সহবাস) করা ছাড়া কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার আর কোন পথ হালাল নাই। কাজেই মুত'আর মাধ্যমে وطى (সহবাস) করা সম্পূর্ণ হারাম।

‘মুত'আ’ নিকাহ না হওয়ার দলীল হইতেছে যে, মুত'আর মধ্যে তালাক ছাড়াই মহিলা ঋণমুক্ত হইয়া পৃথক হইয়া যায়। এতদুভয়ের মধ্যে উত্তরাধীকারী বিধান প্রতিষ্ঠা হয় না। সুতরাং প্রমাণিত হইল যে, ‘মুত'আ’ নিকাহ নহে এবং সংশ্লিষ্ট মহিলা তাহার স্ত্রীও নহে।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ, فَمن ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعُدُونَ (অতঃপর কেহ ইহাদের ছাড়া অন্যকে কামনা করিলে তাহারা সীমালংঘনকারী হইবে- সূরা মুমিনুন ৭)-এ উপর্যুক্ত দুই শ্রেণী (স্ত্রী ও ক্রীতদাসী)-এর সহিত শরীআতের বিধি মুতাবিক কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা ছাড়া অন্য কাহারও সহিত কাম-বাসনা পূর্ণ করে তাহাকে সীমালংঘনকারী বলা হইয়াছে। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এই দুই শ্রেণী (স্ত্রী কিংবা ক্রীতদাসী)-ছাড়া وطى (সহবাস) হারাম। সুতরাং মুত'আর মাধ্যমে কামভাব চরিতার্থ করা হারাম।

সুন্নত তথা হাদীছ শরীফের দলীল : (১) আলোচ্য হাদীছ

(২) হযরত আলী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن اكل لحوم الحمير الانسية (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বরের যুদ্ধের দিন মহিলাদের সহিত মুত'আ এবং গৃহপালিত গাধার গোশত আহার করা নিষিদ্ধ করিয়াছেন)।

(৩) সাবরা আল-জুহানী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم فتح مكة (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন মহিলাদের সহিত মুত'আ নিষিদ্ধ করেন)।

(৪) আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن متعة النساء وعن لحوم الحمير الاهلية (তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বরের যুদ্ধের দিন মহিলাদের সহিত মুত'আ এবং গৃহপালিত গাধার গোশত আহার করা নিষিদ্ধ করিয়াছেন)

(৫) তাহার হইতে আরও বর্ণিত আছে : **ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قائما بين الركن والمقام وهو** (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকন (হজর) এবং মাকামে (ইবরাহীম)-এর মধ্যস্থলে দাড়াইয়া অবস্থায় ইরশাদ করেন, আমি তোমাদেরকে মুত'আ করার অনুমতি দিয়াছিলাম। যাহা হউক এখন যাহার নিকট এই প্রকারের কোন বস্তু (মহিলা) আছে, সে যেন তাহার হইতে পৃথক হইয়া যায়। আর তোমরা তাহাদের যাহা কিছু দিয়াছ উহা জোরপূর্বক রাখিয়া দিও না। কেননা, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত পর্যন্ত মুত'আ হারাম করিয়া দিয়াছেন)।

ইজমা দলীল : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতে চারি ইমাম-এর মতে মুত'আ চিরকালের জন্য হারাম। এই বিষয়ে সাহাবা, তাবেঈ এবং হাদীছ ও ফিকহের ইমামগণ তথা উম্মতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নিরূপায় অবস্থায়ও উম্মতে মুসলিমা মুত'আর উপর আমল করা হইতে বিরত রাখিয়াছেন। তবে আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিঃ) প্রমুখ হইতে মুত'আর অনুমতির হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। ইহা নিষিদ্ধ হইবার পূর্বে। নিষিদ্ধ বর্ণিত হাদীছ দ্বারা মনসূখ হইয়া গিয়াছে। অধিকন্তু ইবন আব্বাস (রাযিঃ) শেষ জীবনে তাহার এই অভিমত প্রত্যাহার করিয়াছেন বলিয়া বর্ণিত আছে।

বুদ্ধিবৃত্তিক দলীল : 'নিকাহ' শুধু কামশক্তি চরিতার্থ করার লক্ষ্যে শরীআতে অনুমোদন করে নাই; বরং ইহার অনেক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রহিয়াছে। যাহা মুত'আর মাধ্যমে লাভ হওয়া সম্ভব নহে। ফলে ইহা শরীআতসম্মত নহে।

রাফিযীদের দলীলের জবাব :

রাফিযীদের উপস্থাপিত আয়াত **فَمَا اسْتَنْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ** (অনন্তর তাহাদের মধ্যে যাহাকে তোমরা ভোগ করিবে- সূরা নিসা ২৪)-এর জবাবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বলেন, এই আয়াতে বৈধ পন্থায় বিবাহের পর স্ত্রীর সহিত জৈবিক সম্পর্ক স্থাপন এবং তাহার প্রাপ্য মহর প্রদানের কথা বলা হইয়াছে। কেননা, এই আয়াতের প্রথমে এবং শেষ দিকে 'নিকাহ' সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা আয়াতের প্রথম দিকে যাহাদের সহিত বিবাহ হারাম তাহাদের প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাদের ছাড়া সকল মহিলার সহিত বিবাহ বৈধ করা হইয়াছে। যেমন আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ, **أَحِلَّ لَكُمْ زَوَاجُ زَوَاجِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ** (ইহাদেরকে ছাড়া তোমাদের জন্যে অপরাপর সকল নারী হালাল করা হইয়াছে এই শর্তে যে, তোমরা তাহাদেরকে স্বীয় অর্থের বিনিময়ে তলব করিবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য ব্যতিচারের জন্য নহে। -সূরা নিসা ২৪) অর্থাৎ 'নিকাহ'-এর মাধ্যমে। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ, **وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ** (আর তোমাদের মধ্যে যেই ব্যক্তি স্বাধীন মুসলমান নারীকে বিবাহ করার সামর্থ্য রাখে না- সূরা নিসা ২৫)-এ **إِجَارَةً** (ভাড়া প্রদান, ইজারা) কিংবা **الْمَتْعَةَ** (অস্থায়ী বিবাহ)-এর কথা নহে। সুতরাং **فَمَا اسْتَنْتَعْتُمْ بِهِ** (অনন্তর তাহাদের মধ্যে) যাহাকে তোমরা ভোগ করিবে- সূরা নিসা ২৪)-এর মর্ম **استمتاع بالزَّكَاةِ** (নিকাহ-এর মাধ্যমে ভোগ করিবে) হইবে।

আর যে আয়াতে ওয়াজিব বিনিময়কে **أَجْرًا** (মজুরী, বেতন, সম্মানি, ভাড়া, প্রতিদান) বলা হইয়াছে। যেমন (১) আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, **فَأَنْكِحُوهُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ** (অতএব, তাহাদেরকে তাহাদের মালিকের অনুমতিক্রমে বিবাহ কর এবং নিয়ম অনুযায়ী তাহাদেরকে মহর প্রদান কর- সূরা নিসা ২৫)। এ আয়াতে **أَجُورَهُنَّ** (তাহাদের ভাড়াসমূহ) দ্বারা **مهورهن** (তাহাদের মোহরানাসমূহ) মর্ম।

(২) আল্লাহ সুবহানা হ তা'আলা ইরশাদ করেন, **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي أَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ** (হে নবী! আপনার জন্য আপনার স্ত্রীগণকে হালাল করিয়াছি, যাহাদেরকে আপনি মোহরানা প্রদান করেন- সূরা আহযাব ৫০)। এ আয়াতে **اجورهن** (তাহাদের ভাড়াসমূহ) দ্বারা **مهورهن** (তাহাদের মোহরানাসমূহ) মর্ম। সুতরাং রাফীযীদের উপস্থাপিত আয়াতেও **اجورهن** দ্বারা **مهورهن** মর্ম হইবে।

তাহাদের ৩য় দলীল : আয়াতে আল্লাহ তা'আলা উপভোগের পরে **اجر** (ভাড়া) প্রদানের নির্দেশ দিয়াছেন। অথচ নিকাহ-এ আকদের সময় মোহরানা ওয়াজিব এবং ইহা স্ত্রী সম্বোধনের পূর্বে পরিশোধযোগ্য। ইহার জবাবে আমাদের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বলেন যে, কখনও আয়াতে **تقديم** (পূর্ব) ও **تاخير** (পর) হইয়া থাকে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, **فَأَتَوْهُنَّ أُجُورَهُنَّ إِذَا اسْتَنْتَعَمْنَ بِهِ مِنْهُنَّ** (তোমরা তাহাদের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইবার পর যখন স্ত্রী সম্বোধন করার ইচ্ছা কর তখন তোমরা তাহাদের মোহরানা পরিশোধ করিয়া দাও)। অর্থাৎ **إذا اردتم الاستمتاع بهن** (যখন তোমরা তাহাদের সহিত সহবাসের ইচ্ছা কর)। যেমন আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ, **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ** (হে নবী! তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে চাও, তখন তাদেরকে তালাক দিয়া ইদতের প্রতি লক্ষ্য রাখ- সূরা তালাক ১)-এর মর্ম **إذا اردتم تطليق النساء** (আপনি যদি স্ত্রীদের তালাক দিতে ইচ্ছা করেন)।

হ্যাঁ, তাহাদের উপস্থাপিত আয়াত যদি ইজারা এবং মুত'আ মর্ম হয় তাহা হইলে আমাদের উপর্যুক্ত আয়াতসমূহও মুত'আ নিষিদ্ধ বর্ণিত হাদীছসমূহ দ্বারা মানসূখ হইয়া গিয়াছে।

আর তাহারা যে কিরাআতে উবাই নকল করিয়াছে **شاذة** (বিরল)। পবিত্র কুরআন মজীদে নাই। কাজেই ইহাকে কুরআন মজীদে অন্তর্ভুক্ত করা কাহারও জন্য জাযিব নাই। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, সকল রিওয়ায়েতে এই বিষয়ে মুস্তাফিক যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুত'আ রুখসত ছিল, ইহা বেশী দিন নহে, পরে হারাম হইয়া যায়। আর রাফীযীগণ ব্যতীত পূর্বাপর সকল ইমামগণের মধ্যে ইহা হারাম হওয়ার ব্যাপারে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কাজেই তাহাদের অভিমত ক্রক্ষেপযোগ্য নহে। - (ফতহুল মুলহিম ৩:৪৪৩-৪৪৪)

(৩৩১৩) **وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ وَالْبَابِ وَهُوَ يَقُولُ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ.**

(৩৩১৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবু বকর বিন আবু শায়বা (রহ.) তিনি ... আবদুল আযীয বিন উমর (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে এই সনদে রাবী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রুকন এবং দরজার মধ্যেস্থলে দাঁড়াইয়া বলিতে শ্রবণ করিয়াছি- অতঃপর রাবী ইবন নুমায়র (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

(৩৩১৪) **حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنُّتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ حِينَ دَخَلْنَا مَكَّةَ ثُمَّ لَمْ نَخْرُجْ مِنْهَا حَتَّى نَهَانَا عَنْهَا.**

(৩৩১৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... আবদুল মালিক বিন রবী' বিন সাবরা জুহানী (রহ.) হইতে, তিনি তাহার পিতা হইতে, তিনি

তাহার দাদা (সাবরা জুহানী রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের বছর আমাদের মক্কায প্রবেশকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে মুত'আ-এর অনুমতি দেন। অতঃপর মক্কা হইতে বাহির হওয়ার পূর্বেই মুত'আ নিষিদ্ধ করেন।

(৩৩১৫) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبُدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي رِبْعَةَ بْنِ سَبْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبُدٍ أَنَّ نَسِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ بِالتَّمَتُّعِ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ فَخَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبِي مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ حَتَّى وَجَدْنَا جَارِيَةً مِنْ بَنِي عَامِرٍ كَانَتْهَا بَكْرَةٌ عَيْطَاءُ فَخَطَبْنَاَهَا إِلَى نَفْسِهَا وَعَرَضْنَا عَلَيْهَا بُرْدَيْنَا فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ فَتَرَانِي أَجْمَلَ مِنْ صَاحِبِي وَتَرَى بُرْدَ صَاحِبِي أَحْسَنَ مِنْ بُرْدِي فَأَمَرْتُ نَفْسَهَا سَاعَةً ثُمَّ اخْتَارَتْنِي عَلَى صَاحِبِي فَكُنَّ مَعَنَا ثَلَاثًا ثُمَّ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفِرَاقِهِنَّ.

(৩৩১৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... সাবরা বিন মা'বাদ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের বছর তাহার সাহাবীগণকে মহিলাদের সহিত মুত'আ করার অনুমতি দেন। রাবী (সাবরা রাযিঃ) বলেন, তখন আমি এবং বনু সুলায়মের আমার এক সঙ্গী বাহির হইলাম। এমতাবস্থায় বনু আমির-এর এক যুবতী মেয়ের সাক্ষাৎ পাইলাম। সে যেন পরিমিত দেহে লম্বা গ্রীবা বিশিষ্ট তরুণী উল্লী সদৃশ। আমরা তাহার কাছে মুত'আর প্রস্তাব দিলাম এবং আমাদের চাদরদ্বয় তাহার সামনে পেশ করিলাম। তখন সে তাকাইয়া দেখিল এবং আমাকে আমার সঙ্গীর তুলনায় সুন্দর দেখিল। অপর দিকে আমার চাদরের তুলনায় আমার সাথীর চাদরটি অধিক উত্তম প্রত্যক্ষ করিল। তখন সে মনে মনে কিছুক্ষণ চিন্তা করিল। অতঃপর আমার সাথী হইতে আমাকেই প্রাধান্য দিল। তারপর মুত'আকৃত মহিলাটি আমার সহিত তিন রাত্রি ছিল। অতঃপর তাহাদের হইতে পৃথক হওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন।

(৩৩১৬) حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّسِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتَعَةِ.

(৩৩১৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমরুন নাকিদ (রহ.) তিনি ... সাবরা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুত'আ (উপভোগ) বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

(৩৩১৭) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ الْفَتْحِ عَنْ مُتَعَةِ النِّسَاءِ.

(৩৩১৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবু বকর বিন আবু শায়বা (রহ.) তিনি ... সাবরা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন মহিলাদের সহিত মুত'আ করা নিষিদ্ধ করেন।

(৩৩১৮) وَحَدَّثَنِيهِ حَسَنُ الْحُلَوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ شَهَابٍ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُتَعَةِ زَمَانَ الْفَتْحِ مُتَعَةِ النِّسَاءِ وَأَنَّ أَبَاهُ كَانَ تَمَتَّعَ بِبُرْدَيْنِ أَحْمَرَيْنِ.

২/১৯-১-১৩
ইমাম মুসলিম

(৩৩১৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন হাসান হুলওয়ানী (রহ.) তিনি ... রবী'-এর পিতা সাবরা জুহানী (রাযিঃ) তাহাকে খবর দিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের সময় মহিলাদের সহিত মুত'আ করিতে নিষেধ করেন। আর তাহার পিতা (সাবরা রাযিঃ) দুইটি লাল চাদরের বিনিময়ে মুত'আ করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

(আর তাহার পিতা দুইটি লাল চাদরের বিনিময়ে মুত'আ করিয়াছিলেন)। আল্লামা সিন্দী (রহ.) বলেন, অর্থাৎ তিনি এবং তাহার সাথী দুইজনে দুইটি লাল চাদর মুত'আর বিনিময়ে উক্ত যুবতী মেয়ের সামনে পেশ করিয়াছিলেন, এক জনে নহে। সুতরাং সাবেক হাদীসসমূহের সহিত কোন বৈপরীত্য নাই। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। - (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৪৫)

(৩৩১৯) وَحَدَّثَنِي حَزْمَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ قَالَ ابْنُ شَهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَامَ بِسَكَّةَ فَقَالَ إِنَّ نَاسًا أَعْنَى اللَّهُ قُلُوبَهُمْ كَمَا أَعْنَى أَبْصَارَهُمْ يُفْتُونَ بِالشُّعَةِ يُعْرِضُ بِرَجُلٍ فَنَادَاهُ فَقَالَ إِنَّكَ لَجَلْفٌ جَافٍ فَلَعَمْرِي لَقَدْ كَانَتْ الشُّعَةُ تُفَعِّلُ عَلَى عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ يُرِيدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَجَرَّبَ بِنَفْسِكَ فَوَاللَّهِ لَيْسَ فَعَلَتْهَا لَأَرْجُمَنَّكَ بِأُحْجَارِكَ. قَالَ ابْنُ شَهَابٍ فَأَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ أَنَّ ابْنَ سَيْفٍ اللَّهِ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَجُلٍ جَاءَهُ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَاهُ فِي الشُّعَةِ فَأَمَرَهُ بِهَا فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ مَهْلًا. قَالَ مَا هِيَ وَاللَّهِ لَقَدْ فَعَلْتُ فِي عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ. قَالَ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ إِنَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ لِمَنْ اضْطُرَّ إِلَيْهَا كَالنَّيْتَةِ وَالْدَّامِ وَلَحْمِ الْغَنِيرِ ثُمَّ أَحْكَمَ اللَّهُ الدِّينَ وَنَهَى عَنْهَا. قَالَ ابْنُ شَهَابٍ وَأَخْبَرَنِي رَبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ قَدْ كُنْتُ اسْتَشْتَعْتُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَامِرٍ بِبُرْدَيْنِ أَحْمَرَيْنِ ثُمَّ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشُّعَةِ. قَالَ ابْنُ شَهَابٍ وَسَمِعْتُ رَبِيعَ بْنَ سَبْرَةَ يُحَدِّثُ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَنَا جَالِسٌ.

(৩৩১৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... ইবন শিহাব (রহ.) বলেন, আমাকে উরওয়া বিন যুবায়র (রহ.) জানান যে, আবদুল্লাহ বিন যুবায়র (রাযিঃ) মক্কা মুকাররমায় (খুৎবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে) দাঁড়াইয়া বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা কিছু লোকের অন্তরকে অন্ধ করিয়া দেন যেমন তাহাদের চোখ অন্ধ করিয়া দিয়াছেন। তাহারা মুত'আ বৈধ বলে ফতোয়া দেয়। এই কথা বলিয়া তিনি এক ব্যক্তি (তথা ইবন আব্বাস রাযিঃ)-এর দিকে ইশারা করিলেন এবং তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, আপনি একজন কাশ্চজ্ঞানহীন ব্যক্তি। আমার জীবনের কসম! ইমামুল মুত্তাকীন (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে মুত'আ প্রচলিত ছিল। তারপর ইবন যুবায়র (রাযিঃ) তাহাকে বলিলেন, আপনি নিজে একবার গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখুন। আল্লাহ তা'আলার কসম! আপনি যদি উহা (মুত'আ) করেন তাহা হইলে আমি অবশ্যই আপনার (ব্যভিচারীর) জন্য নির্ধারিত পাথর দিয়াই আপনাকে রজম করিব।

ইবন শিহাব (রহ.) বলেন, খালিদ বিন মুহাজির বিন সাইফুল্লাহ (রহ.) আমাকে জানাইয়াছেন যে, তিনি এক ব্যক্তি (ইবন আব্বাস রাযিঃ)-এর কাছে বসা ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া তাহাকে মুত'আ সম্পর্কে

ফতোয়া চাহিলেন। তিনি তাকে মুত'আর পক্ষে ফতোয়া দিলেন। তখন ইবন আবু আমরা আনসারী (রাযিঃ) তাহাকে (ইবন আব্বাস (রাযিঃ)কে) উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, চিন্তা করে ফতোয়া দিন। তিনি (ইবন আব্বাস রাযিঃ) বলিলেন, কেন? আল্লাহ তা'আলার কসম! ইমামুল মুত্তাকীন (জনাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে ইহা করা হইত। ইবন আবু আমরা (রাযিঃ) বলিলেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে সেই ব্যক্তির জন্য রক্ষসত ছিল যে ইহার প্রতি মজবুর হয় যেমন (মজবুর হইলে) মৃতজীব, রক্ত ও শুকরের মাংস ভক্ষণের রক্ষসত রহিয়াছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নিজ দ্বীনকে শক্তিশালী ও সুদৃঢ় করিলেন এবং মুত'আ নিষিদ্ধ করিলেন। রাবী ইবন শিহাব (রহ.) বলেন, রবী' বিন সাবরা জুহানী (রহ.) আমাকে খবর দিয়াছেন যে, তাহার পিতা (সাবরা জুহানী রাযিঃ) বলিয়াছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে আমি (ও আমার এক সাথী) দুইটি লাল চাদরের (একটির) বিনিময়ে বনু আমির-এর এক মহিলার সহিত মুত'আ করিয়াছিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে মুত'আ করিতে নিষেধ করেন। রাবী ইবন শিহাব (রহ.) আরও বলেন, আমি রবী' বিন সাবরা জুহানী (রহ.)কে এই হাদীছ উমর বিন আবদুল আযীয (রহ.)-এর কাছে বর্ণনা করিতে শ্রবণ করিয়াছি, তখন আমি তথায় বসা ছিলাম।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

يُعَرِّضُ بِرَجُلٍ (তিনি এক ব্যক্তির দিকে ইশারা করিলেন)। আল্লামা ইবন হুমাম (রহ.) বলেন, নিঃসন্দেহে ইশারাকৃত ব্যক্তি হইলেন হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ)। তিনি শেষ বয়সে অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। এই কারণেই আবদুল্লাহ বিন যুবায়র (রাযিঃ) স্বীয় খিলাফত যুগে বলিয়াছেন كَمَا أَعْمَى ابْصَارَهُمْ (যেমন তাহাদের চোখ অন্ধ করিয়া দিয়াছেন)। আর ইহা হযরত আলী (রাযিঃ)-এর ওফাতের পরের ঘটনা। তাই বুঝা যায় ইবন আব্বাস (রাযিঃ) তখনও মুত'আ জাযিয় হওয়ার প্রবক্তা ছিলেন। কিন্তু সহীহভাবে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) নিজ অভিমত হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৪৫)

إِنَّكَ لَجِلْفٌ جَافٍ (নিশ্চয় আপনি একজন কাণ্ডজ্ঞানহীন ব্যক্তি)। الجلف শব্দটির ج বর্ণে যের দ্বারা গঠিত। আল্লামা ইবনুস সাকীত (রহ.) প্রমুখ বলেন, الجلف -ই হইল الجافী এই কারণেই বলা যায় যে, একই অর্থের দুই শব্দ তাকীদের জন্য একত্রিত করা হইয়াছে। الجافী অর্থ রুঢ় স্বভাব, কঠোর আচরণ, জ্ঞান-বুদ্ধি ও ভদ্রতার অভাব। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৪৫)

لَا زُجْمَنَّكَ بِأَخْبَارِكَ (তাহা হইলে আমি অবশ্যই আপনার জন্য নির্ধারিত পাথর দিয়াই আপনাকে রজম করিব) শারেহ নওয়াযী (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর কাছে রহিতকারী হাদীছ পৌছিয়াছিল এবং মুত'আ নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি নিঃসন্দেহভাবে জানিতেন। এই কারণে আবদুল্লাহ বিন যুবায়র (রাযিঃ) বলেন, নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি জানার পরও যদি আপনি মুত'আ করেন তাহা হইলে ব্যভিচারী হইবেন। ফলে আমি আপনাকে সেই পাথর দিয়া রজম করিব যেই পাথর দিয়া ব্যভিচারীকে রজম করা হয়। -(ঐ)

خَالِدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ بْنِ سَيْفٍ اللَّهِ (খালিদ বিন মুহাজির বিন সাইফুল্লাহ)। সাইফুল্লাহ হইলেন খালিদ বিন ওয়ালীদ আল-মাখযুমী (রাযিঃ)। এই নামে নামকরণের কারণ হইতেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার সম্পর্কে ইরশাদ করিয়াছিলেন فِيهِ سَيْفٌ مِنْ سَيَوفِ اللَّهِ سَلَّهُ اللَّهُ عَلَى الْكَفَّارِ (তাহার মধ্যে আল্লাহর তলোয়ারসমূহের একটি তলোয়ার রহিয়াছে। আল্লাহ পাক উক্ত তলোয়ারকে কোষমুক্ত অবস্থায় কাফিরদের উপর রাখিয়াছেন)। আর এই নামে তিনি প্রসিদ্ধ- فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ (তখন ইবন আবু আমরা আনসারী (রাযিঃ) তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন)। অর্থাৎ উক্ত মুফতী তথা ইবন আব্বাস (রাযিঃ)কে বলিলেন। যেমন বায়হাকী অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৪৬)

(৩৩২০) وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ ابْنِ أَبِي عَبْلَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُتَعَةِ وَقَالَ "أَلَا إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَانَ أُعْطِيَ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ".

(৩৩২০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সালামা বিন শাবীব (রহ.) তিনি ... রবী বিন সাবরা জুহানী (রহ.) হইতে, তিনি তাহার পিতা (সাবরা জুহানী রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুত'আ নিষিদ্ধ করিয়াছেন এবং ইরশাদ করিয়াছেন, সতর্কতার সহিত জানিয়া রাখ, আজকের এই দিন হইতে কিয়ামত পর্যন্ত মুত'আ হারাম। যে কেহ মুত'আ বাবদ যাহা দিয়াছে, সে যেন উহা ফেরত না আনে।

(৩৩২১) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ مُتَعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْخُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ.

(৩৩২১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আলী বিন আবু তালিব (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বরের যুদ্ধের দিন মহিলাদের সহিত মুত'আ এবং গৃহপালিত গাধার গোশত আহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

(এবং গৃহপালিত গাধার গোশত আহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন)। শারেহ নওয়াযী (রহ.) বলেন, الْإِنْسِيَّة শব্দটি দুইভাবে সংরক্ষিত। (এক) همزة বর্ণে যের ও ন বর্ণে সাকীন দ্বারা পঠিত। (দুই) همزة এবং উভয় বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। কাযী ইয়ায (রহ.) যবর দ্বারা পঠনকেই প্রাধান্য দিয়াছেন এবং অধিকাংশের রিওয়ায়ত অনুরূপই। গৃহপালিত গাধার গোশত আহার করা হারাম। ইহা ইমাম শাফেয়ী ও অন্যান্য প্রায় সকল ইমামগণের অভিমত। শুধুমাত্র সালাফি-সালিহীনের ছোট একটি দল ইহার ব্যতিক্রম। যেমন হযরত ইবন আব্বাস, হযরত আয়িশা (রাযিঃ) এবং কতক সালাফি সালিহীন হইতে গাধার গোশত আহার করা মুবাহ বলিয়া বর্ণিত আছে। আবার তাহাদের হইতেই গাধার গোশত হারাম হওয়ার হাদীছও বর্ণিত হইয়াছে। আর ইমাম মালিক (রহ.) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি গাধার গোশত আহার করাকে মাকরুহে তাহরিমা বলেন। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। - (ফতহুল মুলাহিম ৩৪৪৭)

(৩৩২২) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَسْمَاءِ الصَّبْعِيِّ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ لِفُلَانٍ إِنَّكَ رَجُلٌ تَابِيَةٌ نَهَاكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ.

(৩৩২২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আসমা আয যুবাইঈ (রহ.) তিনি ... মালিক (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে এই রিওয়ায়তে রাবী বলেন, তিনি আলী বিন আবু তালিব (রাযিঃ)কে জনৈক ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন। নিশ্চয় তুমি একজন সরল পথ হইতে বিপথগামী ব্যক্তি। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে (মহিলার সহিত মুত'আ করিতে) নিষেধ করিয়াছেন অতঃপর মালিক (রহ.) সূত্রে ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

يَقُولُ لِفُلَانٍ (জনৈক ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতে শ্রবণ করিয়াছি)। অর্থাৎ ইবন আব্বাস (রাযিঃ)কে - (ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৪৭)।

رَجُلٌ تَائِبٌ (সরল পথ হইতে বিপথগামী ব্যক্তি, দ্বিধাযুক্ত ব্যক্তি)। আল্লামা হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, تَائِبٌ শব্দটি ت এবং ي দ্বারা فاعل এর ওয়নে التيه (বিপথগামী, দিশেহারা, হতবুদ্ধি) হইতে। আর উহা হইল الحيرة (হতবুদ্ধিতা, হতভম্বতা, বিপথগামীতা)। হযরত আলী (রাযিঃ) ইবন আব্বাস (রাযিঃ)কে এই গুণে গুণাবিত করিয়া ইশারা করিয়াছেন যে, তিনি ناسخ (রহিতকারী) হাদীছ সম্পর্কে বেখবর হইয়া منسوخ (রহিত) হাদীছ দ্বারা দলীল দিয়া থাকেন। - (এ)

(৩৩২৩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتَعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْخُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ.

(৩৩২৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবু বকর বিন আবু শায়বা, ইবন নুমায়র ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাহারা ... আলী (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বরের যুদ্ধের দিন মুত'আ বিবাহ এবং গৃহপালিত গাধার গোশত নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

(৩৩২৪) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُلْكِي فِي مُتَعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ مَهْلَا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْخُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ.

(৩৩২৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) তিনি ... আলী (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি শুনিতে পাইলেন যে, ইবন আব্বাস (রাযিঃ) মহিলাদের সহিত মুত'আ করা সম্পর্কে নমনীয়তা প্রদর্শন করেন। তখন হযরত আলী (রাযিঃ) বলিলেন, হে ইবন আব্বাস (রাযিঃ)! চিন্তা করে ফতোয়া দিন। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বরের দিন মুত'আ এবং গৃহপালিত গাধার গোশত নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

(৩৩২৫) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَزْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ لِابْنِ عَبَّاسٍ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُتَعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْخُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ.

(৩৩২৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবু তাহির ও হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তাহারা ... হযরত আলী বিন আবু তালিব (রাযিঃ) ইবন আব্বাস (রাযিঃ)কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বরের দিন মহিলাদের সহিত মুত'আ এবং গৃহপালিত গাধার গোশত আহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ

অনুচ্ছেদ : কোন মহিলাকে তাহার ফুফু কিংবা খালার সহিত একত্রে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা হারাম-এর বিবরণ

(৩৩২৬) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ "لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا".

(৩৩২৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন মাসলামা কা'নাবী (রহ.) তিনি ... আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কোন মহিলাকে তাহার ফুফুর সহিত (বিবাহ বন্ধনে) একত্র করা যাইবে না। আর না কোন মহিলাকে তাহার খালার সহিত (একত্র করা যাইবে)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

(কোন মহিলাকে তাহার ফুফুর সহিত (বিবাহ বন্ধনে) একত্র করা যাইবে না)। এই হাদীছে لَا يُجْمَعُ (একত্র করা যাইবে না) রহিয়াছে। আর পরবর্তী রিওয়ায়তে আছে لَا تَنْكَحُ (বিবাহাধীনে করা যাইবে না)। শারেহ নওয়াযী (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে। কেননা الشارح (বিধানকর্তা) কর্তৃক খবরের বিপরীত সংঘটিত হওয়ার কল্পনা করা যায় না। ইবন হিব্বান (রহ.)-এর কতক রিওয়ায়তে আছে : (কোন মহিলাকে তাহার ফুফু কিংবা খালার সহিত (একত্র) বিবাহ করিবে না। তিনি আরও বলিয়াছেন, যদি তোমরা তাহাদের সহিত অনুরূপ কর তাহা হইলে তাহাদের পরস্পর রক্ত সম্পর্কের সম্পর্ক কর্তন করিয়া দিলে।) ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, উপর্যুক্তভাবে বিবাহাধীনে জমায়েত করা হারাম। আর আমার সহিত যত মুফতীর সাক্ষাৎ হইয়াছে তাহাদের সকলের অভিমত ইহাই। এই ব্যাপারে কাহারও দ্বিমত নাই।-(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৪৯)

(আর না কোন মহিলাকে তাহার খালার সহিত (একত্র করা যাইবে)। শারেহ নওয়াযী (রহ.) বলেন, ইহা সকল আলিমের দলীল যে, কোন মহিলাকে তাহার ফুফুর সহিত কিংবা কোন মহিলাকে তাহার খালার সহিত বিবাহাধীনে একত্র করা হারাম। চাই সে হাকীকী ফুফু তথা পিতার বোন এবং হাকীকী খালা তথা মাতার বোন হউক কিংবা مجازية (পরোক্ষ) ফুফু তথা পিতার পিতার বোন বা পিতার দাদার বোন, উপরের দিকে এই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে কিংবা মাতার মা-এর বোন, মা-এর দাদীর বোন পিতা-মার দিক হইতে উপরের দিকে তাহাদের সকলের মধ্যে বিবাহাধীনে একত্রিত করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে উলামায়ে ইয়ামের মধ্যে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অর্থাৎ ভাইঝি ফুফু কিংবা বোনঝি খালা এতদুভয়ের উপরের দিকে এমন দুইজন মহিলা যাহাদের একজনকে পুরুষ গণ্য করিলে (মুহাররমাত হওয়ার কারণে) অপর জনের সহিত বিবাহ বন্ধন স্থাপিত হয় না। অতএব, কোন ব্যক্তির বিবাহাধীনে যেই মহিলা রহিয়াছে তাহার বর্তমানে তাহার ভাইঝি, বোনঝি, ফুফু কিংবা খালাকে ঐ ব্যক্তি বিবাহ করিতে পারিবে না। যদি কোন ব্যক্তি এমন দুই মহিলাকে এক আকদের মাধ্যমে বিবাহ করে তাহা হইলে উভয়ের সহিত বিবাহ বাতিল হইয়া যাইবে। আর যদি একজনকে আগে এবং অপর জন পরে বিবাহ করে তাহা হইলে পরের বিবাহ বাতিল হইয়া যাইবে। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ।-(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৪৯-৪৫০)

(৩৩৩০) وَحَدَّثَنِي أَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا".

(৩৩৩০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবু মা'ন রূকাশী (রহ.) তিনি ... আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, কোন মহিলাকে তাহার ফুফুর উপর কিংবা খালার উপর বিবাহ করা যাইবে না।

(৩৩৩১) وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ.

(৩৩৩১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন মানসুর (রহ.) তিনি ... আবু হুরায়রা (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুরূপ ইরশাদ করেন।

(৩৩৩২) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو سَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ الثَّيْبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خُطْبَةِ أُخِيهِ وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أُخِيهِ وَلَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا وَلَا تُسَالُّ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِيَتَكْتَفَى صَحْفَتَهَا وَلِتُنْكِحَ فَلْيَا نَالَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا".

(৩৩৩২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবু বকর বিন আবু শায়বা (রহ.) তিনি ... আবু হুরায়রা (রাযিঃ)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন, তিনি ইরশাদ করেন, কোন ব্যক্তি যেন তাহার অপর ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয়। কেহ যেন তাহার অপর কোন ভাইয়ের দাম করা কালীন নিজের জন্য দাম না করে। আর কোন ব্যক্তি যেন কোন মহিলাকে তাহার ফুফুর উপর কিংবা তাহার খালার উপর বিবাহ না করে। কোন মহিলা যেন নিজের পাত্র পূর্ণ করে (এককভাবে খোরপোষ) নেওয়ার জন্য তাহার বোনের তালকের জন্য না বলে; বরং সে বিবাহ করুক। কেননা, আল্লাহ তা'আলা তাহার (তাকদীর) যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন সে উহা প্রাপ্ত হইবেই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

(কোন ব্যক্তি যেন তাহার অপর ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয় ...)। বিবাহের প্রস্তাবের বিষয়ে ইনশাআল্লাহ তা'আলা অচিরেই সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদে আলোচিত হইবে। আর السوم (দরদাম)-এর ব্যাপারে কিতাবুল বয়-এর ৩৬৯৬ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

(আর কোন মহিলা যেন নিজের পাত্র পূর্ণ করে (এককভাবে খোরপোষ) নেওয়ার জন্য তাহার বোনের তালকের জন্য না বলে)। কতক রিওয়ায়েতে আছে, لَا يَصْلَحُ لِمَرْأَةٍ أَنْ تَشْتَرِطَ طَلَاقَ أُخْتِهَا (কোন মহিলার জন্য তাহার অপর কোন বোনের তালকের জন্য শর্ত করা সঠিক নহে)। আর কতক রিওয়ায়েতে আছে لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تَسْأَلُ (কোন মহিলার জন্য তাহার অপর কোন বোনের তালকের জন্য বলা হালাল নহে)।

শায়েহ নওয়াযী (রহ.) বলেন, আলোচ্য হাদীছের অর্থ হইতেছে : কোন আজনবী মহিলা কোন বিবাহিত পুরুষকে এই কথা বলিতে নিষেধ করিয়াছেন যে, আপনি আপনার বর্তমান স্ত্রীকে তালাক দিয়া আমাকে বিবাহ করুন কিংবা কোন বিবাহিত পুরুষ স্ত্রী বর্তমান থাকা অবস্থায় অন্য কোন এক মহিলাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে উক্ত প্রস্তাবিত মহিলা যেন এই শর্ত না দেয় যে, আপনি আপনার প্রথম স্ত্রী তালাক দিয়া দিন তাহা হইলে রাযী আছি, যাহাতে সে এককভাবে খোরপোষ ও

জীবিকা লাভ করিতে পারে। ইহাকেই হাদীছ শরীফে تَكْتَفِي مَا فِي صَحْفَتِهَا (তাহার বোনের পাত্রে যাহা আছে তাহাও নিজের পাত্রে ভরে নেওয়ার জন্য) দ্বারা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। আর اخْتَهَا (তাহার বোন) দ্বারা সহোদর বোন হউক কিংবা দুধ বোন হউক কিংবা দ্বীনী বোন হউক সকলেই অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। অধিকন্তু ইহাতে কাফির মহিলাও অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে যদিও সে দ্বীনী বোন নহে। কেননা সে আদম সন্তান হিসাবে বোন।

আল্লামা আবদুল বার (রহ.) বলেন, এই স্থানে বোন দ্বারা সতীন মর্ম। অর্থাৎ কোন মহিলার জন্য সমীচীন নহে যে, সে তাহার স্বামীকে নিজ সতীনের তালাকের জন্য বলিবে যাহাতে সে এককভাবে খোরপোষ ভোগ করিতে পারে। অবশ্য المرأة المراجعة طلاقا (শব্দে বর্ণিত রিওয়াজতে অনুরূপ মর্ম গ্রহণ করা সম্ভব। কিন্তু الشرط শব্দ দ্বারা বর্ণিত রিওয়াজতে মর্ম المرأة الأجنبية (আজনবী মহিলা)-ই হইবে। যেমন শারেহ নওয়াজী (রহ.) বলিয়াছেন। ইহা তায়ীদ হইতেছে যে, المرأة الأجنبية (বরং সে বিবাহ করুক) অর্থাৎ তোমার পূর্ববর্তী তোমার বোনের তালাকের শর্ত পরিহার করে তাহাকে বিবাহ করুক। কেননা তোমার জন্য যাহা লিপিবদ্ধ আছে তাহা তুমি পাইয়া যাইবে এবং তাহার জন্য নির্ধারিত রিয়ক সে পাইবে। এই অর্থে বোন দ্বারা দ্বীনী বোন মর্ম হইবে।

আল্লামা ইবন হাবীব (রহ.) বলেন, উলামায়ে ইয়াম এই নিষেধাজ্ঞাকে মুস্তাহাব মূলক নিষেধাজ্ঞার উপর প্রয়োগ করেন। কোন মহিলা যদি অনুরূপ করে তাহা হইলে তাহার বিবাহ বাতিল হইবে না। এতদসঙ্গে আল্লামা ইবন রাস্তাল (রহ.) এতখানি সংযোজন করিয়া বলেন, نفى الحل (হালাল না হওয়া) দ্বারা স্পষ্টভাবে হারাম প্রমাণিত হয়। তবে ইহার দ্বারা বিবাহ বাতিল হইবে না। কোন মহিলাকে অপরে তালাকের কথা বলা হইতে কঠোরতরভাবে বিরত থাকিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। আর তাহার জন্য উচিত আল্লাহ তা'আলা তাহার জন্য যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন উহার উপর সন্তুষ্ট থাকা। (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৫০)

يَتَكْتَفِي (নিজের পাত্র ভরে নেওয়ার জন্য)। افتعال শব্দটি বাবে حمزة এর। যখন কোন পাত্র উল্টাইয়া উহার মধ্যে যাহা আছে উহা ফেলিয়া খালি করা হয় তখন كفأت الاناء বলা হয়। অনুরূপ يكفأ শব্দ ى বর্ণে যবর, ى বর্ণে সাকীন ও حمزة সহ পঠনে কোন পাত্র পূর্ণ করা হইলে كفأت الاناء ব্যবহৃত হয়। আর ইহা ইবনুল মুসায়্যাব (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়াজতে تكفى শব্দ প্রথম বর্ণে পেশ দ্বারা পঠনে كفأت হইতে, أملت (পাত্র পরিপূর্ণকরণ) অর্থেও ব্যবহৃত। আর কেহ বলেন, أكبته (পাত্র অধোমুখী করণ) অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আর الصفحة দ্বারা মর্ম হইতেছে যাহা স্বামী হইতে (খোরপোষ ইত্যাদি বাবদ) লাভ করে। যেমন শারেহ নওয়াজী (রহ.)-এর কথা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। 'নিহায়া' গ্রন্থকার বলেন, الصفحة হইতেছে প্রশস্ত বাটির মত পানপাত্র বা গামলা। তিনি আরও বলেন, ইহা দ্বারা সে অপরের অংশ নিজে নেওয়ার ইচ্ছা করিয়াছে। যেন কোন ব্যক্তি অপরের পাত্র উল্টাইয়া উহাতে যাহা আছে তাহা নিজের পাত্রে ভর্তি করিয়া নিল। (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৫০)

فَرَأَيْنَاهَا تَكْتَبُ اللَّهُ لَهَا (কেননা, আল্লাহ তা'আলা তাহার (তাকদীর) যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন সে তাহা পাইবেই)। অর্থাৎ সেই মহিলার তাকদীরে লিপিবদ্ধ আছে যে তাহার বোনের তালাকের কথা বলিয়াছে। কাজেই তাহার আবেদন গৃহীত হউক বা না হউক উভয় অবস্থায় তাহার তাকদীরে আল্লাহ তা'আলা যাহা লিখিয়া দিয়াছেন উহার অতিরিক্ত কিছুই ভোগ করিতে পারিবে না। (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৫১)

(৩৩৩) وَحَدَّثَنِي مُحَرَّرُ بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَرَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَاتِهَا أَوْ أَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا يَتَكْتَفِي مَا فِي صَحْفَتِهَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ رَازِقُهَا.

(৩৩৩৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহরিয বিন আওন বিন আবু আওন (রহ.) তিনি ... আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন মহিলাকে তাহার ফুফুর উপর কিংবা খালার উপর বিবাহ করিতে এবং কোন মহিলাকে তাহার নিজের পাত্র পরিপূর্ণ (খোরপোষ এককভাবে অর্জন) করার উদ্দেশ্যে তাহার বোনের তালকের আবেদন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কেননা, আল্লাহ তা'আলাই তাহার রিযিকদাতা।

(৩৩৩৪) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى وَابْنِ نَافِعٍ قَالُوا أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتَيْهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتَيْهَا.

(৩৩৩৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ ইবনুল মুহান্না, ইবন বাশশার ও আবু বকর বিন নারিফ (রহ.) তাহারা ... আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন মহিলা ও তাহার ফুফুকে এবং কোন মহিলা তাহার খালাকে (বিবাহাধীনে) একত্র করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

(৩৩৩৫) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

(৩৩৩৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... আমর বিন দীনার (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন।

بَابُ تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ وَكَرَاهَةِ خِطْبَتِهِ

অনুচ্ছেদ : মুহরিম অবস্থায় কোন ব্যক্তির বিবাহ করা হারাম এবং তাহার বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া মাকরুহ হওয়ার বিবরণ

(৩৩৩৬) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهَبٍ أَنَّكَ قَالَ أَبَانُ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يَنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ".

(৩৩৩৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... নুবায়হ বিন ওয়াহব (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, উমর বিন উবায়দুল্লাহ (রহ.) শায়বা বিন জুবার (রহ.)-এর কন্যার সহিত নিজ পুত্র তালহা (রহ.)-এর বিবাহ দেওয়ার ইচ্ছা করিলেন। তখন তিনি হযরত উছমান (রাযিঃ)-এর পুত্র আবান (রহ.)-এর কাছে তাহাকে বিবাহ অনুষ্ঠানে হাযির থাকার জন্য লোক পাঠাইলেন। আর তিনি তখন আমীরুল হাজ্জ ছিলেন। আবান (রহ.) বলিলেন, আমি উছমান বিন আফ্ফান (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মুহরিম অবস্থায় কোন ব্যক্তি নিজে বিবাহ করিবে না, অপরকেও বিবাহ করাইবে না এবং বিবাহের প্রস্তাবও দিতে পারিবে না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ (মুহরিম অবস্থায় কোন ব্যক্তি নিজে বিবাহ করিবে না)। لَا يَنْكِحُ শব্দটির ى বর্ণে যবর ى বর্ণে যের, দুই সাকীন একত্রিত হওয়ার কারণে ح বর্ণ যের হরকত দ্বারা পঠনে ى হইতে অধিক সহীহ। অর্থাৎ لَا يَنْكِحُ لِنَفْسِهِ امْرَأَةً (কোন মহিলাকে নিজে বিবাহ করিবে না)। (ফতহুল মুলাহিম ৩ঃ৪৫১)

لَا يَخْطُبُ (অন্যকেও বিবাহ করাইবে না)। لَا يَخْطُبُ শব্দটির ى বর্ণে পেশ ى বর্ণে যেরসহ جزم (জযম তথা স্বরধ্বনি বিহীন) দ্বারা পঠিত ى হইতে। অর্থাৎ لَا يَخْطُبُ امْرَأَةً (কোন মহিলাকে পুরুষের সহিত বিবাহ করাইয়া দিবে না। (ঐ)- (অভিভাবক) হিসাবে হউক কিংবা وَلَدًا (উকিল, প্রতিনিধি) হউক। (ঐ)-

الخطبة، الخطبة، الخبطة (এবং বিবাহের প্রস্তাবও দিবে না) لَا يَخْطُبُ ط বর্ণে পেশ দ্বারা (বিবাহের জন্য কোন মহিলা তলব করা যাইবে না) لَا يَخْطُبُ শব্দটির খ বর্ণে যের দ্বারা পঠিত। অর্থাৎ لَا يَطْلُبُ امْرَأَةً لِنِكَاحٍ (বিবাহের জন্য কোন মহিলা তলব করা যাইবে না)।

উপর্যুক্ত তিনটি বাক্যে نفى (না-সূচক) এবং نهى (নিষেধসূচক ক্রিয়া)-এর সীগা দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে। আল্লামা খাত্তাবী (রহ.) উল্লেখ করিয়াছেন যে, نفى এর সীগায়ই অধিক সহীহ। কেননা, এই স্থানে نفى ও نهى এর অর্থ ব্যবহৃত; বরং পূর্ণাঙ্গতর। ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে প্রথম দুইটি হারামমূলক নিষেধাজ্ঞা এবং তৃতীয়টি তানযীহীমূলক। কাজেই মুহরিম ব্যক্তি নিজের বিবাহও সহীহ হইবে না এবং অন্যকে বিবাহ করাইয়া দিলে উহাও সহীহ হইবে না।

ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মতে উপর্যুক্ত তিনটি নিষেধাজ্ঞাই তানযীহীমূলক। হানাফীগণ বলেন, মুহরিমা তথা ইহরামধারিণী মহিলাকে বিবাহ করা হালাল, যদিও বিবাহকারী মুহরিম হয় কিংবা বিবাহের অভিভাবক ও উকিল মুহরিম হয়। ইহা ইবন মাসউদ, ইবন আব্বাস, আনাস, মু'আয বিন জাবাল (রাযিঃ) এবং তাবেরীগণের মধ্যে ইবরাহীম নাখরী, ছাওরী, আতা বিন আবী রিবাহ, হাকাম বিন উতায়বা, হাম্মাদ বিন আবী সুলায়মান, ইকরামা ও মাসরুক (রহ.)-এর অভিমত। আল্লামা যুবায়েদী (রহ.) 'শরহুল ইহইয়া' গ্রন্থে বলেন, জমহুরে তাবেরী-এর এই অভিমত।

তাহাদের দলীল : হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) বর্ণিত ৩৩৪২নং হাদীছ। যাহাতে রহিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম অবস্থায় মায়মূনা (রাযিঃ)কে বিবাহ করিয়াছেন। (প্রমাণের বিস্তারিত তথ্য ইনশাআল্লাহ আলোচিত হইবে)।

সাদ্দ ইবনুল মুসায়াব, সালিম, কাসিম, সুলায়মান বিন ইয়াসার, লায়ছ, আওয়ালী, ইমাম মালিক, শাফেয়ী, আহমদ ও ইসহাক (রহ.) বলেন, মুহরিম অবস্থায় কোন ব্যক্তি নিজেও বিবাহ করা জাযিয় নাই এবং অন্যকেও বিবাহ করাইয়া দেওয়া জাযিয় নাই। যদি কেহ অনুরূপ করে তাহা হইলে বিবাহ হইয়া যাইবে। ইহা উমর, আলী (রাযিঃ)-এর অভিমত। তাহাদের দলীল হযরত উছমান (রাযিঃ)-এর বর্ণিত আলোচ্য হাদীছ।

প্রথম পক্ষ এই হাদীছের জবাব দিয়াছেন যে, হযরত উছমান (রাযিঃ)-এর বর্ণিত আলোচ্য হাদীছকে ইমাম বুখারী (রহ.) যঈফ বলিয়াছেন। (শরহুল ইহইয়া, উমদাতুল কারী) আল্লামা ইবনুল আরাবী (রহ.) বলেন, ইমাম বুখারী (রহ.) হযরত উছমান (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছ (-এর সনদ)কে যঈফ বলিয়াছেন এবং ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছ (-এর সনদ)কে সহীহ বলিয়াছেন।

দলীলসমূহের ভিত্তিতে উত্তম হইতেছে যে, উপর্যুক্ত তিনটি কর্মের নিষেধাজ্ঞাকে মাকরুহমূলক নিষেধাজ্ঞার প্রয়োগ করা। কেননা, মুহরিম ব্যক্তি হজ্জের কাজে ব্যস্ত রহিয়াছেন, তাহারা বিবাহের কাজে ব্যস্ত হইলে একাত্তা নষ্ট হইবার প্রবল আশংকা রহিয়াছে। এই কারণে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহাকে মাকরুহ গণ্য করিয়াছেন।

আল্লামা শায়খ ইবনুল হুমা (রহ.) বলেন, (মুহরিম অবস্থায় হযরত মায়মূনা (রাযিঃ)-এর বিবাহের ঘটনায়) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বারা (ইহরাম অবস্থায়) মুবাশিরে মাকরুহ (অপছন্দনীয় সংস্পর্শ)-এ আবশ্যকীয় নহে। কেননা, তাঁহার সহিত এই অর্থ সম্পৃক্ত করা সহীহ নহে। তিনি ছিলেন ইহা হইতে সম্পূর্ণ পাক-পবিত্র। অধিকন্তু আমাদের এবং তাঁহার মধ্যে মর্যাদাগত দূরত্বের কারণে শরীআতের হুকুমেও আমাদের এবং তাঁহার মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। যেমন সাওমে বিসাল তিনি করিয়াছেন এবং আমাদেরকে তাহা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আল্লাহ সুবহানাছ তা'আলা সর্বজ্ঞ। - (ফতহুল মুলাহিম ৩ঃ৪৫১-৪৫২)

(৩৩৩৭) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ حَدَّثَنِي نَبِيُّهُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ وَكَانَ يَخْطُبُ بِنْتُ شَيْبَةَ بِنْتُ عُثْمَانَ عَلَى ابْنِهِ فَأَرْسَلَنِي إِلَى أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ وَهُوَ عَلَى الْمَوْسِمِ فَقَالَ أَلَا أُرَاهُ أَعْرَابِيًّا إِنَّ الْمَحْرَمَ لَا يَنْكِحُ وَلَا يَنْكِحُ". أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ عُثْمَانُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(৩৩৩৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবু বকর মুকাদ্দমী (রহ.) তিনি ... নুবায়হ বিন ওয়াহব (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, উমর বিন উবায়দুল্লাহ বিন মা'মার (রহ.) নিজ পুত্রের সহিত শায়বা বিন উছমান (রহ.)-এর কন্যার বিবাহের প্রস্তাব দেওয়ার উদ্দেশ্যে

আমাকে আবান বিন উছমান (রহ.)-এর নিকট পাঠাইলেন। তিনি তখন হজ্জের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি বলিলেন, আমার তো ধারণা যে, সে বেদুঈন (অজ্ঞ। কেননা, সে জানে না) মুহরিম ব্যক্তি নিজেও বিবাহ করিতে পারে না, অন্যকেও বিবাহ করাইতে পারে না। আমাদেরকে ইহা হযরত উছমান (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে জানাইয়াছেন।

(৩৩৩৮) وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمُسَعَوِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ۞ وَحَدَّثَنِي أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّاءٍ قَالَ جَمِيعًا حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ مَطَرٍ وَيَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهَبٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يَنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ".

(৩৩৩৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবু গাস্‌সান মিসমাঈ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবু খাত্তাব যিয়াদ বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তাঁহারা ... উছমান বিন আফ্‌ফান (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মুহরিম ব্যক্তি নিজেও বিবাহ করিবে না, অন্যকে বিবাহ করাইবে না এবং বিবাহের প্রস্তাবও দিবে না।

(৩৩৩৯) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو بْنُ النَّاقِدِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مَوْسَى عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهَبٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ "لَا يَنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ".

(৩৩৩৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবু বকর বিন আবু শায়বা, আমরুন নাকিদ ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাহারা ... হযরত উছমান (রাযিঃ) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে। তিনি ইরশাদ করেন, মুহরিম অবস্থায় কোন ব্যক্তি নিজে বিবাহ করিবে না এবং বিবাহের প্রস্তাবও দিবে না।

(৩৩৪০) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهَبٍ أَنَّ عَمْرُ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ أَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ ابْنَتَهُ طَلْحَةَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ فِي الْحَجِّ وَأَبَانَ بْنُ عُثْمَانَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ إِسْحَاقٍ قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْكِحَ طَلْحَةَ بْنَ عَمْرٍ فَأَجِبْ أَنْ تَحْضُرَ ذَلِكَ. فَقَالَ لَهُ أَبَانَ أَلَا أَرَاكَ عِرَاقِيًّا جَافِيًّا إِنِّي سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ".

(৩৩৪০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল মালিক বিন শুআয়ব বিন লায়ছ (রহ.) তিনি ... নুবাইহ বিন ওয়াহব (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, উমর বিন উবায়দুল্লাহ বিন মা'মার (রহ.) হজ্জের মৌসুমে নিজ পুত্র তালহা (রহ.)-এর সহিত শায়বা বিন জুরায়ব (রহ.)-এর কন্যার বিবাহ দেওয়ার ইচ্ছা করিলেন। তখন আবান বিন উছমান (রহ.) আমীরুল হাজ্জ ছিলেন। ফলে তিনি (উমর) তাহার নিকট এই কথা বলিয়া লোক পাঠাইলেন, আমি তালহা বিন উমর-এর বিবাহ দেওয়ার ইচ্ছা করিয়াছি। ফলে আমি বিবাহ অনুষ্ঠানে আপনার উপস্থিতি কামনা করি। তখন আবান (রহ.) তাহাকে বলিলেন, আমি তো আপনাকে (সুল্লত সম্পর্কে) নির্বোধ ইরাকীর মত ধারণা করিতেছি। (কেননা) আমি নিশ্চয়ই উছমান বিন আফ্‌ফান (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মুহরিম ব্যক্তি বিবাহ করিবে না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَزَاكَ عِرَاقِيًا جَافِيًا (আমি তো আপনাকে (সুন্নত সম্পর্কে) অজ্ঞ একজন ইরাকী বলে ধারণা করিতেছি)। শারেহ নওয়াজী (রহ.) বলেন, আমাদের শহরের অধিকাংশ নুসখায় অনুরূপ عِرَاقِيًا (ইরাকী)ই রহিয়াছে। কাযী ইয়ায (রহ.) উল্লেখ করিয়াছেন যে, কতক নুসখায় عِرَاقِيًا আর কতক নুসখায় اعرابيا রহিয়াছে। ই-ই সহীহ। অর্থাৎ جاهلا (সুন্নত সম্পর্কে অজ্ঞ)। তিনি বলেন, এই স্থলে عراقيا ভুল। তবে ইহা দ্বারা যদি আহলে কুফার মাযহাবের প্রতি ইঙ্গিত তথা “মুহরিম ব্যক্তির বিবাহ করা জারিয় আছে” তাহা হইলে عراقيا ঠিক আছে। অর্থাৎ اخذابمذهبهم في هذا جاهلا بالسنة (সুন্নত সম্পর্কে অজ্ঞ থাকিয়া এই বিষয়ে তাহাদের মাযহাবের অবলম্বনকারী হইয়াছে)। আল্লাহ সুবহানাছ তা’আলা সর্বজ্ঞ। - (ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৫২)

(৩৩৪১) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَإِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الشَّعَثَاءِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ فَحَدَّثْتُ بِهِ الزُّهْرِيَّ فَقَالَ أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِ أَنَّهُ نَكَحَهَا وَهُوَ حَلَالٌ.

(৩৩৪১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবু বকর বিন আবু শায়বা, ইবন নুমায়র ও ইসহাক হানযালী (রহ.) তাহারা ... আবু শা’ছাআ (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবন আব্বাস (রাযিঃ) তাহাকে জানাইয়াছেন, নিশ্চয় নবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহরিম অবস্থায় হযরত মায়মূনা (রাযিঃ)কে বিবাহ করিয়াছেন। রাবী ইবন নুমায়র (রহ.) এতখানি অতিরিক্ত বর্ণনা করেন যে, আমি এই হাদীছ ইমাম যুহরী (রহ.)-এর কাছে বর্ণনা করিলাম। তখন তিনি বলিলেন, আমাকে ইয়াযীদ বিন আসাম (রহ.) জানাইয়াছেন যে, তিনি তাঁহাকে হালাল অবস্থায় বিবাহ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مُحْرِمٌ (আর তিনি মুহরিম অবস্থায় ...)। ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে وَهُوَ مُحْرِمٌ বাক্যটি সকল রাবী ঐকমত্যে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। আর তাহার পক্ষে আবু হুরায়রা (রাযিঃ) ও হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছ প্রমাণ স্বরূপ রহিয়াছে। হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছ নাসাঈ, তহাভী ও বাযযার গ্রন্থে রহিয়াছে : عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْصَى نِسَاءَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ (হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহরিম অবস্থায় তাহার কোন এক সহধর্মিণীকে বিবাহ করেন)। ইমাম তহাভী (রহ.) বলেন, এই হাদীছের বর্ণনাকারী সকলেই ছিকাহ। তাহাদের বর্ণিত রিওয়ায়ত দ্বারা প্রমাণ দেওয়া যায়। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, ইহা শক্তিশালী প্রমাণিক সাক্ষ্য। আব্বাসী মুহায়লী (রহ.) বলেন, তিনি মায়মূনা (রাযিঃ)-এর কথাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন কিন্তু তাহার নাম উল্লেখ করেন নাই। ফতহুল মুলহিম গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, আব্বাসী তাবরানী (রহ.) ‘আওসাদ’ গ্রন্থে হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত রিওয়ায়তে তাহার নাম মায়মূনা (রাযিঃ) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। - (মাজমাউয-যাওয়ায়িদ)

আর হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হাদীছ ‘দারাকুতনী’ গ্রন্থে কামিল ইবনুল ‘আলা (রহ.) হইতে, তিনি আবু সালিহ (রহ.) হইতে, তিনি আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহরিম অবস্থায় মায়মূনা (রাযিঃ)কে বিবাহ করেন)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, যদিও এই রিওয়ায়তে রাবী কামিল ইবনুল ‘আলা (রহ.) যঈফ। কিন্তু ইবন আব্বাস ও আয়িশা (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছদ্বয় দ্বারা এই হাদীছ শক্তিশালী হয়। ইহা দ্বারা আব্বাসী ইবন আবদিল বার (রহ.)-এর কর্তৃক “সাহাবাগণের মধ্যে এককভাবে ইবন আব্বাস (রাযিঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহরিম অবস্থায় মায়মূনা (রাযিঃ)কে বিবাহ করিয়াছেন।” কথাটি খণ্ডন হইয়া যায়।

আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন, ইবন আবী শায়বা (রহ.) ঈসা বিন ইউনুস (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহরিম অবস্থায় মায়মূনা (রাযিঃ)কে বিবাহ করেন। ‘তাবকাতে ইবন সা’দ’ গ্রন্থে আছে, আমাদেরকে অবহিত করেন আবু নুয়াইম (রহ.), তিনি জা’ফর বিন বুরকান (রহ.) হইতে, তিনি মায়মূন বিন মিহরান (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি আতা (রহ.)-এর পার্শ্বে বসা ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মুহরিম ব্যক্তি কি বিবাহ করিতে পারে? তখন আতা (রহ.) বলিলেন, আল্লাহ তা’আলা নিকাহ হালাল করার পর আর হারাম করেন নাই। মায়মূন বলেন, তখন আমি তাহার সামনে ইয়াযীদ বিন আসাম (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছ **تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال** (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ইহরাম মুক্ত) হালাল অবস্থায় মায়মূনা (রাযিঃ)কে বিবাহ করিয়াছেন)কে উল্লেখ করিলাম। মায়মূন বিন মিহরান (রহ.) বলেন, তখন আতা (রহ.) বলিলেন, আমরা এই হাদীছকে মায়মূনা (রাযিঃ) ছাড়া আর কাহারও হইতে প্রাপ্ত হই নাই। আমরা ইহাও শ্রবণ করিয়াছি যে, “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহরিম অবস্থায় মায়মূনা (রাযিঃ)কে বিবাহ করিয়াছেন।” ইহা সহীহ সনদ। কাজেই উপর্যুক্ত হাদীছসমূহে স্পষ্টভাবে ‘মুহরিম ব্যক্তির বিবাহ জাযিয় হওয়া প্রমাণিত হয়’।

যাহারা মুহরিম ব্যক্তির বিবাহ করা নাজাযিয় হওয়ার প্রবক্তা তাহারা হয়রত ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর হাদীছের ব্যাখ্যা করেন যে, **وهو محرم** (মুহরিম অবস্থা)-এর অর্থ হইতেছে হারাম শরীফে কিংবা শাহরুল হারাম। হারাম শরীফে অবস্থানকালে বিবাহ করেন।

আল্লামা তাহাভী (রহ.) বলেন, যাহারা **ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم** (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহরিম অবস্থায় তাহাকে (মায়মূনা রাযিঃ)কে বিবাহ করিয়াছেন) রিওয়ায়ত করিয়াছেন তাহারা সকলই আহলে ইলম। আর ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর শিষ্যগণ সাঈদ বিন জুবায়র, আতা বিন আবী রিবাহ, তাউস, মুজাহিদ, ইকরামা ও জাবির বিন যায়দ (রহ.) প্রত্যেকই ফকীহ ছিলেন। তাহাদের বর্ণিত রিওয়ায়তসমূহ দলীল দেওয়ার যোগ্য। অধিকন্তু তাহাদের হইতে যাহারা রিওয়ায়ত করিয়াছেন- আমর বিন দীনার, আইয়ুব সাখতিয়ানী ও আবদুল্লাহ বিন নুজাইহ (রহ.) প্রমুখ তাহারাও হাদীছের ইমাম ছিলেন, যাহাদের রিওয়ায়তসমূহের অনুসরণ করা যায়।

প্রতিপক্ষের জবাব :

মায়মূনা (রাযিঃ)-এর বর্ণিত (৩৩৪২ নং) হাদীছের রাবী ইয়াযীদ বিন আসাম (রহ.) যঈফ। ইমাম আমর বিন দীনার (রহ.) ইমাম যুহরী (রহ.)-এর সামনে তাহাকে যঈফ বলিয়াছেন। ইমাম যুহরী (রহ.) তাহাতে কোন আপত্তি করেন নাই। আল্লাহ সুবহানাহু তা’আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩:৪৫২-৪৫৩ সংক্ষিপ্ত)

(৩৩৪২) **وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الشَّعَثَاءِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ.**

(৩৩৪২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহরিম অবস্থায় মায়মূনা (রাযিঃ)কে বিবাহ করেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ : ইহা হানাফীগণের দলীল। ইমাম বুখারী (রহ.) এই হাদীছের সনদকে সহীহ বলিয়াছেন।

(৩৩৪৩) **حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو فَرَاةٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِ حَدَّثَنَا مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ حَلَالٌ قَالَ وَكَانَتْ خَالَتِي وَخَالَتُ ابْنِ عَبَّاسٍ.**

(৩৩৪৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবু বকর বিন আবু শায়বা (রহ.) তিনি ... ইয়াযীদ বিন আসাম (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, (উম্মুল মুমিনীন) মায়মূনা বিনতুল হারিছ

(রাযিঃ) আমার কাছে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ইহরাম মুক্ত) হালাল অবস্থায় তাকে বিবাহ করেন। তিনি আরও বলেন, তিনি আমার খালা ছিলেন এবং ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এরও খালা ছিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ : ইমাম শাফেয়ী প্রমুখের দলীল। তবে ইমাম আমর বিন দীনার (রহ.) এই হাদীছের রাবী ইয়াযীদ বিন আসাম (রহ.) কে যঈফ বলিয়াছেন। (বিস্তারিত ৩৩৪১ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

بَابُ تَحْرِيمِ الْخُطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتْرُكَ

অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তি তাহার (ধ্বীনী) ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া হারাম। তবে যদি সে অনুমতি দেয় কিংবা প্রস্তাব প্রত্যাহার করে-এর বিবরণ

(৩৩৪৪) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ رَوَى عَنْ رُمَيْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَخْطُبُ بَعْضُكُمْ عَلَى خُطْبَةِ بَعْضٍ (৩৩৪৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন রুমহ (রহ.) তাহারা ... ইবন উমর (রাযিঃ)-এর সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে কেহ অপরের কেনাকাটার উপর কেনাকাটা করিও না এবং অপরের বিবাহের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব দিও না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

পরবর্তী ৩৬৯৪ ও ৩৬৯৫নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

(৩৩৪৫) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ".

(৩৩৪৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব ও মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তাহারা ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রিওয়ায়ত করেন, তিনি ইরশাদ করেন, কোন ব্যক্তি যেন তাহার অপর ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয়-বিক্রয় না করে এবং কেহ যেন তাহার অপর ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয়। তবে যদি সে (ক্রোতা-বিক্রোতা ও প্রস্তাবদাতা) অনুমতি দেয়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ : পরবর্তী ৩৬৯৫নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

(৩৩৪৬) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

(৩৩৪৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবু বকর বিন আবু শায়বা (রহ.) তিনি ... উবায়দুল্লাহ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন।

(৩৩৪৭) وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَسَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

(৩৩৪৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবু কামিল জাহদারী (রহ.) তিনি ... নাফি' (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন।

(৩৩৪৮) وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَبِيعَ خَاضِرٌ لِبَاذٍ

أَوْ يَتَنَاجَشُوا أَوْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ أَوْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أَخِيهَا لِتَكْتَفِي مَا فِي إِنْثَائِهَا أَوْ مَا فِي صَحْفَتِهَا. زَادَ عَمْرُو فِي رِوَايَتِهِ وَلَا يَسْمُرُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ.

(৩৩৪৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমরুন নাকিদ, যুহায়র বিন হারব ও ইবন আবু উমর (রহ.) তাহারা ... আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শহরের লোককে পল্লীর লোকের পক্ষ হইয়া বিক্রয় করিতে, দালালী (তথা ক্রয়ের উদ্দেশ্য ব্যতীত মালের দাম বলিয়া মূল্য বৃদ্ধি) করিতে, কোন ব্যক্তিকে তাহার ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব দিতে কিংবা কোন ব্যক্তি তাহার ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের দরদাম করার উপর দরদাম করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আর যেন কোন মহিলা তাহার বোনের পায়ে বা বাটিতে (খোর-পোষের) যাহা আছে তাহা নিজের পায়ে পরিপূর্ণ করার জন্য তাহার বোনের তালাক দেওয়ার কথা না বলে। আর রাবী আমর (রহ.) নিজ রিওয়ায়তে এতখানি অতিরিক্ত রিওয়ায়ত করেন। “আর কোন ব্যক্তি যেন তাহার অপর কোন ভাইয়ের দাম করা কালীন নিজের জন্য দাম না করে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

বিস্তারিত, যথাক্রমে ৩৭০৭, ৩৬৯৮, ৩৬৯৫, ৩৩৩২ এবং ৩৬৯৬ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

(৩৩৪৯) وَحَدَّثَنِي حَزْمَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَاهُ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِيعُ الْمَرْءُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَبِيعُ خَاصِرٌ لِبَاذٍ وَلَا يَخْطُبُ الْمَرْءُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ الْأُخْرَى لِتَكْتَفِي مَا فِي إِنْثَائِهَا".

(৩৩৪৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা দালালী করিও না। কোন ব্যক্তি যেন তাহার ভাইয়ের দরদাম করার উপর দরদাম না করে, শহরবাসী যেন গ্রামবাসীর পক্ষ হইয়া পণ্য বিক্রয় না করে, কোন ব্যক্তি যেন তাহার ভাইয়ের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয় এবং কোন মহিলা যেন অপর মহিলার পায়ে যাহা আছে নিজের পায়ে ভরে নেওয়ার জন্য অপর মহিলার তালাকের আবেদন না করে।

(৩৩৫০) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ۞ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زَائِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الرَّهْرِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. مِثْلُهُ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ "وَلَا يَزِدُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ".

(৩৩৫০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবু বকর বিন আবু শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তাহারা ... ইমাম যুহরী (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে রাবী মা'মার (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে “কোন ব্যক্তি যেন তাহার ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ে দরদাম করার উপর দিয়া মূল্য বাড়াইয়া না বলে।”

(৩৩৫১) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَا يَسْمُرُ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خُطْبَتِهِ".

(৩৩৫১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন আইয়ুব, কুতায়বা ও ইবন হুজর (রহ.) তাহারা ... আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ : ৩৬৯৬ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

(৩৩৫২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন ইবরাহীম দাওরাকী (রহ.) তিনি ... আবু হুরায়রা (রাযিঃ)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন মুহান্না (রহ.) তিনি ... আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন- তবে তাহারা বলেন, ‘তাহার ভাইয়ের দরদাম করার উপর’ এবং ‘তাহার ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর’।

(৩৩৫৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবু তাহির (রহ.) তিনি ... আবদুর রহমান বিন শুমাসা (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি উকবা বিন আমির (রাযিঃ)কে মিম্বরের উপর দন্ডায়মান অবস্থায় বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : মুমিন মুমিনের ভাই। কাজেই কোন মুমিনের জন্য তাহার ভাইয়ের দরদাম করার উপর দাম করা হালাল নহে। আর কোন ব্যক্তি তাহার ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব দিবে না। যতক্ষণ না সে তাহার প্রস্তাব প্রত্যাহার করে।

পূর্ববর্তী হাদীছসমূহের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

بَابُ تَحْرِيمِ نِكَاحِ الشَّعَارِ وَبُطْلَانِهِ

অনুচ্ছেদ : শিগার বিবাহ হারাম ও উহা বাতিল হওয়ার বিবরণ

(৩৩৫৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিগার বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। শিগার বিবাহ হইতেছে কোন ব্যক্তি নিজ কন্যাকে অপর ব্যক্তির নিকট এই শর্তে বিবাহ দেওয়া যে, দ্বিতীয় ব্যক্তি নিজ কন্যাকে প্রথমোক্ত ব্যক্তির কাছে বিবাহ দিবে এবং এতদুভয়ের মধ্যে মোহর দেওয়া হইবে না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

نَهَى عَنِ الشِّغَارِ (শিগার বিবাহ নিষিদ্ধ করিয়াছেন)। উলামায়ে ইয়াম বলেন, الشِّغَارُ শব্দটি ش বর্ণে যের غ দ্বারা পঠনে অভিধানে ইহার মূল الرِّفْع (উত্তোলন করা)। কুকুর পেশাব করার জন্য যখন পা উত্তোলন করে তখন شغرا للكلب বলা হয়। যেন বলা হইল لا ترفع رجل بنتى حتى ارفع رجل بنتك (তোমার মেয়ে পা উত্তোলন না করা পর্যন্ত আমার মেয়ে পা উত্তোলন করিবে না)। আর কেহ বলেন, সহবাসের সময় যখন স্ত্রী পা উত্তোলন করে তখন شغرت المرأة বলা হয়। আল্লামা ইবন কুতায়বা (রহ.) বলেন, এতদুভয়ের প্রত্যেকই সহবাসের সময় পা উত্তোলন করে। শিগার ছিল জাহিলিয়াত যুগের বিবাহ। উলামায়ে ইয়ামের ঐকমত্যে শিগার পদ্ধতির বিবাহ নিষিদ্ধ। কিন্তু এই নিষেধাজ্ঞা দ্বারা বিবাহ বাতিল হইবে কি না এই বিষয়ে উলামায়ে ইয়ামের মধ্যে মতানৈক্য আছে। ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে শিগার বিবাহ বাতিল হইয়া যাইবে। ইমাম খাতাবী (রহ.) নকল করিয়াছেন যে, ইহা ইমাম আহমদ, ইসহাক, আবু উবায়দ (রহ.)-এরও অভিমত। ইমাম মালিক (রহ.) বলেন, সহবাসের পূর্বে হউক কিংবা পরে উভয় অবস্থায় শিগার বিবাহ নষ্ট হইয়া যাইবে। তাহার অপর এক অভিমত অনুযায়ী সহবাসের পূর্বে পর্যন্ত বিবাহ নষ্ট হইয়া যাইবে। যদি সহবাস করিয়া ফেলে তাহা হইলে বিবাহ নষ্ট হইবে না (যথার্থ মোহর ওয়াজিব হইবে)। আর এক জামাআত আলিমের মতে বিবাহ সহীহ হইয়া যাইবে এবং مهر المثل (সদৃশ মোহরানা) ওয়াজিব হইবে। ইহা ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মায়হাব। আর ইহা আতা, যুহরী, লায়ছ, ইমাম আহমদ, ইসহাক, আবু ছাওর ও ইবন জারীর (রহ.) প্রমুখের অভিমত। -(শরহে নওয়াযী ১৪৪৫৪)

আল্লামা ইবনুল হুমা (রহ.) বলেন, এই প্রকারের আকদের হুকুম আমাদের হানাফীগণের মতে সহীহ। কিন্তু নামকরণ (শিগার তথা মোহরবিহীন বিবাহ) বাতিল। ইহাতে مهر المثل (সদৃশ মোহর) ওয়াজিব হইবে।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, নকল এবং আকল উভয় দলীলের ভিত্তিতে এই ধরনের আকদ বাতিল। নকলী দলীল, আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিগার বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আর নিষেধাজ্ঞার চাহিদা হইতেছে যে, নিষিদ্ধকৃত বস্তু বাতিল হওয়া। এই আকদ বাতিল হওয়ায় সর্বসম্মত মতে মালিকানাভেদ ফায়দা দিবে না।

অন্য হাদীছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন لا شغار في الاسلام (ইসলামে শিগার নাই)। এই نفى (নিষেধ) দ্বারা শরীয়তে ইহার অস্তিত্ব বিলীন করা হইয়াছে। আর আকল তথা বুদ্ধিভিত্তিক দলীল : ইহা প্রত্যেকের যৌনাঙ্গকে মোহর গণ্য করা হইয়াছে যাহা মোহরযোগ্য নহে।

হানাফীগণের জবাব হইতেছে যে, মোহর উল্লেখ না করার কারণে শিগার নামকরণ করা হইয়াছে এবং যৌনাঙ্গকে মোহর করা হইয়াছে, যাহা মোহরযোগ্য নহে। কাজেই নামকরণ বাতিল হইয়া আকদ সহীহ হইবে এবং মোহরে মিছাল ওয়াজিব হইবে। যেমন শরাব কিংবা শুকর যদি কেহ মোহরানা নির্ধারণ করিয়া আকদ করে তবে আকদ সহীহ হইবে এবং মোহরে মিছাল ওয়াজিব হইবে। -(বিস্তারিত ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৫৯-৪৬০ দ্রষ্টব্য)

عَلَى أَنْ يُرْجَعَهُ ابْنَتُهُ (এই শর্তে বিবাহ দেওয়া যে, শেষোক্ত ব্যক্তি তাহার কন্যাকে প্রথমোক্ত ব্যক্তির নিকট বিবাহ দিবে)। এই স্থানে شغار -এর ব্যাখ্যার উদাহরণে بنت (কন্যা)-এর উল্লেখ করা হইয়াছে। আর পরবর্তী (৩৩৫৮নং) রিওয়ায়েতে بنت (কন্যা) এবং اخت (বোন)-এর উল্লেখ করা হইয়াছে। শারেহ নওয়াযী (রহ.) বলেন, উলামায়ে ইয়ামের ঐকমত্যে কন্যাগণ ব্যতীতও বোন, ভাইবী, বোনবী প্রমুখ সকলেই কন্যাগণের হুকুমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৫৯, শরহে নওয়াযী ১৪৪৫৫)

(৩৩৫৫) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ لِنَافِعٍ مَا الشِّغَارُ

(৩৩৫৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব, মুহাম্মদ বিন মুহান্না ও উবায়দুল্লাহ বিন সাঈদ (রহ.) তাহারা ... ইবন উমর (রাযিঃ)-এর সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন, তবে রাবী উবায়দুল্লাহ (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে এতখানি অতিরিক্ত আছে, তিনি বলেন, আমি নাকি' (রহ.)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, শিগার কি?

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

رُشْغَارُ এর ব্যাখ্যা ৩৩৫৪নং রিওয়ায়তে আছে। উহাই সর্বোত্তম ব্যাখ্যা। তাহা ছাড়া বিশেষজ্ঞগণও বিভিন্ন ভাষায় ইহার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

শারেহ নওয়াযী (রহ.) বলেন, শিগার বিবাহের সুস্পষ্ট পদ্ধতি এইরূপ যে, কেহ বলিল, زوجتك بنتي على ان تزوجني (কোন ব্যক্তি বলিল, আমি আমার কন্যাকে তোমার নিকট এই শর্তে বিবাহ দিতেছি যে, তুমি তোমার কন্যাকে আমার নিকট বিবাহ দিবে। আর প্রত্যেকের যৌনাঙ্গ একে অপরের মোহরানা হইবে, তখন সে বলিল কবুল করিলাম। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(শরেহ নওয়াযী ১ঃ৪৫৫)

বলাবাহুল্য এই পদ্ধতির বিবাহে মহিলাদের প্রতি অত্যধিক যুলুম করা হইত। তাহারা প্রাপ্য মোহরানা হইতে বঞ্চিত হইত। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিগার পদ্ধতির বিবাহ নিষিদ্ধ করিয়াছেন। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(অনুবাদক)

(৩৩৫৬) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّارِجِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشَّغَارِ.

(৩৩৫৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিগার পদ্ধতির বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

(৩৩৫৭) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَا شَغَارَ فِي الْإِسْلَامِ".

(৩৩৫৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ইসলামে শিগার বিবাহ নাই।

(৩৩৫৮) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو سَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي السَّرَّادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشَّغَارِ. زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ وَالشَّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوَّجْنِي ابْنَتَكَ وَأَزْوَجَكَ ابْنَتِي أَوْ زَوَّجْنِي أُخْتَكَ وَأَزْوَجَكَ أُخْتِي.

(৩৩৫৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবু বকর বিন আবু শায়বা (রহ.) তিনি ... আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিগার পদ্ধতির বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। রাবী ইবন নুমায়র (রহ.)-এর রিওয়ায়তে এতখানি অতিরিক্ত আছে : “শিগার হইতেছে কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে এইরূপ বলিল যে, তোমার কন্যাকে আমার সহিত বিবাহ দাও এবং আমিও আমার কন্যাকে তোমার সহিত বিবাহ দিব কিংবা তোমার বোনকে আমার নিকট বিবাহ দাও আমিও আমার বোনকে তোমার কাছে বিবাহ দিব।”

(৩৩৫৯) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ زِيَادَةَ ابْنِ نُمَيْرٍ.

(৩৩৫৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবু কুরায়ব (রহ.) তিনি ... উবায়দুল্লাহ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে এই সূত্রে রাবী ইবন নুমায়র (রহ.) কর্তৃক বর্ণিত অতিরিক্ত অংশখানি উল্লেখ করেন নাই।

(৩৩৬০) وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ر
وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ زَائِعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ
أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشُّغَارِ.

(৩৩৬০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারুন বিন আবদুল্লাহ (রহ.) তিনি ... আবুয যুবায়র (রহ.) হইতে, তিনি জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিগার পদ্ধতির বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

بَابُ الْوَفَاءِ بِالشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ

অনুচ্ছেদ : বিবাহের শর্তসমূহ পূর্ণকরণ-এর বিবরণ

(৩৩৬১) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ر وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ر وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ر وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ". هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ وَابْنِ الْمُثَنَّى. غَيْرَ أَنَّ ابْنَ الْمُثَنَّى قَالَ "الشَّرْطُ".

(৩৩৬১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন আইয়ুব (রহ.) তিনি ... উকবা বিন আমির (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, “সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শর্ত যাহা অবশ্যই পূরণ করা বাঞ্ছনীয় তাহা হইতেছে সেই শর্ত যাহার মাধ্যমে তোমরা স্ত্রীদের যৌনাঙ্গসমূহ বৈধ করিয়া নিয়াছ। হাদীছের এই শব্দ রাবী আবু বকর ও ইবন মুছান্না (রহ.) কর্তৃক বর্ণিত, তবে রাবী ইবন মুছান্না (রহ.) (শর্তসমূহ) الشروط (এর স্থলে) الشرط (এর শর্ত) বলিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ (যাহার মাধ্যমে তোমরা স্ত্রীদের যৌনাঙ্গসমূহ বৈধ করিয়া নিয়াছ)। অর্থাৎ মানুষ স্বীয় মুআমালায় যেই সকল শর্ত করিয়া থাকে উহার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শর্তসমূহ যাহা অবশ্যই পূরণযোগ্য তাহা হইতেছে বিবাহের শর্তসমূহ। কেননা, ইহার ব্যাপারটি অধিক ঘেরাওকৃত ও সঙ্কীর্ণতর। আত্মা কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, এই স্থানে শর্তাবলী দ্বারা মোহরানা মর্ম। কেননা, ইহা যৌনাঙ্গের মুকাবালায় শর্তায়িত। আর কেহ বলেন, বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রী যাহা হকদার হইয়াছে তাহা সবই মর্ম। যেমন মোহরানা, খোরপোষ, ভদ্রোচিত জীবন যাপন ইত্যাদি। কেননা, স্বামী আকদের সময় এইগুলি নিজের উপর অত্যাবশ্যক করিয়া নেওয়ার কারণে যেন শর্তাবলী মানিয়া নেওয়া হইয়াছে। আর কেহ বলেন, মহিলাকে বিবাহে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে স্বামী যেইসব শর্ত উল্লেখ করিয়াছে সবকিছু মর্ম, যদি উহা (শরীআতে) নিষিদ্ধ কিছু না হইয়া থাকে।

শায়েখ নওয়াযী (রহ.) বলেন, অধিকাংশ আলিমের মতে ইহা এমন শর্তাবলীর উপর প্রয়োগ হইবে যাহা দ্বারা নিকাহ-এর উদ্দেশ্য সফল হয়। যেমন ভদ্রোচিত জীবন যাপন, খোরপোষ, পরিধেয় কাপড় ও বাসস্থান ইত্যাদি ন্যায়সঙ্গতভাবে ব্যবস্থা করিবে। স্ত্রীদের মধ্যে সমবন্টন করিবে। আর স্ত্রীর জন্য-স্বামীর অনুমতি ব্যতীত ঘর হইতে বাহির হইবে না। নফল

রোযা রাখিবে না, স্বামীর ঘরে তাহার অনুমতি ব্যতীত কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিবে না। তাহার সম্মতি ব্যতীত সম্পদ খরচ করিবে না প্রভৃতি। আর যেই সকল শর্ত নিকাহের উদ্দেশ্য ব্যাহত হয় যেমন স্ত্রীদের প্রতি সমবন্টন না করা, ভদ্রোচিত জীবন-যাপন না করা, খোরপোষ যথাচিতভাবে না দেওয়া এবং তাহাদের নিয়া সফর না করা প্রভৃতি শর্ত পূরণ করা ওয়াজিব নহে; বরং ইহা অকেজো শর্ত যাহা বাতিল। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, كل شرط لا يشرطه الله فهو باطل (যেই শর্ত আল্লাহর কিতাবে নাই উহা বাতিল)। (ফত: মুল: ৩৪৪৬১, শরহে নওয়াযী ১৪৫৫)

بَابُ اسْتِعْذَانِ الثَّيِّبِ فِي النِّكَاحِ بِالنُّطْقِ وَالْبِكْرِ بِالسُّكُوتِ

অনুচ্ছেদ : বিবাহের ক্ষেত্রে বিধবার সম্মতির জন্য মৌখিক অনুমতি এবং কুমারীর জন্য নীরবতাই সম্মতি হিসাবে বিবেচিত হইবে

(৩৩৬২) حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَا تُنْكِحُ الْأَيُّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكِحُ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ". قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ "أَنْ تَسْكُتَ".

(৩৩৬২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন উমর বিন মায়াসারা আল-কাওয়ারিরী (রহ.) তিনি ... আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, বিধবাকে তাহার সুস্পষ্ট অনুমতি ব্যতীত নিকাহ দেওয়া যাইবে না আর না কুমারীকে তাহার সম্মতি ব্যতীত বিবাহ দেওয়া যাইবে। তাহারা (সাহাবায়ে কিরাম) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কুমারীর সম্মতি কিভাবে নেওয়া যাইবে? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, সে নীরব থাকিলে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مجهول لَا تُنْكِحُ (বিধবাকে তাহার সুস্পষ্ট অনুমতি ব্যতীত নিকাহ দেওয়া যাইবে না)। لَا تُنْكِحُ الْأَيُّمَ (কর্মবাচ্যমূলক ক্রিয়া)-এর صيغة (শব্দরূপ)। আর الْأَيُّمُ শব্দটি ৷ বর্ণে তাশদীদসহ যের দ্বারা পঠিত لها امرأة لا زوج لها (এমন মহিলা যাহার স্বামী নাই, বিধবা) আল্লামা হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, এই হাদীছ দ্বারা সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, الْأَيُّمُ হইতেছে সেই অকুমারী তথা বিধবা মহিলা যাহার স্বামী মৃত্যু কিংবা তালাকের মাধ্যমে পৃথক হইয়া গিয়াছে। কেননা, হাদীছ শরীফে الْأَيُّمُ কে الْبِكْر (কুমারী)-এর মুকাবালায় উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাই الْأَيُّمُ (বিধবা) শব্দের اصل (উৎস)। যেমন আরবীগণের কথা يقتل الرجال فتصير النساء أيا ۷ অর্থাৎ পুরুষদের হত্যার দ্বারা মহিলারা বিধবা হইয়া যায়। আর কখনও الْأَيُّمُ শব্দটি কোনভাবেই যাহার স্বামী নাই এমন মহিলার উপর প্রয়োগ হয়। কাযী ইয়ায (রহ.) ইবরাহীম আল হারবী ও ইসমাঈল আল-কাযী (রহ.) প্রমুখ হইতে নকল করেন যে, الْأَيُّমُ শব্দটি প্রত্যেক সেই মহিলার উপর প্রয়োগ হয় যাহার স্বামী নাই চাই সে ছোট হউক কিংবা বড়, কুমারী হউক কিংবা অকুমারী হউক। আল্লামা মাওয়ারদী (রহ.) উভয় অভিমতই আহলে লুগাত হইতে নকল করিয়াছেন। আর আলোচ্য হাদীছ ইয়াহইয়া (রহ.) সূত্রে আওয়াযী (রহ.) হইতে বর্ণিত হইয়াছে لَا تُنْكِحُ الثَّيِّبَ (অকুমারীকে তাহার সুস্পষ্ট অনুমতি ব্যতীত নিকাহ দেওয়া যাইবে না)। ফতহুল মুলহিম গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, এই হাদীছে الْبِكْر (কুমারী) ও الثَّيِّب (অকুমারী) উভয় শ্রেণীর বালিগা মেয়ের উপর প্রয়োগ করা আমাদের মতে প্রাধান্য। কেননা, নাবালিগা শিশুদের অনুমতির কোন অর্থ নাই। তাহার নীরবতা ও অনীরবতা সমান।

‘আল মাওয়াহিবুল লতীফা’ গ্রন্থে আছে, ‘বাহর’ গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ لَا تُنْكِحُ الثَّيِّبَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ (অকুমারীকে তাহার সম্মতি ব্যতীত নিকাহ দেওয়া যাইবে না)-এর মধ্যে الثَّيِّب

(অকুমারী) দ্বারা الْبَالِغَةُ (প্রাপ্ত বয়স্কা) মর্ম। অপ্রাপ্ত বয়স্কাদের অনুমতি গৃহীত নহে এবং তাহার সম্মতির ক্ষেত্রে শর্তও করা যায় না। (আল-মি'রাজ গ্রন্থে অনুরূপ আছে)। - (ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৬১-৪৬২)

وَلَا تُنْكَرُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذِنَ (কুমারীকে তাহার সম্মতি ব্যতীত বিবাহ দেওয়া যাইবে না)। শারেহ নওয়াযী (রহ.) বলেন, ইহার মর্ম বর্ণনায় মতানৈক্য রহিয়াছে। ইমাম শাফেয়ী, ইবন আবী লায়লা, আহমদ, ইসহাক (রহ.) প্রমুখের মতে বিবাহে কুমারীর সম্মতি নেওয়া জরুরী। কেননা, ইহার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। তবে যদি অলি পিতা কিংবা দাদা হয় তাহা হইলে সম্মতি নেওয়া মুস্তাহাব। যদি সম্মতি ব্যতীত নিকাহ দিয়া দেয় তাহা হইলেও নিকাহ সহীহ হইবে। কেননা, তাহার প্রতি পিতা ও দাদার পূর্ণাঙ্গ করুণা রহিয়াছে। তাহার অকল্যাণ কখনও চাহিবে না। তাহাদের ব্যতীত অন্য কোন অভিভাবকের জন্য তাহার সম্মতি ব্যতীত নিকাহ দেওয়া বৈধ নহে।

ইমাম আওয়যী ও ইমাম আবু হানীফা (রহ.) বলেন, প্রত্যেক কুমারী বালিগা মেয়ের সম্মতি নেওয়া ওয়াজিব। আর তাহার সম্মতি হইতেছে তাহার নীরবতা। আর অকুমারীর জন্য মৌখিক সম্মতি দেওয়া জরুরী। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। - (শরেহ নওয়াযী ১৪৪৫৫)

(৩৩৬৩) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُمَانَ
ر حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ر وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ر وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَمُحَمَّدُ بْنُ زَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ
الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ر وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ
كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ. بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ هِشَامٍ وَإِسْنَادِهِ. وَاتَّفَقَ لَفْظُ حَدِيثِ هِشَامٍ وَشَيْبَانَ
وَمُعَاوِيَةَ بْنِ سَلَامٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ.

(৩৩৬৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবরাহীম বিন মুসা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আমরুন নাকিদ ও মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তাহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান (রহ.) সকলেই ... ইয়াহইয়া বিন কাছীর (রহ.) হইতে এই সনদে রাবী হিশাম (রহ.) সূত্রে বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। রাবী হিশাম, শায়বান ও মুআবিয়া বিন সাল্লাম (রহ.) সকলের বর্ণিত এই হাদীছ শব্দ অভিন্ন ও এক।

(৩৩৬৪) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ر وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ
بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ زَافِعٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَاللَّفْظُ لِابْنِ زَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا
ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ قَالَ ذَكَوَانُ مَوْلَى عَائِشَةَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ
سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَارِيَةِ يَنْكِحُهَا أَهْلُهَا أَتُسْتَأْمَرُ أَمْ لَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَعَمْ تُسْتَأْمَرُ". فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لَهُ فَإِنَّهَا تَسْتَحْيِي. فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "فَذَلِكَ إِذْنُهَا إِذَا هِيَ سَكَتَتْ".

(৩৩৬৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবু বকর বিন আবু শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক বিন ইবরাহীম ও মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তাহারা ... হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেই কুমারী মেয়ে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম যাহাকে তাহার অভিভাবক নিকাহ দেয়, তাহার নিকট হইতে অনুমতি নিতে হইবে কি না? তখন তিনি তাহার প্রশ্নের জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, হ্যাঁ। তাহার অনুমতি নিতে হইবে। হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলিলেন, অতঃপর আমি তাঁহাকে পুনরায় বলিলাম সে তো

লজ্জাবোধ করিবে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, সে যখন নীরবতা অবলম্বন করিবে তখন ইহাই তাহার সম্মতি।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنِ الْجَارِيَةِ يُنْكِحُهَا أَمْلُهَا (সেই কুমারী মেয়ে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম যাহাকে তাহার অভিভাবক নিকাহ দিয়াছে)। ইমাম বুখারী (রহ.) এই হাদীছখানা রাবী লায়ছ (রহ.) সূত্রে সংক্ষিপ্তভাবে রিওয়ায়ত করিয়াছেন, উহাতে আছে : (হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কুমারী তো লজ্জায় পতিত হইবে)। আত্তামা হাফিয় ইবন হাজার (রহ.) বলেন, ইমাম বুখারী (রহ.)-এর রিওয়ায়ত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর বর্ণিত আলোচ্য রিওয়ায়তে الْجَارِيَةِ (মেয়ে) দ্বারা الْبِكْرُ (কুমারী, অবিবাহিতা নারী) মর্ম। الثَّيْبُ (অকুমারী, বিবাহিতা, তালাকপ্রাপ্ত, বিধবা) মর্ম নহে। - (ফত: মূল: ৩৪৬২)

إِذَا هِيَ سَكَتَتْ (যখন সে নীরবতা অবলম্বন করিবে)। ‘দুরুল মুখতার’ গ্রন্থে আছে সে স্বেচ্ছায় প্রস্তাব খন্ডন করা হইতে বিরত থাকাই তাহার সম্মতি, বিদ্রূপ ছাড়া হাসি দেওয়া, মুচকি হাসি দেওয়া কিংবা স্বরবিহীন কান্নায় ভেঙ্গে পড়া এই সকলই তাহার সম্মতি। তবে যদি সশব্দে কান্না করে তাহা হইলে সম্মতি কিংবা অসম্মতি কিছুই বিবেচিত হইবে না। হ্যাঁ, পরে যদি সে রাবী হয় তবে আকদ করানো যাইবে। আত্তামা হাফিয় ইবন হাজার (রহ.) বলেন, এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণ দেওয়া যায় যে, কুমারী মেয়ে যদি প্রকাশ্যে নিষেধ করে তাহা হইলে তাহাকে বিবাহ দেওয়া জাযিয় নাই আর যদি প্রকাশ্যে অনুমতি দেয় তাহা হইলে উত্তমভাবে বিবাহ দেওয়া জাযিয়। আত্তামা হাফিয় ইবন হাজার (রহ.) বলেন, এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণ দেওয়া যায় যে, কুমারী মেয়ে যদি প্রকাশ্যে নিষেধ করে তাহা হইলে তাহাকে বিবাহ দেওয়া জাযিয় নাই আর যদি প্রকাশ্যে অনুমতি দেয় তাহা হইলে উত্তমভাবে বিবাহ দেওয়া জাযিয়। আত্তামা হাফিয় ইবন হাজার (রহ.) বলেন, এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণ দেওয়া যায় যে, কুমারী মেয়ে যদি প্রকাশ্যে নিষেধ করে তাহা হইলে তাহাকে বিবাহ দেওয়া জাযিয় নাই আর যদি প্রকাশ্যে অনুমতি দেয় তাহা হইলে উত্তমভাবে বিবাহ দেওয়া জাযিয়। - (ফতহুল মুলহিম ৩৪৬৩)

(৩৩৬৫) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قُلْتُ لِمَالِكٍ حَدَّثَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جَبْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "الْأَيْمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صَمَاتُهَا" قَالَ نَعَمْ.

(৩৩৬৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সাঈদ বিন মানসুর, কুতায়বা বিন মানসুর (রহ.) তাহারা ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, বিধবা তাহার নিজের (বিবাহের) ব্যাপারে অভিভাবকের তুলনায় অধিক হকদার। আর কুমারীকে তাহার হইতে তাহার (বিবাহের) ব্যাপারে সম্মতি নিতে হইবে। তাহার নীরব থাকাই তাহার সম্মতি। মালিক (রহ.) বলিলেন, হ্যাঁ।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

سَكَتَتْ (তাহার নীরব থাকাই ...)। صَمَاتُهَا শব্দটির ص বর্ণে পেশ দ্বারা পঠিত। অর্থঃ سكوتها (তাহার নীরব থাকা)। - (ফতহুল মুলহিম ৩৪৭২)

(৩৩৬৬) وَحَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جَبْرِ يُخْبِرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "الثَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا".

(৩৩৬৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, বিধবা তাহার নিজের (বিবাহের) ব্যাপারে অভিভাবকের তুলনায় অধিক হকদার এবং কুমারীর অনুমতি নিতে হইবে। তাহার নীরব থাকাই তাহার অনুমতি।

(৩৩৬৭) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ "الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبُكَرِيُّ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صَمَاتُهَا". وَرَبَّنَا قَالَ "وَصَمْتُهَا إِفْرَارُهَا".

(৩৩৬৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবু উমর (রহ.) তিনি সুফয়ান (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। আর এই সনদে আছে তিনি ইরশাদ করেন, বিধবা তাহার নিজের (বিবাহের) ব্যাপারে তাহার অভিভাবকের তুলনায় অধিক হকদার। কুমারীর পিতাকে কুমারীর (বিবাহের) ব্যাপারে তাহার সম্মতি নিতে হইবে। তাহার নীরব থাকাই তাহার সম্মতি। আর কখনও বলিয়াছেন, তাহার নীরব থাকাই তাহার স্বীকারোক্তি।

بَابُ جَوَازِ تَزْوِيجِ الْأَبِ الْبِكْرَ الصَّغِيرَةَ

অনুচ্ছেদ : পিতা নাবালিকা কুমারী কন্যার বিবাহ দিতে পারে

(৩৩৬৮) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَتْ سِنِينَ وَبَنِي بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ. قَالَتْ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَوَعِدْتُ شَهْرًا فَوَفَّى شَعْرِي جُمُعَةً فَأَتَيْتَنِي أُمُّ رُومَانَ وَأَنَا عَلَى أَرْجُوْحَةٍ وَمَعِيَ صَوَاجِي فَصَرَخْتُ بِي فَأَتَيْتُهَا وَمَا أَدْرَى مَا تَرِيدُ بِي فَأَخَذَتْ بِيَدِي فَأَوْقَفْتَنِي عَلَى الْبَابِ. فَقُلْتُ هَ هَ. حَتَّى ذَهَبَ نَفْسِي فَأَدْخَلْتَنِي بَيْتًا فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَاتِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ. فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِنَّ فَغَسَلْنَ رَأْسِي وَأَصْلَحْنَنِي فَلَمْ يُرْعِنِي إِلَّا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضُحًى فَأَسْلَمْنَنِي إِلَيْهِ.

(৩৩৬৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবু কুরায়ব মুহাম্মদ বিন আলা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবু বকর বিন আবু শায়বা (রহ.) তাহারা ... হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ছয় বছর বয়সে বিবাহ করেন আর আমাকে নিয়া তিনি বাসর ঘরে যান যখন আমার বয়স নয় বছর। হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলেন, আমরা হিজরত করিয়া মদীনায়া পৌছিবার পর আমি একমাস যাবত জুরে আক্রান্ত ছিলাম এবং (জুরের কারণে) আমার মাথার চুল (পড়িয়া) কাঁধ বরাবর হইয়া যায়। তখন (আমার মা) উম্মু রুমান (রাযিঃ) আমার কাছে আগমন করিলেন, আমি তখন দোলনায় ছিলাম এবং আমার খেলার সাথীরাও আমার সহিত ছিল। তিনি আমাকে উচ্চস্বরে ডাকিলেন, আমি তাহার কাছে গেলাম। আমি বুঝিতে পারি নাই যে, তিনি আমাকে নিয়া কি করিবেন। তিনি আমার হাত ধরিয়া দরজার কাছে নিয়া আমাকে দাঁড় করাইলেন। আমি তখন (শ্বাসের চাপে) হাহ্ হাহ্ বলিতেছিলাম। এমনকি আমার অস্থিরতা দূর হইয়া গেল। অতঃপর তিনি আমাকে একটি ঘরে নিয়া গেলেন। সেই স্থানে কয়েকজন আনসারী মহিলা ছিলেন। তাহারা আমার কল্যাণ ও বরকতের জন্য দু'আ করিলেন এবং আমার সৌভাগ্য কামনা করিলেন। পরিশেষে আমার মা আমাকে তাহাদের কাছে সোপর্দ করিয়া গেলেন। তাহারা আমার মাথা ধৌত করিলেন এবং আমাকে সুসজ্জিত করিলেন। কোন কিছুতেই আমার আর ভয় হয় নাই। চাশতের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনিলেন এবং তাহারা আমাকে তাহার কাছে সোপর্দ করিলেন।

ব্যাক্য বিশ্লেষণ

وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَنْ أَبِي أُسَامَةَ (আমি আমার কিতাবে আবু উসামা (রহ.) হইতে পাইয়াছি)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহার অর্থ হইতেছে أَنَّهُ وَجَدَهُ فِي كِتَابِهِ (তিনি তাহার কিতাবে পাইয়াছেন)। তিনি তাহার হইতে শ্রবণের কথা উল্লেখ করেন নাই। এই ধরনের রিওয়ায়ত করা সহীহ মতে জায়য আছে। - (ফ: মু: ৩৪৪৭২)

يَسْتَسْنِين (ছয় বছর বয়সে)। ইসমাঈলী (রহ.) আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন ইয়াহইয়া (রহ.) সূত্রে হিশাম (রহ.) হইতে, তিনি তাহার পিতা (উরওয়া রহ.) হইতে, তিনি ওলীদ-এর কাছে লিখিয়া পাঠান যে, আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, হযরত উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজা (রাযিঃ) কখন ইনতিকাল করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা হইতে মদীনায হিজরতের প্রায় তিন বছর পূর্বে হযরত খাদীজা ইনতিকাল করেন। অতঃপর হযরত আয়িশা (রাযিঃ)কে তাহার ছয় বছর বয়সে বিবাহ করেন। অতঃপর মদীনা মুনাওয়ারায় যাওয়ার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়িশা (রাযিঃ)কে নিয়া বাসর ঘরে যান। তখন তাহার বয়স ছিল নয় বছর। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) এই ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনার পর প্রমাণ করিয়াছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১ম সনের শাওয়াল মাসে হযরত আয়িশা (রাযিঃ)কে নিয়া বাসর ঘরে যান।

শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, এই হাদীছ দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, পিতা নিজ নাবালিকা কন্যাকে তাহার সম্মতি ব্যতীত বিবাহ দেওয়া জায়য। কেননা, নাবালিকা সম্মতি দেওয়ার যোগ্য নহে। শাফেয়ীগণের মতে দাদা পিতার অনুরূপ।

আল্লামা আল-মাখলাব (রহ.) বলেন, সকলের ঐকমত্যে পিতার জন্য তাহার নাবালিকা কুমারী কন্যাকে বিবাহ দেওয়া জায়য। যদিও সহবাসের উপযোগী নহে। আল্লামা ইবন হুযম (রহ.) ইবন শুবরুম্মা (রহ.) হইতে নকল করেন যে, তাহার মতে পিতাও তাহার নাবালিকা কুমারী কন্যাকে সে সাবালিকা ও সম্মতি প্রকাশের যোগ্যতার পূর্বে বিবাহ দিতে পারিবে না। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত ছয় বছর হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর বিবাহকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করেন।

‘আত-তালীহ’ গ্রন্থকার বলেন, ইবন শুবরুম্মা (রহ.) ব্যতীত আর কেহ অনুরূপ মত পোষণকারী নাই। কাজেই তাহার অভিমতটি বিরল এবং ইহা কুরআন, সুন্নাহের বিপরীত হওয়ার কারণে প্রক্ষেপ করা যায় না। হাসান বসরী ও নাখয়ী (রহ.) বলেন, পিতার জন্য তাহার সাবালিকা কিংবা নাবালিকা, কুমারী কিংবা অকুমারী কন্যাকে সম্মতি ব্যতীত বিবাহ দেওয়া জায়য আছে। আল্লামা ইবনুল হুমাম (রহ.) বলেন, ওলী তথা অভিভাবক বিবাহ দিলে নাবালক ও নাবালিকার বিবাহ জায়য হইবে। যেমন আল্লাহ তা‘আলার ইরশাদ وَالْأَيُّ لَمْ يَحْضُرْ (আর যারা এখনও ঋতুর বয়সে পৌঁছেন, তাদেরও অনুরূপ ইদতকাল হবে- সূরা তালাক ৪) ইহা দ্বারা নাবালিকার বিবাহ প্রমাণিত হয়। কাজেই ইহা দ্বারা ইবন শুবরুম্মা (রহ.)-এর অভিমত খন্ডন হইয়া যায়।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রহ.) নিজ কন্যা আয়িশা (রাযিঃ)কে ছয় বছর বয়সে বিবাহ দিয়াছেন। ইহা মুতাওয়াতির হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আর যুযায়র (রাযিঃ)-এর কন্যাকে জন্মের দিন কুদামা বিন মাযউন (রাযিঃ)-এর কাছে বিবাহ দিয়াছিলেন। অথচ সাহাবীগণ নস সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর নিকাহর হুকুমকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত খাস করেন নাই।

শারেহ নওয়াভী (রহ.) আরও বলেন, মুসলমানগণের ঐকমত্যে আলোচ্য হাদীছ দ্বারা পিতা নিজ নাবালিকা কুমারী কন্যাকে বিবাহ দেওয়া জায়য। আর যখন সে সাবালিকা হইবে তখন তাহার জন্য এই বিবাহ বাতিল করার এখতিয়ার নাই। ইহা ইমাম মালিক, শাফেয়ী ও হিজায়ের ফকীহগণের মত। ইরাকী ফকীহগণ বলেন, সাবালিকা হওয়ার পর তাহার জন্য এখতিয়ার আছে।

فَأَتَتْهُنَّيْ أُمُّ رُومَانَ (তখন উম্মু রুমান (রাযিঃ) আমার কাছে আগমন করিলেন)। ইহা হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর মা-এর কুনিয়াত। তাহার নাম যয়নব বিনত আমির (রাযিঃ) (আল্লামা যাহবী (রহ.) অনুরূপ বলিয়াছেন)। তিনি হিজরী ৬ষ্ঠ সনে ইনতিকাল করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার কবরে অবতরণ করিয়াছিলেন এবং তাহার ইসতিগফারের দু'আ করেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৭৩)

وَأَنَا عَلَى أَرْجُوحَةٍ (আর আমি তখন দোলনার উপর ছিলাম)। অর্জুহ শব্দটির هَمْز বর্ণে পেশ দ্বারা পঠনে অর্থ টেকিকল, দোলনা)। ইহা একটি লম্বা তজ্জা, যাহাতে আরোহণ করিয়া ছোট ছেলে-মেয়েরা খেলা-তামাশা করে। তজ্জাটির মধ্যস্থল ছোট উচু খুটিতে স্থাপন করে এবং শিশুরা দুই পাশে বসিয়া দোল খায়। ফলে একদিক উচু হইলে অপর দিক নীচু হয়। (নওয়াযী) -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৭৩)

هَاءُ (আমি তখন হাহ্ হাহ্ বলিতেছিলাম)। هَاءُ শব্দের দ্বিতীয় ৫ বর্ণে সাকিনসহ পঠিত। ইহাকে هَاءُ السَّكْتِ (বাকরুদ্ধ, নিশ্চুপ করানো হাহ্) বলে। আর ইহা এমন একটি বাক্য যাহা مَبْهُور (দম ফুরাইয়া গিয়াছে এমন) ব্যক্তি বলিয়া থাকে। অর্থাৎ টেকিকল তথা দোলনায় খেলায় প্রাধান্য লাভের চেষ্টা থাকায় দম ফুরাইয়া যাওয়ায় হাহ্ হাহ্ বলিতেছিলেন। অবশেষে স্থিরতা প্রত্যাবর্তন করে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৭৩-৪৭৪)

حَتَّى ذَهَبَ نَفْسِي (এমনকি আমার অস্তিত্ব দূর হইয়া গেল)। حَتَّى শব্দটির ف বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। অর্থাৎ ذَهَبَ غَلَبَتْهُ النَّفْسُ (শ্বাস গ্রহণে ক্লান্তিভাব দূর হইয়া গেল)। আর সহীহ বুখারীর রিওয়াযতে আছে حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفْسِي (অবশেষে আমার শ্বাস-প্রশ্বাস কিছুটা শান্ত হইল)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৭৪)

فَإِذَا نَسَوْتُ مِنَ الْأَنْصَارِ (সেইখানে আনসার মহিলাগণ উপস্থিত ছিলেন)। তাহাদের একজনের নাম আসমা বিনত ইয়াযীদ বিন আস-সকন আল-আনসারীয়া (রাযিঃ)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদেরকে আপ্যায়নের জন্য খেজুর এবং দুধ দিয়াছিলেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৭৪)

عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَاتِ (তাহারা আমার কল্যাণ ও বরকতের জন্য দু'আ করিলেন)। ইহা দুলা-দুলহান-এর জন্য উপযোগী দু'আ। কতক সূত্রে আয়িশা (রাযিঃ)-এর হাদীছখানা এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে، انما هالما اجلستها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت هؤلاء اهلك يا رسول الله بآرك الله لك فيهم (তাহার মা তখন তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোলে বসাইয়া দিলেন তখন বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইহারাই আপনার পরিবার-পরিজন। আল্লাহ তা'আলা তাহাদের মধ্যে আপনাকে বরকত দান করেন। -(এ)

وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ (আমার সৌভাগ্য কামনা করিলেন)। বালা-মুসীবত হইতে নিরাপদের বিষয়টি পরোক্ষ উল্লেখ করা হইয়াছে) طَائِرُ الْإِنْسَانِ হইতেছে যেই আমল মানুষের গলায় পরানো অর্থাৎ অর্পিত দায়িত্ব। আর কেহ বলেন الحِطُّ হইতেছে (ভাগ, অংশ, ভাগ্য, অদৃষ্ট, সৌভাগ্য, সুখ) আর ইহা ভাল এবং মন্দ উভয়ের উপর প্রয়োগ হয়। এই স্থানে সৌভাগ্য মর্ম। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রত্যেক দুলা-দুলহানের জন্য কল্যাণ ও বরকতের দু'আ করা মুস্তাহাব। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৭৪)

فَغَسَلَنَ رَأْسِي وَأَصْلَحَنِي (তাহারা আমার মাথা ধৌত করিলেন এবং আমাকে সুসজ্জিত করিলেন)। শারেহ নওয়াযী (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা বুঝা যায় নববধূকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুসজ্জিত করিয়া তাহার স্বামীর কাছে দেওয়া মুস্তাহাব। আর এই কাজের জন্য মহিলাগণ জমায়েত হওয়া মুস্তাহাব। কেননা, ইহার মাধ্যমে বিবাহের প্রচারের কাজটি হয়। অধিকন্তু তাহারা কনেকে স্বামীর সাক্ষাতে আচরণবিধি, আদব কায়দা ও বিবাহ সম্পর্কিত বিষয়াদি শিক্ষা দিবে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৭৪)

(৩৩৬৯) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ۖ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُسَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ.

(৩৩৬৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) ইবন নুমায়র (রহ.) তাহারা ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বিবাহ করিয়াছেন, আমি তখন ছয় বছরের মেয়ে। তিনি আমাকে নিয়া বাসর ঘরে যান, তখন আমি নয় বছরের মেয়ে।

(৩৩৭০) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ وَزُفَّتْ إِلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ وَلَعِبَهَا مَعَهَا وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ.

(৩৩৭০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে সাত বছর বয়সে বিবাহ করেন এবং নয় বছর বয়সে তাঁহাকে বাসর ঘরে নেওয়া হয়। তখন তাহার সহিত তাহার খেলনাগুলি ছিল। তাঁহার আঠার বছর বয়সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকাল করেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

ارسلت ৭ অর্থ। الزفاف সীগায় হইতে উদ্ভূত। زُفَّتْ শব্দটি مجهول-এর সীগায় (বাসর ঘরে নেওয়া হয়)। وَزُفَّتْ إِلَيْهِ (তাঁহাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘরে পাঠানো হয়)। (এ)-

এর রিওয়ায়েতে অনুরূপই আছে। (তিনি সাত বছরের মেয়ে)। وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ (তিনি সাত বছরের মেয়ে)। শারেহ নওয়াযী (রহ.)-এর রিওয়ায়েতে অনুরূপই আছে। তবে অধিকাংশ রিওয়ায়েতে بنت ست (ছয় বছরের মেয়ে) রহিয়াছে। এতদুভয় হাদীছের সমন্বয় এইভাবেই হইবে যে, তখন তাহার বয়স ছয় বছর পূর্ণ হইয়া সাত বছরের কতক মাস হইয়াছিল। এই কারণেই কোন হাদীছে ভাংতি মাসসমূহ বাদ দিয়া পূর্ণ ছয় বছর বর্ণিত হইয়াছে। আবার কোন হাদীছে ভাংতি মাসসমূহকে পূর্ণ বৎসর গণনা করিয়া সাত বছর বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৭৪)

لُعِبَ ৬ অর্থ। لُعِبَ শব্দটির ৬ বর্ণে পেশ, ৬ বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে (তাহার সহিত তাঁহার খেলনাগুলি ছিল)। وَلَعِبَهَا مَعَهَا (তাহার সহিত তাঁহার খেলনাগুলি ছিল)। (এ)-

(৩৩৭১) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ.

(৩৩৭১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বিবাহ করিয়াছেন, তখন তিনি ছয় বছর বয়সের মেয়ে। তিনি তাহাকে নিয়া বাসর ঘরে যান তখন তিনি নয় বছরের মেয়ে। আর তাহার আঠার বছর বয়সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকাল করেন।

بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّرْوِيجِ وَالتَّرْوِيجِ فِي شَوَالٍ وَاسْتِحْبَابِ الدُّخُولِ فِيهِ

অনুচ্ছেদ : শাওয়াল মাসে বিবাহ করা ও বিবাহ দেওয়া মুস্তাহাব এই মাসে স্ত্রী সহবাসও মুস্তাহাব-এর বিবরণ

(৩৩৭২) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِيُحْيَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُزُوَةَ عَنْ عُزُوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَالٍ وَبَنَى بِي فِي شَوَالٍ فَأَتَى نِسَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي. قَالَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَالٍ.

(৩৩৭২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবু বকর বিন আবু শায়বা ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাহারা ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে শাওয়াল মাসে বিবাহ করেন এবং তিনি আমাকে নিয়া বাসর ঘরে মিলিত হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোন্ সহধর্মিণী তাঁহার কাছে আমার হইতে অধিক সম্ভোগ্য ছিলেন? তিনি (উরওয়া রহ.) বলেন, হযরত আয়িশা (রাযিঃ) তাহার বংশের মহিলাদের শাওয়াল মাসে বাসর ঘরে পাঠানো মুস্তাহাব মনে করিতেন।

ব্যখ্যা বিশ্লেষণ

تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَالٍ (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে শাওয়াল মাসে বিবাহ করেন)। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, জাহিলিয়াত যুগে আরবের লোকেরা শাওয়াল মাসে বিবাহ কার্যটি খারাপ এবং অশুভ লক্ষণ বলিয়া মনে করিত। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, তাহারা শাওয়াল মাসকে অশুভ বলিয়া মনে করার কারণ হইতেছে যে, شَوَال শব্দটি شَوْل হইতে নিঃসৃত। شَوْل শব্দের অর্থ الرفع (উত্তোলন, বৃদ্ধি করণ, অপসারণ) এবং الإزالة (দূরীকরণ, বিলোপসাধন, অপসারণ)। ইহা দ্বারা তাহারা পরোক্ষভাবে الهلاك (ধ্বংস, বিনাশ, সর্বনাশ) মর্ম গ্রহণ করে। তাই তাহারা ধারণা করিত যে, শাওয়াল মাসে বিবাহ সম্পাদন করিলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি হয় এবং স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অনুগ্রহ থাকে না। - (ফতহুল মুলহিম ৩৪৪ ৭৫)

كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي (তাঁহার কাছে আমার হইতে অধিক সম্ভোগ্য ছিলেন)। অর্থাৎ তাঁহার কাছে আমার হইতে অধিক ঘনিষ্ঠতর, সৌভাগ্যবতী এবং বেশী অংশ কাহার ছিল? আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, এই কথা দ্বারা হযরত আয়িশা (রাযিঃ) তদানীন্তন আরবী লোকদের কুধারণা (শাওয়াল মাসে বিবাহ-শাদী কার্যাদি খারাপ ও অশুভ)কে খন্ডন করা উদ্দেশ্য। তাহার উক্তির মর্ম হইতেছে যে, স্বয়ং আমার বিবাহ শাওয়াল মাসে হইয়াছে। আমার তো কোন ক্ষতি হয় নাই; বরং আমি তাঁহার কাছে অন্যান্যদের তুলনায় অধিক সম্ভোগ্য ছিলাম। - (ঐ)

وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَالٍ (হযরত আয়িশা (রাযিঃ) তাঁহার বংশের মহিলাদের শাওয়াল মাসে বাসর ঘরে পাঠানো মুস্তাহাব মনে করিতেন)। শারেহ নওয়াতী (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা বুঝা যায় শাওয়াল মাসে বিবাহ করা ও দেওয়া মুস্তাহাব। শাফেয়ী মতাবলম্বীগণ এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণ পেশ করিয়া শাওয়াল মাসে বিবাহ-শাদী মুস্তাহাব বলেন। আর হযরত আয়িশা (রাযিঃ) এই কথা দ্বারা জাহিলিয়াত যুগের লোকদের ধারণাকে খন্ডন করা উদ্দেশ্য। বর্তমান যুগেও কতক সাধারণ লোক ধারণা করে যে, শাওয়াল মাসে বিবাহ করা এবং স্ত্রী সম্ভোগ করা মাকরুহ। ইহা বাতিল এবং শরীআতে ইহার কোন ভিত্তি নাই। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। - (ফতহুল মুলহিম ৩৪৪ ৭৫)

(৩৩৭৩) وَحَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ فَعَلَّ عَائِشَةُ.

(৩৩৭৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... সুফয়ান (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে তিনি হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর কর্ম-এর কথাটি উল্লেখ করেন নাই।

بَابُ نَذْبِ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِ الْمَرْأَةِ وَكَفِّهِهَا لِمَنْ يُرِيدُ تَزْوُجَهَا

অনুচ্ছেদ : কোন মহিলাকে বিবাহ করার ইচ্ছা করিলে বিবাহের পূর্বে তাহার মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় দেখা মুবাহ হওয়ার বিবরণ

(৩৩৭৪) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَنْظُرْتَ إِلَيْهَا". قَالَ لَا. قَالَ "فَادْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنْ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا".

(৩৩৭৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবু উমর (রহ.) তিনি ... আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, একদা আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মজলিসে ছিলাম। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি তাঁহার কাছে আসিয়া তাঁহাকে জানাইলেন যে, তিনি আনসার গোত্রের জনৈক মহিলাকে বিবাহের ইচ্ছা করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, তুমি কি তাহাকে এক নজর দেখিয়া নিয়াছ? তিনি আরম্ভ করিলেন, না। তিনি ইরশাদ করিলেন, তাহা হইলে যাও। এখন তুমি তাহাকে এক নজর দেখিয়া নাও। কেননা, আনসারদের চোখে কিছু একটা আছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

(তিনি আনসার গোত্রের জনৈক মহিলাকে বিবাহ করার ইচ্ছা করিয়াছেন)। আল্লামা সিন্দী (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে যে, তিনি আনসারী মহিলার কাছে বিবাহের প্রস্তাব দিয়াছেন কিংবা আনসারী মহিলা বিবাহের ইচ্ছা করিয়াছেন। কেননা, আকদ সম্পূর্ণ হওয়ার পর দেখার মধ্যে কোন ফায়দা নাই। তবে যদি সে বাসর ঘরে যাওয়ার পূর্বে তালাক দিয়া দেয়। আর ইহা তো সাধারণতঃ সুদূরপরাহত, অসম্ভব। আল্লাহ সুবহানাছ তা'আলা সর্বজ্ঞ। অতঃপর প্রকাশ্য যে, এই রিওয়ায়ত এবং তৎসংলগ্ন আগত রিওয়ায়ত, দুই ব্যক্তির দুইটি ঘটনার উপর প্রয়োগ হইবে। আল্লাহ সুবহানাছ তা'আলা সর্বজ্ঞ। - (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৭৫)

(এখন তুমি তাহাকে এক নজর দেখিয়া নাও)। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, ইহা উপদেশমূলক নির্দেশ, ওয়াজিবমূলক নির্দেশ নহে। আল্লামা শাওকানী (রহ.) বলেন, 'আহমদ' গ্রন্থে আবু হুরায়রা (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছ : فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا (প্রস্তাবক বাগদত্তা) কে এক নজর দেখিয়া নেওয়াতে কোন গুনাহ নাই) এবং 'আহমদ' ও 'ইবন মাজাহ' গ্রন্থদ্বয়ে মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রহ.) বর্ণিত হাদীছ : فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا (বিবাহের প্রস্তাবক বাগদত্তাকে এক নজর দেখিয়া নেওয়াতে কোন ক্ষতি নাই) এতদুভয়ের ইঙ্গিত দ্বারা বুঝা যায় যে, এই স্থানে নির্দেশ (أَمْرٌ) দ্বারা إِباحة (অনুমতি দেওয়া) মর্ম।

সুনানু আবী দাউদ গ্রন্থে হযরত জাবির (রাযিঃ) হইতে মারফু হাদীছে বর্ণিত আছে : إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ : فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى بَكَاجِهَا فَلْيَفْعَلْ (যখন তোমাদের মধ্যে কেহ কোন মহিলাকে বিবাহের প্রস্তাব দিবে তখন যদি তাহার পক্ষে তাহার এমন কোন (জায়গা) অঙ্গ দেখা সম্ভবপর হয় যাহা তাহাকে নিকাহ-এর দিকে আহ্বান করে তাহা হইলে সে যেন তাহা দেখে)।

‘আহমদ’, ‘তিরমিযী’ প্রভৃতি গ্রন্থে মুগীরা (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে : قَالَ فَانْظُرِيهَا فَإِنَّهُ آخِرُ أَنْ يَأْتِيَنَّكَ (তিনি ইরশাদ করিলেন, এখন তুমি তাকে এক নজর দেখিয়া নাও। কেননা, ইহা (পরবর্তীতে) তোমাদের উভয়ের মধ্যে ভালোবাসা স্থায়ীত্বের ক্ষেত্রে অধিকতর উপযুক্ত হইবে)।

জমহুরে উলামা আরও বলেন, বাগদত্তাকে তাহার অনুমতি ব্যতীত দেখিয়া নেওয়াও জাযিয় আছে। আর ইমাম মালিক (রহ.) বলেন, তাহার অনুমতিতে দেখা জাযিয়।

আল্লামা তহাভী (রহ.) এক সম্প্রদায়ের অভিমত নকল করিয়াছেন যে, তাহাদের মতে কোন অবস্থাতেই আকদের পূর্বে বাগদত্তা (مختطوبة) কে দেখা জাযিয় নাই। কেননা, সে তখন اجنبية (অপরিচিতা মহিলা) থাকে। উপর্যুক্ত হাদীছসমূহ দ্বারা তাহাদের অভিমত খণ্ডন হইয়া যায়।

শারেহ নওয়াযী (রহ.) বলেন, শাফেয়ী মতাবলম্বীগণের মতে বিবাহের প্রস্তাব দেওয়ার পূর্বে বিবাহকারী বাগদত্তাকে দেখিয়া নিবে, যাহাতে পরে অপছন্দের কোন আপত্তি উপস্থাপন না হইতে পারে। তিনি আরও বলেন, আমাদের আসহাব বলেন, তাহাকে যদি দেখা সম্ভব না হয় তবে কোন নির্ভরযোগ্য মহিলাকে পাঠাইয়া দিবে সে তাহাকে দেখিবার পর প্রস্তাবকে জানাইবে। আর ইহা প্রস্তাব দেওয়ার পূর্বে হওয়া সমীচীন। তিনি আরও বলেন, তবে বিবাহকারীর জন্য বাগদত্তা (مختطوبة) -এর শুধুমাত্র মুখমন্ডল এবং হস্তদ্বয়ের কব্জা পর্যন্ত দেখা মুবাহ। কেননা, এতদুভয় তাহার হককে পর্দার অন্তর্ভুক্ত নহে। অধিকন্তু মুখমন্ডল দেখার মাধ্যমে তাহার সৌন্দর্য কিংবা অসৌন্দর্যের বিষয়টি বুঝা যাইবে এবং কব্জা পর্যন্ত হস্তদ্বয় দেখার মাধ্যমে তাহার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোমলতা কিংবা অকোমলতার বিষয়টি অনুধাবন করা যাইবে। - (ফতহুল মুলহিম ৩:৪৭৫-৪৭৬)

فَإِنْ فِي الْأَنْصَارِ شَيْئًا (কেননা, আনসারদের চোখে কিছু একটা আছে)। অর্থাৎ কতক আনসারীর চোখে এমন কিছু আছে যাহা স্বভাব অপছন্দ করে এবং উত্তম বিবেচনা করে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষদের চোখে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ফলে তিনি পুরুষদের উপর মহিলাদের কিয়াস করিয়াছেন। কেননা, সাধারণতঃ মহিলারা পুরুষদের সদৃশ হইয়া থাকে। এই জন্যই তিনি সাধারণভাবে আনসার বলিয়াছেন কিংবা লোকমুখে শ্রবণ করিয়াছিলেন কিংবা তিনি ওহীর মাধ্যমে জ্ঞাত হইয়াছেন। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। - (ফতহুল মুলহিম ৩:৪৭৬)

شَيْئًا (কিছু একটা) কেহ বলেন, عَمَش (চোখ হইতে পানি পড়িতে থাকা, ছানি পড়া, ক্ষীণ দৃষ্টি হওয়া এবং ঝাপসা দৃষ্টি হওয়া)। আর কেহ বলেন, صغر (চোখ ছোট হওয়া, ক্ষুদ্র হওয়া)। আর কেহ বলেন زرق (চোখ নীল হওয়া, দৃষ্টিহীন হওয়া)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, দ্বিতীয় অভিমতটিই অধিক নির্ভরযোগ্য। কেননা, ইহা আবু আওয়ানা (রহ.) নিজ ‘মুসতাখরাজ’ গ্রন্থে রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, ইহা গীবতের অন্তর্ভুক্ত নহে। কেননা, তিনি নির্ধারণ ব্যতীত সমষ্টিগতভাবে কথা বলিয়াছেন। অধিকন্তু ইহা উপদেশমূলক নির্দেশনার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। - (ফতহুল মুলহিম ৩:৪৭৬)

(৩৩৭৫) وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي عُيُونِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا". قَالَ قَدْ نَظَرْتُ إِلَيْهَا. قَالَ "عَلَى كَمْ تَزَوَّجْتَهَا". قَالَ عَلَى أَرْبَعٍ أَوْاقٍ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"عَلَىٰ أَرْبَعٍ أَوَاقٍ كَأَنَّمَا تَنْجُتُونَ الْفِضَّةَ مِنْ عُرْضٍ هَذَا الْجَبَلِ مَا عِنْدَنَا مَا نُعْطِيكَ وَلَكِنْ عَسَىٰ أَنْ نَبْعَثَكَ فِي بَعْثٍ تُصِيبُ مِنْهُ". قَالَ فَبَعَثَ بَعْثًا إِلَىٰ بَنِي عَبْسٍ بَعَثَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فِيهِمْ.

(৩৩৭৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন মাস্নৈন (রহ.) তিনি ... আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে জনৈক ব্যক্তি আসিয়া আরয করিলেন, আমি জনৈক আনসারী মহিলাকে বিবাহ করিয়াছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি তাহাকে দেখিয়া নিয়াছ? কেননা, আনসারদের চোখে কিছু থাকে। লোকটি আরয করিলেন, অবশ্যই আমি তাহাকে দেখিয়া নিয়াছি। তিনি ইরশাদ করিলেন, কত মোহরানার বিনিময়ে তাহাকে বিবাহ করিয়াছ? লোকটি আরয করিলেন, চার উকিয়ার বিনিময়ে (বিবাহ করিয়াছি)। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, চার উকিয়ার বিনিময়ে? তোমরা যেন পাহাড়ের পার্শ্বদেশ হইতে রৌপ্য খুঁড়িয়া আনিয়া থাক। তোমাকে দান করার মত আমাদের কাছে এমন কিছু নাই। তবে আমি তোমাকে অচীরেই একটি যুদ্ধাভিযানে পাঠাইয়া দিব যাহার লব্ধ গণীমত হইতে একাংশ তুমি লাভ করিতে পার। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি আবস সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে একটি সেনাদল প্রেরণ করেন যাহার সহিত তিনি এই লোকটিকেও পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَلَىٰ أَرْبَعٍ أَوَاقٍ (চার উকিয়ার বিনিময়ে)। أَوَاقٍ শব্দটি -এর বহুবচন। চল্লিশ দিরহামে এক উকিয়া। - (ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৭৬)

كَأَنَّمَا تَنْجُتُونَ الْفِضَّةَ (তোমরা যেন রৌপ্য কর্তন করিয়া আনিয়া থাক)। تَنْجُتُونَ শব্দটির ح বর্ণে যের দ্বারা পঠিত অর্থাৎ تَنْجُتُونَ (তোমরা খোসা ছাড়াইয়া আন, চামড়া খসাইয়া আন, ছাল তুলিয়া আন) এবং تَنْجُتُونَ (তোমরা কর্তন করিয়া আন, কাটিয়া আন)। - (ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৭৬)

عُرْضٍ (এই পাহাড়ের পার্শ্বদেশ হইতে)। عُرْضٍ শব্দটির ع বর্ণে পেশ এবং ر বর্ণে সাকিনসহ পঠনে অর্থ الْجَانِبُ (পার্শ্ব, পাশ, পার্শ্বদেশ, দিক, পাহাড়ের ঢাল, পক্ষ, অংশ) এবং الناحية (দিক, প্রান্ত, অঞ্চল, এলাকা)। আর العرض শব্দটি ع বর্ণে যের দ্বারা পঠনে অর্থ ضد الطول (লম্বার বিপরীত অর্থাৎ প্রশস্ত, চওড়া, বিস্তৃত, সুপরিসর)।

আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথা দ্বারা ব্যাপকভাবে মোহরানা বেশী নির্ধারণকে অস্বীকার করেন নাই। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণীগণের মোহরানা পাঁচশত দিরহাম ছিল। আর চার উকিয়ায় তো মাত্র একশত ষাট দিরহাম; বরং লোকটির সামর্থ্যের বিবেচনায় এই পরিমাণ মহর নির্ধারণকে তিনি অপছন্দ করিয়াছেন। তখন লোকটি অস্বচ্ছল ফকীর ছিলেন এবং নিজে কষ্টে পতিত হওয়ার কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে যাচঞা করিতে গিয়াছেন। এই জন্যই তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, “তোমাকে দান করার মত আমাদের কাছে কিছু নাই”। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ দয়াদ্র আখলাকের কারণে তাহার অন্তর যাহাতে ভাঙ্গিয়া না পড়ে সেই জন্য সান্ত্বনা দিয়া ইরশাদ করিয়াছেন, “তবে শীঘ্রই আমি তোমাকে একটি যুদ্ধাভিযানে পাঠাইয়া দিতেছি যাহার লব্ধ গণীমত হইতে তুমি একাংশ লাভ করিতে পার। অতঃপর তিনি তাহাকে অভিযানে পাঠাইয়া দিলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতে তিনি স্বচ্ছলতা লাভ করেন।

উল্লেখ্য যে, পাত্রের সামর্থ্য মুতাবিক মোহরানা নির্ধারণ করা উচিত যাহাতে সে উহা আদায়ে সক্ষম হয়। (ঐ)

بَابُ الصَّدَاقِ وَجَوَازِ كَوْنِهِ تَعْلِيمَ قُرْآنٍ وَخَاتَمَ حَدِيدٍ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ وَاسْتِحْبَابِ كَوْنِهِ خَمْسِيَّةً دَرَاهِمٍ لِمَنْ لَا يُجْحَفُ بِهِ

অনুচ্ছেদ : মোহরানা, কুরআন শিক্ষা, লোহার আংটি ইত্যাদি কম হউক বা বেশি দেনমোহর হইতে পারে। এবং যাহার জন্য কষ্টকর না হয় তাহার জন্য পাঁচশত দিরহাম দেনমোহর দেওয়া মুস্তাহাব

(৩৩৭৬) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَوَى عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَهَبَ لَكَ نَفْسِي. فَتَنَظَّرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَاطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهَا لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا. فَقَالَ "فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ". فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ "أَذْهَبَ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا". فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "انْظُرْ وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ". فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ. فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ. وَلَكِنْ هَذَا إِذَا رَأَى قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِذَاءٌ فَلَهَا يَصْفُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَيْسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَيْسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ". فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًّا فَأَمَرَهُ فَدَعَى فَلَمَّا جَاءَ قَالَ "مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ". قَالَ مَعِيَ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا عَدَاهَا. فَقَالَ "تَقْرَأُوهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ" قَالَ نَعَمْ. قَالَ "أَذْهَبَ فَقَدْ مَلَكَتْكِهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ". هَذَا حَدِيثٌ

ابْنِ أَبِي حَازِمٍ وَحَدِيثٌ يَعْقُوبُ يَقَارِبُهُ فِي اللَّفْظِ.

(৩৩৭৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ সাকাফী (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং কুতায়বা (রহ.) তাহারা ... সাহল বিন সা'দ সাঈদী (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে জনৈকা মহিলা আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি নিজকে আপনার জন্য হিবা করিতে আসিয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার দিকে তাকাইলেন এবং তাহাকে উপর দিক হইকে নীচের দিক পর্যন্ত দেখিলেন। অতঃপর তিনি নিজ মাথা মুবারক নীচ করিলেন। অতঃপর মহিলাটি যখন অনুধাবন করিল যে, তাহার ব্যাপারে তিনি কোন সিদ্ধান্তে পৌছেন নাই তখন সে বসিয়া পড়িল। তখন তাহার সাহাবীগণের মধ্যে জনৈক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া আরম্ভ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার যদি প্রয়োজন না থাকে তাহা হইলে তাহাকে আমার সহিত বিবাহ করাইয়া দিন। তিনি ইরশাদ করিলেন, তোমার কাছে কি (দেনমোহর) দেওয়ার মত কিছু আছে। লোকটি (জবাবে) আরম্ভ করিলেন, না। আল্লাহর কসম ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি ইরশাদ করিলেন, তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের কাছে যাও এবং দেখ কোন কিছু পাও কি না। লোকটি (পরিবার-পরিজনের কাছে) গেল আবার ফিরিয়া আসিয়া আরম্ভ করিল, আল্লাহর শপথ! আমি তথায় কিছুই পাই নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, দেখ, যদিও

লোহার একটি আংটি হউক। লোকটি পুনরায় গেল এবং ফিরিয়া আসিয়া আরম্ভ করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর শপথ! লোহার একটি আংটিও আমি পাই নাই। তবে আমার এই লুপ্তিটি আছে। রাবী সাহল (রাযিঃ) বলেন, তাহার চাদরও ছিল না- তাহা হইলে তো অর্ধেক তাহার জন্য আর অর্ধেক বাগদত্তার জন্য। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তুমি তোমার লুপ্তি দ্বারা কি করিবে? উহা যদি তুমি পর তাহা হইলে স্ত্রীর জন্য উহার কোন অংশ অবশিষ্ট থাকিবে না। আর যদি সে উহা পরে তাহা হইলে তোমার জন্য উহার কোন অংশ অবশিষ্ট থাকিবে না। অতঃপর লোকটি বসে পড়িল, দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার পর উঠিয়া চলিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে ফিরিয়া যাইতে দেখিয়া ডাকিয়া পাঠাইলেন। অতঃপর যখন সে আসিল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কুরআন মাজীদে কোন অংশ তোমার জানা আছে? লোকটি (জবাবে) বলিলেন, অমুক সূরা, অমুক সূরা আমার জানা আছে। এইরূপে সে সূরাগুলির সংখ্যা গণনা করিয়া দিল। তিনি ইরশাদ করিলেন, তুমি কি মুখস্থ পড়িতে পার। লোকটি (জবাবে) বলিলেন, হ্যাঁ, তিনি ইরশাদ করিলেন, যাও তোমাকে এই সকল সূরার কারণে এই মহিলাকে তোমার বিবাহে প্রদান করিলাম। ইহা রাবী ইবন হাযিম (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছ আর রাবী ইয়াকুব বর্ণিত হাদীছও শব্দাবলীর দিক দিয়া উহার প্রায় কাছাকাছি।

ব্যাক্য বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِي حَازِمٍ (আবু হাযিম (রহ.) হইতে)। এই হাদীছের মূল বর্ণনাকারী আবু হাযিম সালামা বিন দীনার মাদানী (রহ.)। তিনি ছোট তাবেরীগণের একজন। তাহার হইতে বড় বড় ইমাম হাদীছ নকল করিয়াছেন। - (এ)

جَاءَتْ امْرَأَةً (জেনকা মহিলা আসিল)। তাহার নাম জানা নাই। - (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৭৬)

جِئْتُ أَهْبُ لَكَ نَفْسِي (আমি নিজকে আপনার জন্য হিবা করিতে আসিয়াছি)। হাফযি (রহ.) বলেন, এই বাক্যে (সম্বন্ধকৃত পদ) উহ্য রহিয়াছে। উহ্য বাক্যটি এইরূপ হইবে امرنفسى কিংবা অনুরূপ কিছু। অন্যথায় প্রকৃত অর্থ এই স্থানে মর্ম নহে। কেননা, আযাদ ব্যক্তির উপর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় না। সুতরাং সে যেন বলিয়াছে, اتزوجك من غير عوض (আমি আপনাকে বিনিময় (দেনমোহর) ব্যতীত বিবাহ করিব)

আল্লামা সিদ্দী (রহ.) বলেন, আযাদ মহিলা নিজকে হেবা করা সহীহ নহে। এই কারণে তাহার কথাটি রূপক হিসাবে দেনমোহর ব্যতীত নিজকে তাহার কাছে বিবাহ দেওয়ার প্রস্তাবের উপর প্রয়োগ হইবে কিংবা নিজের ব্যাপারে তাঁহার উপর দায়িত্ব অর্পণ করা মর্ম হইবে। দ্বিতীয় মর্ম অধিক স্পষ্ট ও অধিকতর উপযোগী। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে অন্যের সহিত বিবাহ করাইয়া দিয়াছিলেন। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। - (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৭৬)

فَصَعَدَ النَّظَرُ فِيهَا وَصَوَّبَ (এবং দৃষ্টি উপরের দিকে উঠাইয়া নীচে নামাইলেন)। শব্দটির ৮ বর্ণে এবং صَوَّبَ শব্দের ৩ বর্ণে তাশদীদসহ পঠিত। ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার উপর এবং তাহার নীচের দিকে দৃষ্টি করিলেন। তাশদীদ দ্বারা হয়তো মনোযোগ সহকারে চিন্তা ও পর্যবেক্ষণে অতিশয়োক্তি প্রকাশ মর্ম কিংবা পুনরাবৃত্তি প্রকাশ মর্ম। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বিবাহ করার ইচ্ছা থাকিলে বাগদত্তার সৌন্দর্যের বিষয়টি মনোযোগসহকারে চিন্তা করা জাযিয আছে। - (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৭৭)

ثُمَّ طَاطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ শির মুবারক নীচু করিলেন)। ইহা فصت (অতঃপর তিনি নীরব থাকিলেন)-এর অর্থে ব্যবহৃত। যেমন মা'মার ও ছাওরী (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়েতে আছে। ফুযায়ল বিন সুলায়মান (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়েতে আছে فلم يردمها (অতঃপর তিনি তাহার প্রস্তাবের রদ করেন নাই। আর কতক রিওয়ায়েতে আছে فلم يجبهها شيئاً (অতঃপর তিনি তাহার প্রস্তাবের কোন জবাব দেন নাই)।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার প্রস্তাবের পর নীরবতা অবলম্বনের কারণ হয় তো তিনি তাহার সম্মুখে তাহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করাতে লজ্জাবোধ করিয়াছেন, কিংবা ওহীর অপেক্ষা করিয়াছেন কিংবা স্থান উপযোগী জবাবের ব্যাপারে চিন্তা করিয়াছেন।

ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হিবা কবুল করার পূর্বে পূর্ণ হয় না। কেননা, মহিলাটি যখন বলিবেন, وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ (আমি নিজকে আপনার জন্য হিবা করিয়াছি)। তখন তিনি قَبِلْتُ (আমি কবুল করিলাম) বলেন নাই। তাই মহিলার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় নাই। হ্যাঁ, তিনি যদি তাহার প্রস্তাব কবুল করিতেন তাহা হইলে তিনি তাঁহার সহধর্মিণী হইয়া যাইতেন। আর এই কারণেই তিনি জনৈক ব্যক্তির আবেদন زَوْجِنِيهَا (এই মহিলাকে আমার সহিত বিবাহ করাইয়া দিন)কে প্রত্যাখ্যান করেন নাই।

শারেহ নওয়াযী (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, কোন ব্যক্তির কাছে কেহ কোন কিছু আবেদন করিলে উহা পূরণ করা সম্ভব না হইলে নীরব থাকা মুস্তাহাব। ইহা হইতেই আবেদনকারী বুঝিয়া নিবে। নিষেধ করিয়া লজ্জা দেওয়ার প্রয়োজন নাই। হ্যাঁ, সে যদি স্পষ্টভাবে নিষেধ করা ছাড়া বুঝিতে অক্ষম হয় তাহা হইলে স্পষ্টভাবে নিষেধ করিয়া দিবে। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৭৭)

فَقَامَ رَجُلٌ (জনৈক ব্যক্তি দাঁড়াইলেন)। হাফিয (রহ.) বলেন, লোকটির নাম উল্লেখ নাই। তবে তিনি আনসারী লোক ছিলেন। যেমন তাবরানী-এর রিওয়ায়েতে আছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৭৭)

فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ (তোমার কাছে কি কিছু আছে)? ইমাম মালিক (রহ.)-এর রিওয়ায়েতে এতখানি অতিরিক্ত আছে أَفَلَا تَصِدَّقُهَا (তোমার দেনমোহর দেওয়ার)। ইবন মাসউদ (রাযিঃ) বর্ণিত হাদীছে আছে أَفَلَا تَصِدَّقُهَا (তোমার কি সম্পদ আছে)? হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تَصِدَّقُهَا (তোমার কাছে কি তাহাকে দেনমোহর দেওয়ার কোন কিছু আছে?) দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, (এক) বিবাহের জন্য দেনমোহর জরুরী। আর এই বিষয়ে উলামায়ে ইয়াম ঐকমত্য হইয়াছেন যে, দাসী ব্যতীত কোন স্বাধীন মহিলার নিজ যৌনাঙ্গ দেনমোহর ছাড়া কাহাকেও হেবা (বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ) করা জাযিয় নাই। ইহা দ্বারা আরও প্রতীয়মান হয় যে, (দুই) আকদের মধ্যে প্রথমে দেনমোহর উল্লেখ করা উত্তম। তাহাতে বাদানুবাদের সম্ভাবনা থাকে না এবং মহিলা অধিক উপকৃত হইবে। আর যদি দেনমোহর উল্লেখ ছাড়া আকদ করিয়া ফেলে তাহা হইলেও আকদ সহীহ হইবে এবং সহীহ মত অনুযায়ী সহবাস দ্বারা মোহরে মিছাল ওয়াজিব হইবে। আর কেহ বলেন, আকদের দ্বারাই মোহরে মিছাল ওয়াজিব হইবে। মহিলার জন্য অধিক উপকারী হওয়ার কারণ হইতেছে যে, যদি সহবাসের পূর্বে তালাক দিয়া দেয় তাহা হইলেও নির্ধারিত দেনমোহরের অর্ধেক সে প্রাপ্য। তাহা সে পাইয়া গেল। (তিনি) দেনমোহর নগদ পরিশোধ করা উত্তম। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৭৭-৪৭৮)

أَذْهَبَ إِلَى أَهْلِكَ (তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের কাছে যাও)। হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণিত হাদীছে আছে فَالْقَمَرُ إِلَى النِّسَاءِ فَقَامَ إِلَيْهِنَّ فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُنَّ شَيْئًا (তিনি ইরশাদ করিলেন, তোমার স্ত্রীর কাছে যাও। যখন লোকটি উঠিয়া স্ত্রীদের কাছে গমন করিলেন কিন্তু তাহাদের কাছে কোন কিছু পান নাই)। এই স্থানে نِسَاءً দ্বারা أَهْلُ الرِّجْلِ (লোকটির পরিবার-পরিজন) মর্ম। যেমন আলোচ্য রিওয়ায়েত দ্বারা ইহাই প্রতীয়মান হয়। -(ঐ)

وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ (যদিও লোহার একটি আংটি হউক)। হাফিয (রহ.) বলেন, এই স্থানে نَوْ (যদিও) শব্দটি تَقْلِيلًا (সামান্য বস্তু) বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে।

লোহার আংটির হুকুম : আলোচ্য হাদীছ দ্বারা বুঝা যায়, লোহার আংটি ব্যবহার জাযিয়। তবে এই ব্যাপারে সালাফি সালিহীদের দুইটি অভিমত রহিয়াছে। কাযী ইয়ায (রহ.) নকল করেন যে, আমাদের আসহাবের মতে লোহার আংটি ব্যবহার করা মাকরুহ। অবশ্য দুই অভিমতের অধিকতর সহীহ অভিমত হইতেছে মাকরুহ নহে।

‘দররুল মুখতার’ গ্রন্থে আছে, রূপা ব্যতীত আংটি তৈরী করিবে না। কেননা, রূপা ছাড়া যেমন পাথর, স্বর্ণ ও লোহার আংটি ব্যবহার করা হারাম। আব্বাস ইবন আবিদীন শামী (রহ.) ‘আল-জাওহার’ গ্রন্থে বলেন, স্বর্ণ, লোহা, পিতল, কাঁসা, সীসা-এর তৈরী আংটি পুরুষ ও মহিলার জন্য পরিধান করা মাকরুহ। ‘তাতারখানিয়াহ’ গ্রন্থে আছে, লোহা দিয়া তৈরী আংটির উপরে রৌপ্য দ্বারা ছাউনী দিয়া পরিধান করিলে যদি রূপার মত দেখায় তাহা হইলে ইহা পরিধান করাতে কোন ক্ষতি নাই।

‘আবু দাউদ’ ও ‘নাসাঈ’ গ্রন্থে আয়াস বিন হারিছ বিন মুআইকীব (রহ.) হইতে, তিনি তাহার দাদা হইতে রিওয়ায়ত করেন, তিনি বলেন, كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد ملوياً عليه فضة فربما كان في يدي (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আংটিটি ছিল লোহার তৈরী লোহার উপরে রূপা দ্বারা পঁচানো ছিল। কখনও ইহা আমার হাতে সংরক্ষিত থাকিত)। ফতহুল মুলহিম গ্রন্থকার বলেন, সতর্কতা অবলম্বনই ভালো। আমরা তো ইতিহাস জানি না, হয়তো হারাম হওয়ার পূর্বে মুবাহ ছিল।

দেনমোহরের সর্বোচ্চ পরিমাণের কোন সীমা নাই; বরং স্বামীর সামর্থ্য মুতাবিক যাহা নির্ধারণ করিবে তাহাই মোহর হইবে। তবে মোহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ কি? এই ব্যাপারে উলামায়ে ইযামের মধ্যে মতানৈক্য আছে। শারেহ নওয়াযী (রহ.) বলেন, স্বামী-স্ত্রীর সন্তুষ্টিতে নির্ধারিত দেনমোহর কম হউক বা বেশী সবই জারিয়। কেননা, লোহার আংটি খুবই সামান্য বস্তু। ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে ক্রয়-বিক্রয়ে যাহা মূল্য হইতে পারে উহা মোহরও হইতে পারে। তাহার মতে মোহর নির্ধারণ ক্রয়-বিক্রয়ের মূল্য নির্ধারণের মতই। ক্রেতা-বিক্রেতা সন্তুষ্টিতে মূল্য যাহা নির্ধারণ করিবে তাহাই মূল্য হিসাবে গণ্য হয় তদ্রূপ দেনমোহর স্ত্রীর হক। তাই স্ত্রী যেই পরিমাণেই সন্তুষ্ট হইবে উহাই মোহর হইবে।

ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে দেনমোহর সর্বনিম্ন পরিমাণ হইল এক দীনারের এক চতুর্থাংশ তথা তিন দিরহাম।

ইমাম আবু হানীফা (রহ.) বলেন, দেনমোহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ দশ দিরহাম।

চোরের হাত কাটার নিসাবের মতানৈক্যের অনুরূপ দেনমোহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ নির্ধারণের ব্যাপারে মতানৈক্য রহিয়াছে।

হানাফীগণের দলীল : ইবন আবু হাতিম (রহ.) বলেন, আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমর বিন আবদুল্লাহ আল আওদী (রহ.) তিনি ... কাসিম বিন মুহাম্মদ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি জারির (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি : لامهر اقل من عشرة (দশ দিরহামের কম কোন মোহর নাই) হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, এই হাদীছের সনদ হাসান।

দারু কুতনী (রহ.) ‘সুনান’ গ্রন্থে দাউদ আল-আওদী (রহ.) হইতে, তিনি শা’বী (রহ.) হইতে, তিনি আলী (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন, قال لا تقطع اليد في اقل من عشرة دراهم ولا يكون المهر اقل من عشرة دراهم (দশ দিরহামের কমে চোরের হাত কাটা যাইবে না এবং দশ দিরহামের কমে দেনমোহর হইবে না)।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর দলীলের জবাব : (১) ক্রয়-বিক্রয় এবং বিবাহের অবস্থা এক নহে। মোহর দ্বারা স্থানের মর্যাদা প্রকাশ করা উদ্দেশ্য। ক্রয়-বিক্রয়ে মূল্য নির্ধারণে মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করা হয় না। কাজেই মোহর নির্ধারণ ক্রয়-বিক্রয়ে মূল্য নির্ধারণের মত নহে। সুতরাং তাহার অভিমত বর্জিত। (২) সম্ভবতঃ এই পরিমাণ মোহরানা দ্বারা সেই ব্যক্তির জন্য খাস ছিল, অন্যের জন্য নহে। (৩) এই সম্ভাবনাও রহিয়াছে যে, উহার মূল্য তখনকার সময়ে মালেকী মতে তিন দিরহাম বা একদীনারের এক চতুর্থাংশ ছিল। আর হানাফীগণের মতে দশ দিরহাম ছিল।

হাকিম ও তিবরানী গ্রন্থে ছাওরী (রহ.) হইতে তিনি আবু হাযিম (রহ.) হইতে, তিনি সাহল বিন সা'দ (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, **ان النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا بخت من حديد فصه فصه** (নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে রূপা দিয়া পেঁচানো লোহার আংটির বিনিময়ে বিবাহ দেন)। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। - (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৮১)

فَقَدْ مَنَّكَهَا (আমি এই মহিলাকে তোমার অধিকারে দিয়া দিলাম)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, প্রধান নুসখায় অনুরূপই রহিয়াছে। কাযী ইয়ায (রহ.) অনুরূপই নকল করিয়াছেন। তবে অধিকাংশের রিওয়াযতে **مَنَّكَهَا** রহিয়াছে। **مَنَّكَهَا** শব্দটির **م** বর্ণে পেশ **ل** বর্ণে তাশদীদসহ যের দ্বারা **مَالٍ مِّسْمَاعِلُهُ** রূপে পঠিত। আর কতক নুসখায় **مَنَّكَهَا** দুই **ك** সহ (আমি তাহাকে তোমার অধিকারে দিলাম)। যেমন ইমাম বুখারী (রহ.) রিওয়াযত করিয়াছেন, অন্য রিওয়াযতে আছে **رَوَّجْتُكَهَا** (আমি তাহাকে তোমার বিবাহে দিয়া দিলাম)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা প্রমাণ পেশ করিয়া বলা হইয়াছে যে, **نَزَّوِيَج** ও **نَكَاح** শব্দ ছাড়াও আকদ সুদৃঢ় করা জাযিয়। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ও মালিকীগণের মধ্যে ইবন দীনার (রহ.) বলেন, এতদুভয় শব্দ ব্যতীত অন্য কোন শব্দ দ্বারা আকদ সংঘটিত হইবে না। আর মালিকীগণের প্রসিদ্ধ অভিমত হইতেছে যে, সেই সকল শব্দ দ্বারাও আকদ সংঘটিত হয় যাহাতে নিকাহের উদ্দেশ্যে কিংবা দেনমোহর উল্লেখ করায় মিলিত করা, একত্রিত করা, একত্রে বাঁধা-এর অর্থ প্রকাশ করে। যেমন **التَّمْلِيك**, **الهَبَة**, **الْصَّدَقَة**, **الْوَصِيَّة** দ্বারা আকদ সহীহ হয় না।

হানাফীগণের মতেও যেই সকল শব্দাবলী দ্বারা স্থায়ী মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় এমন শব্দাবলীর দ্বারা বিবাহ প্রতিষ্ঠিত হইবে যেমন **التَّمْلِيك**, **الهَبَة** প্রভৃতি। আর যেই সকল শব্দ দ্বারা বস্তুর স্থায়ী মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় না যেমন **عَارَة**, **الْجَارَة** প্রভৃতি শব্দ দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হয় না।

যেমন আলোচ্য হাদীছে নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন **مَنَّكَهَا** (আমি তাহাকে তোমার অধিকারে দিয়া দিলাম)। কিন্তু হাদীছখানা **رَوَّجْتُكَهَا** (আমি তাহাকে তোমার বিবাহে দিয়া দিলাম)। শব্দেও বর্ণিত হইয়াছে। আল্লামা ইবন দাকীকুল ঈদ (রহ.) বলেন, একই ঘটনায় বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, **نَزَّوِيَج** ও **نَكَاح** শব্দ ছাড়াও যেই সকল শব্দে বস্তুর স্থায়ী মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় সেই সকল শব্দ রূপকভাবে বিবাহের অর্থে ব্যবহৃত হয়। ফলে আকদ সংঘটিত হইবে। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। - (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৮১)

بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ (তোমাকে এই সকল সূরার কারণে ...)। শায়খ বদরুদ্দীন আইনী (রহ.) বলেন, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (রহ.) আলোচ্য হাদীছের প্রকাশ্য অর্থ তথা তাহার উল্লিখিত সূরাগুলির বিনিময়ে বিবাহ জাযিয়। সে তাহাকে সূরাগুলি শিক্ষা দিয়া দিবে। ইমাম তিরমিযী (রহ.) উল্লিখিত হাদীছের পরে বলেন, ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এই হাদীছের ভিত্তিতে বলেন, যাহার কাছে জ্বীর মোহরানা দেওয়ার মত কিছু নাই। তাহার জ্বাত কিছু সূরার বিনিময়ে বিবাহ দিলে সেই নিকাহ জাযিয়। পরে সূরাগুলি তাহার জ্বীকে শিক্ষা দিয়া দিবে।

আর কতক বিশেষজ্ঞ বলেন, নিকাহ জাযিয় হইবে বটে, তবে মোহরে মিছিল ওয়াজিব হইবে। ইহা আহলে কুফা, ইমাম আহমদ ও ইমাম ইসহাক (রহ.)-এর অভিমত। 'ফতহুল মুলহিম' গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, আমি বলিতেছি যে, ইহা ইমাম লায়ছ বিন সা'দ, ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসূফ, মুহাম্মদ, মালিক এবং ইমাম আহমদ (রহ.)-এর দুই অভিমতের সহীহ অভিমত।

আল্লামা ইবনুজ জাওয়ী (রহ.) বলেন, এই হাদীছ প্রমাণ যে, তা'লীমুল কুরআনকে দেনমোহর হিসাবে নির্ধারণ করা জাযিয়। ইহা ইমাম আহমদ (রহ.)-এর দুই অভিমতের এক অভিমত। দ্বিতীয় অভিমতে জাযিয়

নাই। আর এই লোকটির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে জাযিয় হইয়াছে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ *قَدْ مَكَرْتُهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ* (তোমাকে কুরআন মজীদে এই সকল সূরার কারণে এই মহিলাকে তোমার অধিকারে দিয়া দিলাম)কে যদি প্রকাশ্যের উপর প্রয়োগ করা হয় তাহা হইলে লোকটির সূরা জানা থাকার কারণে মহিলাকে বিবাহ দিয়া দিলেন, মহিলাকে সূরাগুলি তা'লীম দেওয়ার বিনিময়ে নহে। আর সর্বসম্মত মতে কাহারও কুরআন মজীদে সূরা জানা থাকাকে দেনমোহর হিসাবে গণ্য করা জাযিয় নাই।

আল্লামা তহাভী ও দাউদী (রহ.) প্রমুখ বলেন, মোহর বিহীন বিবাহ উক্ত লোকটির সহিত নির্দিষ্ট।

সাদ্দ বিন মনসুর (রহ.) মুরসালরূপে আবু নো'মান আল-আযদী (রহ.) হইতে রিওয়ায়ত করেন, তিনি বলেন, *زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة على سورة من القرآن وقال لا تكون لاحد بعدك مهرا* (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মহিলাকে কুরআন মজীদে সূরা জানা থাকার কারণে এক ব্যক্তির কাছে বিবাহ দিয়াছিলেন। রাবী বলেন, পরবর্তীতে কাহারও জন্য ইহা মোহর হিসাবে গণ্য হইবে না)।

আবু দাউদ শরীফে মাকহুল (রহ.) সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, *ليس هذا لاحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم* (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর আর কাহারও জন্য ইহা বৈধ নহে)। আবু আওয়ানা (রহ.) ও লায়ছ বিন সা'দ (রহ.) সূত্রে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৮২-৪৮৩ সংক্ষিপ্ত)

(৩৩৭৭) *وَحَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الدَّرَاوَزِيِّ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ زَائِدَةَ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ زَائِدَةَ قَالَ "اُنْطَلِقُ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا فَعَلَيْنَاهَا مِنَ الْقُرْآنِ".*

(৩৩৭৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন খালফ বিন হিশাম (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবু বকর বিন আবু শায়বা (রহ.) তাহারা ... আবু হাযিম (রহ.)-এর সূত্রে সাহল বিন সা'দ (রাযিঃ) হইতে কতক রাবী কতক রাবী হইতে কিছু অতিরিক্ত রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে যায়িদা (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে, “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তুমি যাও আমি তোমার সহিত এই মহিলাকে বিবাহ দিলাম। কাজেই তুমি তাহাকে কুরআন শিক্ষা দাও।”

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا (আমি তোমার সহিত এই মহিলাকে বিবাহ দিলাম)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কোন মহিলার নির্দিষ্ট অভিভাবক না থাকিলে ইমামের জন্য জাযিয় আছে যে, তাহাকে কুফু মুতাবিক বিবাহ দিয়া দিবে। তবে এই ব্যাপারে মহিলার সম্ভৃতি জরুরী। আল্লামা দাউদী (রহ.) বলেন, হাদীছ শরীফে মহিলা কর্তৃক উকিল নিয়োগ কিংবা অনুমতির কথা নাই। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুমিনগণের অভিভাবক। যেমন কুরআন মজীদে ইরশাদ হইয়াছে *أَلَيْسَ أُولَىٰ بِأَلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ* (নবী মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ- সূরা আহযাব ৬) কাজেই ইহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য খাস। তিনি যে কোন মুমিনা মহিলাকে তাহার অনুমতি ব্যতীত বিবাহ দিতে পারেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(ফত: মুল: ৩ঃ৪৮৪)

(৩৩৭৮) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسَمَةَ بْنِ الْهَادِ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْكَلْبِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ صَدَاقُهُ لَأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أَوْ قِيَّةً وَنَشَأَ. قَالَتْ أَتَدْرِي مَا النَّشْ قَالَ قُلْتُ لَا. قَالَتْ نَصْفُ أَوْ قِيَّةٍ. فَتِلْكَ خَمْسِيَّةٌ دَرَاهِمٍ فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَزْوَاجِهِ.

(৩৩৭৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন আবু উমর আল-মক্কী (রহ.) তাহারা ... আবু সালামা বিন আবদুর রহমান (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী হযরত আয়িশা (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিবাহে দেনমোহর কত ছিল। তিনি (জবাবে) বলিলেন, তাঁহার সহধর্মিণীগণের দেনমোহর ছিল বার উকিয়া ও এক নাশ্। তিনি বলিলেন, তুমি কি জান নাশ্ কী? রাবী বলেন, আমি (জবাবে) বলিলাম না। তিনি বলিলেন, অর্ধ উকিয়া (বিশ দিরহাম)। কাজেই সর্বমোট হইল পাঁচশত দিরহাম। আর ইহা ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর (অধিকাংশ) সহধর্মিণীগণের দেনমোহর।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَوْ قِيَّةً (বার উকিয়া)। ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أَوْ قِيَّةً (বার উকিয়া)। শব্দটির حمزة বর্ণে পেশ ৫ বর্ণে তাশদীদসহ পঠিত। উকিয়া দ্বারা হিজায়ী উকিয়া মর্ম। যাহা চল্লিশ দিরহামে এক উকিয়া।-(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৮৪)

نَشَأَ শব্দটির ن বর্ণে যবর শ বর্ণে তাশদীদসহ পঠিত। অর্থ অর্ধ উকিয়া।-(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৮৪)

فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (আর ইহা ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রদত্ত দেনমোহর)। শারেহ নওয়াযী (রহ.) বলেন, আমাদের আসহাব এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণ পেশ করিয়া বলেন, বিবাহে পাঁচশত দিরহাম দেনমোহর নির্ধারণ করা মুস্তাহাব। অর্থাৎ যে এই পরিমাণ দেনমোহর পরিশোধ করিতে সক্ষম। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী হযরত উম্মু হাবীবা (রাযিঃ)-এর মোহরানা তো চার হাজার দিরহাম কিংবা চার শত দীনার ছিল। উত্তর এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে এই পরিমাণ মোহর প্রদান করেন নাই; বরং নাজ্জাশী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মানার্থে এই পরিমাণ দেনমোহর নিজের সম্পদ হইতে স্বেচ্ছায় অনুদান হিসাবে পরিশোধ করিয়াছিলেন। আল্লাহ সুবহানাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ।-(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৮৪)

لَأَزْوَاجِهِ (তাঁহার সহধর্মিণীগণের জন্য)। আল্লামা শাওকানী (রহ.) বলেন, বাহ্যিকভাবে বুঝা যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সকল সহধর্মিণীগণের মোহরানা এই (পাঁচ শত দিরহাম) পরিমাণ ছিল। কিন্তু বস্তৃতভাবে অনুরূপ নহে; বরং ইহা অধিকাংশের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হইবে। কেননা, উম্মু হাবীবা (রাযিঃ)-এর মোহর চার হাজার দিরহাম কিংবা চার শত দীনার ছিল যাহা নাজ্জাশী নিজ সম্পদ হইতে স্বেচ্ছায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষে আদায় করিয়া দিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক ইবন ইসহাক (রহ.) আবু জা'ফর (রহ.) হইতে নকল করিয়া বলেন, اصدقها اربعمائة دينار (হযরত উম্মু হাবীবা (রাযিঃ)-এর মোহরানা চার শত দীনার)। হাকিম ইবন হাজার বলেন, সাফিয়া (রাযিঃ)-এর মোহরানা ছিল তাহাকে আযাদ করা। হযরত খাদীজা (রাযিঃ) ও জুয়াইরিয়া (রাযিঃ) এতদুভয়ের মোহরানা উক্ত পরিমাণ ছিল না।-(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৮৪)

(৩৩৭৯) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرُ صُفْرَةٍ فَقَالَ "مَا هَذَا". قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَرَنِ نَوَافٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ "فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلَمَ وَلَوْ بِشَاةٍ".

(৩৩৭৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া তামিমী, আবুর রবী' সুলায়মান বিন দাউদ আতাকী ও কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তাহারা ... আনাস বিন মালিক (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুর রহমান বিন আওফ (রাযিঃ)-এর কাপড়ে হলুদ রঙের চিহ্ন দেখিয়া ইরশাদ করিলেন, ইহা কী? তিনি আরয করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি এক নওয়াত ওয়নের সোনার দেনমোহরে এক মহিলাকে বিবাহ করিয়াছি। তিনি ইরশাদ করিলেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে বরকত দান করুন, তুমি ওলীমা কর, যদিও একটি বকরী দ্বারা হউক।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَثَرُ صُفْرَةٍ (হলুদ রঙের চিহ্ন)। অর্থাৎ বিবাহোৎসবে ব্যবহৃত সুরভি। আর সহীহ বুখারী শরীফের রিওয়ায়েতে আছে (জাফরান ও হলুদ রঙে মাখানো) وَضُرَ وَضُرَ শব্দটির বর্ণে যবর এবং ض দ্বারা পঠিত। উহা হইতেছে خُلُق (জাফরান ও অন্যান্য উপাদান দ্বারা তৈরী সুগন্ধি বিশেষ) মাখানো কিংবা রঙযুক্ত সুবাস। যেমন কতক রিওয়ায়েতে স্পষ্টভাবে أَثَرُ زَعْفَرَانٍ (জাফরানের চিহ্ন) বর্ণিত হইয়াছে। তবে যদি প্রশ্ন করা হয়, হাদীছ শরীফে পুরুষদের জন্য জাফরান রঙ ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হইয়াছে। কাজেই এতদুভয়ের মধ্যে সমন্বয় কি? জবাবে বলিব, সামান্য ছিল, তাই তিনি প্রত্যাখান করেন নাই। কেহ বলেন, অনিচ্ছাকৃতভাবে স্ত্রীর কাপড়ের সম্পৃক্ততায় লাগিয়াছিল। কেহ বলেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে বিবাহোৎসবে নবদুলার জন্য রঙিন কাপড় পরিধান করা জাযিয় ছিল। কেহ বলেন, এই কাপড়টি দুলহন পরিধান করিয়াছিল। হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, রঙসমূহের মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর রঙ হলুদ রঙ। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে ইরশাদ করেন : صُفْرَاءُ فَاقْبَلُوهَا تَسْرُّنَ الظُّرَيْنِ : (গাঢ় পীতবর্ণের- যা দর্শকদের চমৎকৃত করিবে- সূরা বাকারাহ ৬৯) তিনি বলেন, হলুদ বস্ত্র আনন্দের সহচর। হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ)কে যখন হলুদ রঙে কাপড় রঙানো বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। তিনি (জবাবে) বলেন, رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْبِغُ فَنَا أَصْبِغُ بِهَا (আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই রঙে কাপড় রঙাইতে দেখিয়াছি। তাই আমি এই রঙে রঙ করি এবং ইহাকে আমি পছন্দ করি)।

আল্লামা আবু উবায়দ (রহ.) বলেন, তাহারা যুবকের জন্য বিবাহের দিনগুলিতে ইহার অনুমতি দিতেন। আর কেহ বলেন, সম্ভবতঃ ইহা তাহার কাপড়ে ছিল, শরীরে নহে। ইমাম মালিক (রহ.)-এর মাযহাবে ইহা জাযিয়। যেমন তাহার শহরের আলিমগণ নকল করিয়াছে। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আবু হানীফা (রহ.) বলেন, ইহা পুরুষের জন্য জাযিয় নাই। (উমদাতুল কারী) -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৮৪)

مَا هَذَا (ইহা কী)? ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, (এক) ইমাম ও নেতাগণের জন্য নিজ সঙ্গী ও অনুসারীগণের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা চাই। বিশেষভাবে তাহাদের মধ্যে যখন কোন আমল ব্যতিক্রম প্রত্যক্ষ করিবেন। (খুলু) (জাফরান ও অন্যান্য উপাদান দ্বারা তৈরী সুগন্ধি বিশেষ) এবং নববিবাহের অন্যান্য চিহ্নসহ নতুন দুলা বাহির হওয়া জাযিয় আছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৮৪)

عَلَى وَرَنِ نَوَافٍ مِنْ ذَهَبٍ (এক নওয়াত ওয়নের সোনার দেনমোহরে ...) মিরকাত গ্রন্থে আছে, কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, نَوَافٍ (নওয়াত) হইল পাঁচ দিরহামের নাম। যেমন, বিশ দিরহামের নাম نَشْ (নশ)। আর وَقِيَّة (উকিয়া) হইল চল্লিশ দিরহামের নাম। আর কেহ বলেন, نَوَافٍ দ্বারা نَوَافِة النَّمَر (খেজুরের আঁটি) মর্ম। দ্বিতীয় অর্থটি স্পষ্ট। কেননা তিনি সোনার

সহিত পরিমাণ উল্লেখ করিয়াছেন। আর উহা হইতেছে প্রায় এক মিছকালের ছয়ভাগের এক অংশ। আর কতক আঁটি পাওয়া যায় যাহা এক মিছকালের এক চতুর্থাংশ কিংবা ইহার হইতে কম। ইহার মূল্য দশ দিরহামের সমান। আর প্রথম মর্মের ভিত্তিতে সোনার ওয়নে পাঁচ দিরহাম পরিমাণের উপরও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। আল্লাহ সুবহানাছ তা'আলা সর্বজ্ঞ। - (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৮৪)

فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ (আল্লাহ তা'আলা তোমাকে বরকত দান করুন)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বিবাহিতের জন্য বরকতের দু'আ করা মুস্তাহাব। ইহা শরীআত সম্মত। নিঃসন্দেহে ইহা এমন একটি সর্বব্যাপী শব্দ যাহার মধ্যে প্রত্যেক উদ্দেশ্য যেমন সন্তান-সন্ততি ও অন্যান্য সকল প্রকার কল্যাণই নিহিত রহিয়াছে। - (ফ মু ৩ঃ৪৮৫)

أُولُو (তুমি ওলীমা কর)। শারেহ নওয়াজী (রহ.) বলেন, অভিধানবিদ ও ফিকহবিদ প্রমুখ বলেন, ওলীমা হইল বিবাহের তৈরী ভোজ। ইহা হইতে নিঃসৃত যাহার অর্থ الجمع (জমাকরণ, একত্রকরণ)। কেননা ইহাতে স্বামী-স্ত্রীর মিলন হয়। আমাদের আসহাব ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ বলেন, ضيافة (আপ্যায়ন) আট প্রকার। (১) وليمة (ওলীমা) বিবাহের ভোজ। (২) خرس (খুরস) প্রসূতির খাবার। (৩) اعدار (ই'যার) খাৎনা উপলক্ষে ভোজ। (৪) وكيرة (ওকীর) ভবনের ভিত্তি উপলক্ষে ভোজ। (৫) نقيعة (নকীআহ) মুসাফিরের আগমনে ভোজ। (৬) عقيقة (আকীকাহ) নবজাতকের ৭ম দিনের ভোজ। (৭) وضيمة (ওযীমাহ) মুসীবতের সময়ে তৈরী খাবার। (৮) مأدبة (মাদুবাহ, মাদাবাহ) কোন কারণ ব্যতীত মেহমানদারির উদ্দেশ্যে তৈরী ভোজ। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, তাঁহার একটি ভোজের উল্লেখ বাদ দিয়াছেন। উহা হইল جذاق (হিয়াক) শিশুর কুরআন মজীদ খতম উপলক্ষে তৈরী ভোজ।

আলোচ্য হাদীছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুর রহমান বিন আওফ (রাযিঃ) ওলীমা করার নির্দেশ দিয়াছেন। আল্লামা তাবরানী (রহ.) 'আল-আওসাত' গ্রন্থে হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে মারফু হাদীছ নকল করিয়াছেন : الوليمة حق وسنة فمن دعى فلم يجب فقد عصى : (ওলীমা হক ও সুন্নত। কাজেই যাহাকে দাওয়াত দেওয়া হইবে সে যদি উপস্থিত না হয় তবে গুনাহগার হইবে)। আল্লামা ইবন বাত্তাল (রহ.) বলেন, الوليمة حق (ওলীমা হক) অর্থাৎ অকেজো নহে; বরং ইহার আহ্বানে সাড়া দেওয়া মুস্তাহাব। ইহা ফযীলতপূর্ণ সুন্নত। এই স্থলে حق (হক) দ্বারা وجوب (ওয়াজিব) মর্ম নহে। অতঃপর তিনি বলেন, ওলীমাকে কেহ ওয়াজিব বলিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই।

শাফেয়ী মতাবলম্বীগণের কতক বলেন, ওলীমা ওয়াজিব। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুর রহমান বিন আওফ (রাযিঃ)কে ওলীমা করার নির্দেশ দিয়াছেন। তাহা ছাড়া ওলীমার দাওয়াত গ্রহণ করা ওয়াজিব। ফলে ওলীমা করা ওয়াজিব। ইহার জবাব দেওয়া হইবে যে, ওলীমা হইল আনন্দ উৎসবের ভোজ। কাজেই ইহা অন্যান্য ভোজেরই অনুরূপ। আর আমাদের উল্লিখিত দলীলের ভিত্তিতে امر (নির্দেশ) استحباب (মুস্তাহাব হওয়া)-এর উপর প্রয়োগ হইবে।

ওলীমার ভোজ কত দিন হইবে এই ব্যাপারে সালাফি সালিহীনের মধ্যে মতপার্থক্য হইয়াছে। এক জামাআত বিশেষজ্ঞ বলেন, দুই দিনের বেশী ওলীমার ভোজ মাকরুহ। আর এক জামাআত বিশেষজ্ঞ মাকরুহ মনে করেন না। ইমাম মালিক (রহ.)-এর শিষ্যগণ বলেন, ধনী ব্যক্তির জন্য এক সপ্তাহ পর্যন্ত ওলীমার ভোজ করানো মুস্তাহাব। মুত্তা আলী কারী (রহ.) বলেন, মুখতার (নির্বাচিত মত) হইতেছে যে, স্বামীর আর্থিক অবস্থার প্রেক্ষিতে ওলীমার পরিমাণ নির্ধারিত হইবে। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। - (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৮৫)

وَنُؤْيَا (যদিও একটি বকরী দ্বারা হয়)। শব্দ অল্প বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা দ্বারা ধনী ব্যক্তির জন্য কমপক্ষে একটি বকরী দ্বারা ওলীমা করার উপর প্রমাণ পেশ করা হইয়াছে। কিন্তু সর্বনিম্ন একটি বকরী দ্বারা ওলীমা করার উপর প্রমাণ দেওয়া যায় না। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতক সহধর্মিণীর ক্ষেত্রে ইহার কমেও ওলীমা করিয়াছেন। আল্লামা বায়হাকী (রহ.) ইমাম শাফেয়ী (রহ.) হইতে নকল করেন, তিনি বলেন, আবদুর রহমান বিন আওফ (রাযিঃ) ব্যতীত আর কাহাকেও ওলীমা করার নির্দেশ দিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। আবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও ওলীমা তরক করিয়াছেন বলিয়াও আমার জানা নাই। ইহা দ্বারা নির্ভরযোগ্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, ওলীমা বাধ্যতামূলক নহে। হাদীছের বাচনভঙ্গি দ্বারা বুঝা যায় সচ্ছল ব্যক্তি একের অধিক বকরী দ্বারাও ওলীমা করিতে

পারে। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, বেশীর কোন সীমা নাই। সর্বনিম্ন অনুরূপই। যতখানি তাহার জন্য সহজ হয় ততখানি যথেষ্ট। স্বামীর আর্থিক সক্ষমতার ভিত্তিতে করাই মুত্তাহাব। আর ধনী স্বামীর জন্য একের অধিক বকরী দ্বারা ওলীমা করাও সহজ হয়। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। - (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৮৬)

(৩৩৮০) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أُولِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ".

(৩৩৮০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন উবায়দ গুবারী (রহ.) ... আনাস বিন মালিক (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুর রহমান বিন আওফ (রাযিঃ) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে এক নওয়াত ওয়নের সোনার দেনমোহরে বিবাহ করেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, তুমি ওলীমা কর। যদিও একটি বকরী দ্বারা হয়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ : (৩৩৭৯ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

(৩৩৮১) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَكَيْمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ "أُولِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ".

(৩৩৮১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুর রহমান বিন আওফ (রাযিঃ) এক নওয়াত ওয়নের সোনার দেনমোহরে এক মহিলাকে বিবাহ করেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, তুমি ওলীমা কর। যদিও একটি বকরী দিয়া হয়।

(৩৩৮২) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَافِعٍ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حِرَاشٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حُمَيْدٍ بِهِذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً.

(৩৩৮২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুহান্না (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন রাফি' ও হারুন বিন আবদুল্লাহ (রহ.) তাহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আহমদ বিন খারাম (রহ.) তাহারা ... হুমায়দ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে রাবী ওয়াহব (রহ.) বর্ণিত হাদীছে আছে, তিনি বলেন, আবদুর রহমান (রাযিঃ) বলিলেন, আমি এক মহিলাকে বিবাহ করিয়াছি।

(৩৩৮৩) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ قَدَامَةَ قَالَا أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى بِشَاشَةِ الْعُرْسِ فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ "كَمْ أَصْدَقْتُهَا". فَقُلْتُ نَوَاقٍ وَفِي حَدِيثِ إِسْحَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ.

(৩৩৮৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম ও মুহাম্মদ বিন কুদামা (রহ.) তাহারা ... আবদুল আযীয বিন সুহায়ব (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّي لَأَرَى بَيَاضَ فَخِذِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ
خَرِبْتُ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ {فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ} قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ وَقَدْ خَرَجَ
النَّوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ وَاللَّهِ

قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا مُحَمَّدٌ وَالْخَبِيرُ قَالَ وَأَصْبَنَاهَا عَنُوءَةً وَجُمِعَ السَّبِيُّ
فَجَاءَهُ دَحِيَّةٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِنِي جَارِيَةً مِنَ السَّبِيِّ فَقَالَ أَذْهَبُ فَخُذْ جَارِيَةً فَأَخَذَ صَفِيَّةَ بِنْتُ
حُبَيْبٍ فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَعْطَيْتَ دَحِيَّةَ صَفِيَّةَ بِنْتُ حُبَيْبٍ
سَيِّدَ قَرْيَظَةَ وَالنَّصِيرِ مَا تَصْلُحُ إِلَّا لَكَ قَالَ أَدْعُوهُ بِهَا قَالَ فَجَاءَ بِهَا فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّبِيِّ غَيْرَهَا قَالَ وَأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ يَا أَبَا حَمْرَةَ
مَا أَصْدَقَهَا قَالَ نَفْسَهَا أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ جَهَّزْتُهَا لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ فَأَهْدَتْهَا لَهُ مِنْ
اللَّيْلِ فَأَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوسًا فَقَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَجِئْ بِهِ قَالَ وَبَسَطَ
يَنْطَعًا قَالَ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالْأَقِطِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالثَّمْرِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالسِّنَنِ
فَحَاسُوا حَيْسًا فَكَانَتْ وَلِيَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(৩৩৮৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.)
তিনি ... আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বর যুদ্ধে বাহির
হইয়াছিলেন। সেই স্থানে আমরা খুব ভোরে ফজরের নামায আদায় করিলাম, অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম সওয়ার হইলেন। আবু তালহা (রাযিঃ)ও সওয়ার হইলেন। আর আমি আবু তালহা (রাযিঃ)-এর
পিছনে বসা ছিলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার সওয়ারীকে খায়বরের পথে চালিত করিলেন।
আমার হাঁটু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উরুতে স্পর্শ করিতেছিল। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম-এর উরু হইতে ইয়ার সরিয়া যাইতেছিল। এমনকি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উরুর
উজ্জ্বলতা যেন এখনও আমি প্রত্যক্ষ করিতেছি। তিনি যখন নগরে প্রবেশ করিলেন তখন বলিলেন, আল্লাহ
আকবর! খায়বর ধ্বংস হউক। আমরা যখন কোন সম্প্রদায়ের প্রাঙ্গণে অবতরণ করি তখন সতর্কীকৃতদের ভোর
হইবে কতই না মন্দভাবে। এই কথা তিনি তিনবার উচ্চারণ করিলেন। রাবী আনাস (রহ.) বলেন, খায়বরের
অধিবাসীরা নিজেদের কাজে বাহির হইতেছিল। তাহারা বলিয়া উঠিল, আল্লাহর কসম! মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।

রাবী আবদুল আযীয (রহ.) বলেন, আমাদের কোন কোন আসহাব “মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম) পূর্ণ বাহিনীসহ (আসিয়াছেন)” বলিয়াছেন। অতঃপর যুদ্ধের মাধ্যমে আমরা খায়বর জয় করিলাম।
তখন যুদ্ধ বন্দীদের সমবেত করা হইল। দিহইয়া (রাযিঃ) আসিয়া আরম্ভ করিলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! বন্দীদের
হইতে আমাকে একটি দাসী দিন। তিনি বলিলেন : যাও, তুমি একটি দাসী নিয়া নাও। তিনি সাফিয়া বিন্ত
হুয়াই (রাযিঃ)কে নিলেন। তখন এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিয়া বলিলেন, ইয়া
নাবীআল্লাহ! বনু কুরাইযা ও বনু নযীরের অন্যতম নেত্রী সাফিয়া বিনত হুয়াইকে আপনি দিহইয়া (রাযিঃ)কে
দিতেছেন? তিনি তো একমাত্র আপনারই যোগ্য। তিনি বলিলেন, দিহইয়াকে সাফিয়াসহ ডাকিয়া আন। তিনি
সাফিয়াসহ হাযির হইলেন। যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফিয়া (রাযিঃ)কে দেখিলেন তখন
(দিহইয়াকে) বলিলেন : তুমি বন্দীদের হইতে অন্য একটি দাসী দেখিয়া নাও। রাবী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফিয়া (রাযিঃ)কে আযাদ করিয়া দিলেন এবং তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। রাবী সাবিত

(রহ.) আবু হামযা (আনাস (রাযিঃ)-এর কুনিয়াত)কে জিজ্ঞাসা করিলেন : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে কি মোহর দিলেন : তিনি (আনাস রাযিঃ) বলিলেন, তাঁহাকে আযাদ করাই তাঁহার মোহর। ইহার বিনিময়ে তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছেন। অতঃপর পথে উম্মু সুলায়ম (রাযিঃ) সাফিয়া (রাযিঃ)কে সাজাইয়া রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য বাসর ঘরে দিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাসর রাত্রি যাপন করিয়া ভোরে উঠিলেন। তিনি ঘোষণা দিলেন : যাহার কাছে খাবারের কিছু থাকে সে যেন উহা নিয়া আসে। এই বলিয়া তিনি একটা চামড়ার বড় দস্তরখান বিছাইলেন। রাবী বলেন, ফলে কেহ পনীর নিয়া আসিল, কেহ খেজুর ও কেহ ঘি নিয়া আসিল। তারপর তাহারা এইগুলি মিশাইয়া হায়স (খাবার) তৈরী করিলেন। ইহাই ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওলীমা।

ব্যাক্য বিশ্লেষণ

غَزَاخَيْبَر (খায়বার যুদ্ধে) অর্থাৎ, খায়বর নামক শহরে অনুষ্ঠিত যুদ্ধে। ইয়াহুদী অভিধানে خَيْبَر (খায়বর) শব্দটি حصن (দুর্গ, কেল্লা, সুরক্ষা) অর্থে ব্যবহৃত। বনু ইসরাঈলের ‘খায়বর’ নামে এক ব্যক্তি সর্বপ্রথম এই স্থানে বসতি স্থাপন করায় তাহার নামে ‘খায়বর’ নামকরণ করা হইয়াছে। খায়বর শহরটি মদীনা মুনাওয়ারা হইতে উত্তর-পূর্ব দিকে ছয় মারহালা দূরত্বে অবস্থিত। খায়বরে প্রচুর খেজুর গাছ ছিল। ইসলামের সূচনায় তথায় বনু কুরায়যা ও বনু নযীরের বাড়ী-ঘর ছিল। (উমদাতুল কারী) -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৮৬)

فِي زُقَاتٍ خَيْبَر (খায়বরের গলি পথে)। زُقَاتٍ শব্দটির ২ বর্ণে পেশ এবং দুই ۞ বর্ণে পঠিত। ইহা سَكَّة (সংকীর্ণ রাস্তা, সরুপথ, গলি)-এর অর্থে ব্যবহৃত। زُقَاتٍ শব্দটি পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়। ইহার বহুবচন اَزْقَاتٌ এবং زُقَاتَانِ আসে। زُقَاتٍ শব্দটির ২ বর্ণে পেশ ۞ বর্ণে তাশদীদসহ পরে ۞ বর্ণ দ্বারা পঠিত। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৮৭)

وَانْحَسَرَ الْإِزَارُ (লুঙ্গি সরিয়া যাইতেছিল)। সহীহ মুসলিম শরীফের রিওয়ায়েতে اِنْحَسَرَ (প্রকাশ পাওয়া, অনাবৃত হওয়া, সরিয়া যাওয়া, উধাও হওয়া) বর্ণিত হইয়াছে। আর সহীহ বুখারী শরীফে ইয়াকুব বিন ইবরাহীম (রহ.)-এর সূত্রে ইসমাঈল বিন উলাইয়া (রহ.) হইতে বর্ণিত হইয়াছে : ثُمَّ حَسَرَ الْإِزَارَ عَنْ فُخْذِهِ (অতঃপর তাঁহার মুবারক উরু হইতে লুঙ্গি সরিয়া যাইতেছিল)। আব্দামা আইনী (রহ.) বলেন, حَسَرَ শব্দ مجهول -এর সীগায় পঠিত। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইচ্ছাকৃত উরু হইতে লুঙ্গি অনাবৃত করেন নাই; বরং ভীড়ের কারণে কিংবা বীরত্বের সহিত দ্রুত পদচারণার কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উরু হইতে কখনও কখনও লুঙ্গি সরিয়া যাইতেছিল। কতক বিশেষজ্ঞ বলেন, সহীহ বুখারী রিওয়ায়েতে حَسَرَ শব্দটি প্রথম দুই বর্ণে যবর দ্বারা صِبْغَةُ الْفَاعِل (এ পঠিত। অতঃপর তাহারা দলীলরূপে সহীহ বুখারীর اِنْحَسَرَ الْإِزَارَ عَنْ فُخْذِهِ (উরু সম্পর্কে বর্ণনা) অনুচ্ছেদের প্রথমে তা’লীম হিসাবে বর্ণিত اِنْحَسَرَ (আনাস (রাযিঃ) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার উরু হইতে লুঙ্গি সরাইয়াছিলেন। -(সহীহ বুখারী ১ঃ৫৩)কে পেশ করেন।

ফতহুল মুলহিম গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, ইচ্ছাকৃত উরু অনাবৃত করার বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত সম্বন্ধ করা তাঁহার শানের খেলাফ। কেননা তিনি অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন: اِنْحَسَرَ الْإِزَارَ عَنْ فُخْذِهِ (উরু সতরের অন্তর্ভুক্ত)। অতঃপর তিনি বলেন, সম্ভবতঃ হযরত আনাস (রাযিঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উরু অনাবৃত দেখিয়া ধারণা করিয়াছিলেন যে, তিনি নিজেই অনাবৃত করিয়াছেন। তাই সেই হিসাবেই তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। অথচ বাস্তবে অনুরূপ নহে; বরং ভীড়ের কারণে কিংবা যুদ্ধের ময়দানে সদর্পে চলার কারণে তদ্রূপ হইয়াছিল।

উরু সতর কি না? এই ব্যাপারে উলামায়ে ইযামের মতানৈক্য আছে। একদল বিশেষজ্ঞ বলেন, উরু সতর নহে। তাঁহারা হইলেন, মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান বিন যিব, ইসমাঈল উলাইয়া, দাউদ যাহরী এবং ইমাম আহমদ (রহ.)-এর এক রিওয়ায়ত মতে। তাহাদের দলীল সহীহ বুখারী শরীফের হযরত আনাস বিন মালিক (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছ اِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا خَيْبَرَ وَفِيهِ ثُمَّ حَسَرَ الْإِزَارَ عَنْ فُخْذِهِ حَتَّى اِثْنَيْ اَنْظُرَ إِلَى بَيَاضِ فُخْذِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বর যুদ্ধ করিয়াছেন। আর এই হাদীছে রহিয়াছে : “অতঃপর

অপর একদল বিশেষজ্ঞ বলেন, উরু সতরের অন্তর্ভুক্ত। তাবেঈন ও তাবে তাবেঈনের মধ্যে জমহুরে উলামা তথা ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালিক,, শাফেয়ী, আহমদ, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ এবং যুফার বিন হুয়ায়ল (রহ.)। তাহাদের দলীল **أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اتَّخِذُوا عَوْرَةَ** (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, উরু সতরের অন্তর্ভুক্ত। আদ্বামা আইনী (রহ.) বলেন, হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণিত হাদীছের জবাব হইতেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উরু অনিচ্ছাকৃতভাবে অনাবৃত হইয়াছিল। আর ইহা ভিড়ের কারণে কিংবা সদর্পে দ্রুত চলার কারণে তাহা কখনও কখনও হইয়াছিল। আদ্বাহ সুবহানাছ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৮৮)

قَالَ عَبْدُ الْغَنِيِّ (রাবী আবদুল আযীয (রহ.) বলেন)। তিনি হইলেন আবদুল আযীয বিন সুহায়ব (রহ.)। হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে হাদীছ রিওয়ায়তকারীগণের একজন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৮৮)

عَنْوَ (যুদ্ধের মাধ্যমে)। عَنْوَ শব্দটির ع বর্ণে যবর পঠনে অর্থ القهر (পরাভূত করা, দমন করা, জোর করা, বাধ্য করা)। যেমন বলা হয় اخذته عنوة ای قهرا (আমি ইহা জোরপূর্বক অর্থাৎ বলপূর্বক কবজা করিয়াছি। আল্লামা আবু উমর (রহ.) বলেন, সহীহ হইতেছে যে, খায়বরের পূর্ণ অংশই যুদ্ধের মাধ্যমে বলপূর্বক জয় করা হইয়াছে। - (ফতহুল মুলাহিম ৩ঃ৪৮৮)

خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ غَيْرَهَا (তুমি বন্দীদের হইতে অন্য একটি দাসী দেখিয়া নাও)। অর্থাৎ সাফিয়া (রাযিঃ) ছাড়া। আত্মা কিরমানী (রহ.) বলেন, যদি প্রশ্ন কর। হেবা করার পর সাফিয়া (রাযিঃ)কে ফেরত নিলেন কিভাবে? উত্তরে বলিব, তখন হেবা পরিপূর্ণভাবে সম্পাদিত হয় নাই। কিংবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুমিনগণের পিতা। পিতা সন্তানদের কোন কিছু হেবা করার পর উহা ফেরৎ নেওয়া জায়গ। কিংবা তিনি দিহুইয়া (রাযিঃ) হইতে ক্রয় করিয়া নিয়াছিলেন।

সাফিয়া (রাযিঃ)কে দিহুইয়া (রাযিঃ) হইতে ফেরৎ নেওয়ার কারণ। যখন কেহ আপত্তি করিয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিলেন, আপনি সাফিয়াকে দিহুইয়ার অধীনে প্রদান করিয়াছেন। দিহুইয়া (রাযিঃ) তো সাফিয়ার উপযোগী নহে। কেননা সাফিয়া নবীর বংশের। তিনি হযরত মুসা (আঃ)-এর ভাই হারুন (আঃ)-এর পরবর্তী স্তরের সন্তান। অধিকন্তু তিনি বনু কুরায়যা ও বনু নযীরের সর্দারের কন্যা এবং অতীব সুন্দরী মেয়ে। কাজেই সাফিয়া কোন

অবস্থাতেই দিহুইয়ার উপযোগী হইবে না। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফিয়া (রাযিঃ)-এর বংশ মর্যাদা ও অন্যান্য দিক বিবেচনা করিয়া দেখিলেন। তাঁহাকে যদি দিহুইয়াকে দেওয়া হয় তাহা হইলে দিহুইয়ার সহিত তাহার সামঞ্জস্য হইবে না এবং অন্যান্য সাহাবাগণের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিতে পারে। এই সকল ফিৎনার আশংকায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফিয়াকে নিজের অধীনে নিলেন এবং আযাদ করিয়া বিবাহ করিলেন। আল্লাহ সুবহানাছ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৮৯)

سُئِلَ (সুলায়ম) শব্দটির س বর্ণে পেশ দ্বারা পঠিত। তিনি আনাস (রাযিঃ)-এর মা। অর্থাৎ উম্মু সুলায়ম (রাযিঃ) রীতি অনুযায়ী কনে সাফিয়াকে তাঁহার জন্য সুন্দর করিয়া সাজাইলেন। যাহার মধ্যে শরীআতের নিষিদ্ধ কর্ম তথা হাতে উলকি-চিহ্ন দেওয়া এবং সংযুক্ত করা প্রভৃতি কোন কিছু ছিল না। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৯১)

فَأُفْهِدَتْهَا لَهُ مِنَ اللَّيْلِ (অতঃপর রাত্রে তাঁহার জন্য সাফিয়াকে বাসর ঘরে দেন)। অর্থাৎ উম্মু সুলায়ম (রাযিঃ) সাফিয়াকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পাঠাইয়া দেন। আর ইহার অর্থ হইতেছে زَفَتْهَا (উম্মু সুলায়ম (রাযিঃ) কনেকে বরের কাছে পাঠাইলেন, বাসর ঘরে দিলেন)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৯১)

عَزُوسًا (বর হিসাবে)। عَزُوسًا শব্দটি فعول এর ওযনে বিবাহোৎসবের দিনগুলিতে বর-কনে উভয়ের ক্ষেত্রে সমভাবে ব্যবহার হয়। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৯১)

فَلْيَجِيءَ (উহা নিয়া যেন উপস্থিত হয়)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মহান (সমাজের প্রধান) ব্যক্তিকে তাঁহার সঙ্গী-সাথীগণের সহিত সাহসিকতাপূর্ণ আচরণ করা এবং এই ধরনের অনুষ্ঠানে তাহাদের হইতে খাদ্যসামগ্রী চাওয়া জাযিয। পাত্রের সঙ্গী-সাথীগণ তাহাদের কাছে খাদ্যসামগ্রী যাহা আছে উহা দ্বারা সামর্থ্যানুযায়ী সহযোগিতা করা মুস্তাহাব। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৯১)

وَبَسَطَ يَطْعًا (আর তিনি একটি চামড়ার বড় দস্তুরখান বিছাইলেন)। يَطْعًا শব্দটিতে চারটি পঠনপদ্ধতি রহিয়াছে। প্রসিদ্ধ হইতেছে ط বর্ণে যবর ও সাকিন-এর সহিত ن বর্ণে যবর এবং যেরসহ পঠন يَطْعًا-يَطْعًا-يَطْعًا পঠিত। অধিকতর শুদ্ধ পঠন ط বর্ণে যবরের সহিত ن বর্ণে যের দ্বারা يَطْعًا (চামড়ার মাদুর বিশেষ, চামড়ার বড় দস্তুরখান)। ইহার বহুবচন انطاع-انطاع ব্যবহৃত হয়। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৯১)

فَكَانَتْ وَلِيْمَةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ইহা ছিল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওলীমা)। অর্থাৎ তিনটি বস্ত্র দ্বারা তৈরী হায়স (খাবার)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ওলীমা যে কোন খাবার দ্বারা করা যায়। ইহার জন্য বকরী হওয়া জরুরী নহে। গোশত ব্যতীতও ওলীমার সুল্লত আদায় হইয়া যাইবে।

আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বরের জন্য বাসর উদযাপনের পরই ওলীমা করা সমীচীন। আল্লামা ছাওরী (রহ.) বলেন, বাসর উদযাপনের আগে ও পরে যে কোন সময় ওলীমা করা জাযিয। আমাদের হানাফীগণের প্রসিদ্ধ মতে ওলীমা সুল্লত। কেহ ওয়াজিব বলিয়াছেন। আর আমাদের হানাফীগণের মতে দাওয়াত কবুল করা সুল্লত চাই ওলীমা হউক কিংবা অন্য কোন আপ্যায়ন। ইহা ইমাম আহমদ ও ইমাম মালিক (রহ.)-এর এক অভিমত। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, ওলীমার দাওয়াত কবুল করা ওয়াজিব। ইহা ব্যতীত অন্যান্য আপ্যায়নের দাওয়াত কবুল করা মুস্তাহাব। ইহা ইমাম মালিক (রহ.)-এর এক অভিমত। -(ঐ)

(৩৩৮৭) وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ وَشُعَيْبُ بْنُ حَبَّابٍ عَنْ أَنَسٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْغُبَرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَنَسٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مَعَاذُ

بُنْ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبَابِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ وَعُمَرُ بْنُ سَعْدٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبَابِ عَنْ أَنَسٍ كُلُّهُمْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عَتَقَهَا صَدَاقَهَا وَفِي حَدِيثٍ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ تَزَوَّجَ صَفِيَّةَ وَأَصْدَقَهَا عَتَقَهَا.

(৩৩৮৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবুর রবী' যাহরানী (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন উবায় শুবারী (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তাহারা সকলেই ... আনাস (রাযিঃ)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, তিনি সাকিয়া (রাযিঃ)কে আযাদ করিলেন এবং তাহার আযাদ করাকেই তাহার মোহর হিসাবে গণ্য করেন। আর হযরত মু'আয (রাযিঃ) তাহার পিতা (জাবাল রাযিঃ)-এর সূত্রে রিওয়ায়ত করেন। “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাকিয়া (রাযিঃ)কে বিবাহ করেন এবং তাহার আযাদ করাকেই তাহার মোহর হিসাবে গণ্য করেন।”

(৩৩৮৮) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يُعْتَقُ جَارِيَتُهُ تَزَوُّجُهَا لَهُ أَجْرَانِ .

(৩৩৮৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবু মুসা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি তাহার দাসীকে আযাদ করার পর তাহাকে বিবাহ করে, তাহার জন্য দুই ছাওয়াব রহিয়াছে।

(৩৩৮৯) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنْتُ رَدَفَ أَبِي طَلْحَةَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَقَدِمَى تَمَسُّ قَدَمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَتَيْنَاهُمْ حِينَ بَرَعَتِ الشَّمْسُ وَقَدْ أَخْرَجُوا مَوَاشِيَهُمْ وَخَرَجُوا بِفُؤُوسِهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ وَمُزُورِهِمْ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَيْتُ خَيْبَرَ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قُؤُومٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ قَالَ وَهَزَمَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَوَقَعَتْ فِي سَهْمٍ دَحِيَّةٌ جَارِيَةٌ جَمِيلَةٌ فَاشْتَرَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعَةِ أَرُوسٍ ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ تَصْنَعُهَا لَهُ وَتَهَيِّئُهَا قَالَ وَأَخْسِبُهُ قَالَ وَتَعْتَدُ فِي بَيْتِهَا وَهِيَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حَيٍّ .

قَالَ وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيَمَتَهَا الثَّمَرُ وَالْأَقِطُ وَالسَّمْنُ فُحِصَتِ الْأَرْضُ أَفَاحِيصٌ وَجِيءَ بِالْأَنْطَاعِ فَوُضِعَتْ فِيهَا وَجِيءَ بِالْأَقِطِ وَالسَّمْنِ فَشَبِعَ النَّاسُ قَالَ وَقَالَ النَّاسُ لَا نَدْرِي أَتَزَوَّجُهَا أَمْ اتَّخَذَهَا أَمْ وَلَدَ قَالُوا إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَبَ حَجَبَهَا فَقَعَدَتْ عَلَى عَجْرِ الْبَعِيرِ فَعَرَفُوا أَنَّهُ قَدْ تَزَوَّجَهَا فَلَمَّا دَنَوْا مِنَ الْمَدِينَةِ دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَفَعْنَا قَالَ فَعَثَرَتِ النَّاقَةُ الْعَضْبَاءُ وَنَدَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَدَرَ فَقَامَ فَسَتَرَهَا وَقَدْ أَشْرَفَتِ الْيَسَاءُ فَقُلْنَا أُبْعَدَ اللَّهُ الْيَهُودِيَّةَ قَالَ قُلْتُ يَا أَبَا حَمْرَةَ أَوْقَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِي وَاللَّهِ لَقَدْ وَقَعَ .

قَالَ أَنَسٌ وَشَهِدْتُ وَلَيْسَ زَيْنَبُ فَأَشْبَعَ النَّاسَ خُبْرًا وَلَحْمًا وَكَانَ يَبْعَثُنِي فَأَدْعُو النَّاسَ فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ وَتَبِعْتُهُ فَتَخَلَّفَ رَجُلَانِ اسْتَأْنَسَ بِهِمَا الْحَدِيثَ لَمْ يَخْرُجَا فَجَعَلَ يُمْرَعُنِي نِسَائِهِ فَيُسَلِّمُ عَلَيَّ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَيْفَ أَنْتُمْ يَا أَهْلَ النَّبِيِّ فَيَقُولُونَ بِخَيْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ فَيَقُولُ بِخَيْرٍ فَلَمَّا فَرَغَ رَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَلَمَّا بَلَغَ الْبَابَ إِذَا هُوَ بِالرَّجُلَيْنِ قَدْ اسْتَأْنَسَ بِهِمَا الْحَدِيثَ فَلَمَّا رَأَى أَنَا أَخْبَرْتُهُ أَمْرًا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ بِأَنَّهُمَا قَدْ خَرَجَا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي أُسْكُفَةِ الْبَابِ أَرَى الْخِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةُ {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ} الْآيَةُ.

(৩৩৮৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবু বকর বিন আবু শায়বা (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, খায়বারের দিন আমি আবু তালহা (রাযিঃ)-এর পিছনে সওয়ার হইয়াছিলাম। তখন আমার পা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুবারক পা-এ স্পর্শ করিতেছিল। রাবী (আনাস রাযিঃ) বলেন, আমরা সূর্যোদয়ের সময় খায়বরবাসীদের কাছে পৌছিলাম। তাহারা তখন তাহাদের চতুষ্পদ জম্বু, কোদাল, বড় ঝড়ি ও রশি নিয়া (কৃষিকর্মে) বাহির হইয়াছিল। তখন তাহারা বলিতে লাগিল, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সৈন্যসহ আসিয়াছেন। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, খায়বর ধ্বংস হউক। আমরা যখন কোন কণ্ঠে প্রাঙ্গণে অবতরণ করি তখন সতর্কীকৃতদের ভোর হইবে কতই না মন্দ। রাবী বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাহাদের (খায়বরবাসীদের) পরাজিত করিলেন। দিহইয়া (রহ.)-এর ভাগে এক সুন্দরী দাসী পড়ে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাতজন দাসের বিনিময়ে সেই দাসীকে ক্রয় করিয়া নেন। অতঃপর তিনি তাহাকে উম্মু সুলায়ম (রাযিঃ)-এর কাছে সোপর্দ করেন যাহাতে তিনি তাহাকে সুসজ্জিত করিয়া আনন্দ পাওয়ার যোগ্য করেন। রাবী বলেন, আমার মনে হয় তিনি তাহাকে উম্মু সুলায়ম (রাযিঃ)-এর ঘরে (দাসীদের জন্য নির্ধারিত একমাস) ইদত পালন করার জন্য সোপর্দ করেন। তিনি ছিলেন সাফিয়া বিনত হুয়াই।

রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুর, পনীর ও ঘি (দিয়া তৈরী হায়স খাবার) দ্বারা তাহার ওলীমা করেন। এই উদ্দেশ্যে যমীনে কিছু গর্ত করিয়া উহাতে চামড়ার দস্তুরখানসমূহ বিছাইয়া দেওয়া হয় এবং উহাতেই পনীর ও ঘি রাখা হয়। অতঃপর সকলেই তৃপ্তিসহকারে আহার করিলেন। রাবী বলেন, লোকেরা পরস্পর আলোচনা করিতে লাগিল : তিনি কি তাহাকে বিবাহ করিলেন, না উম্মু ওলাদ হিসাবে গ্রহণ করিলেন তাহা আমাদের জানা নাই। আর কতক বলিলেন, তিনি যদি তাহার জন্য পর্দার ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে বুঝা যাইবে যে, তিনি তাহার সহধর্মিণী আর যদি তিনি তাহার পর্দার ব্যবস্থা না করেন তাহা হইলে তিনি তাহার উম্মু ওলাদ। অতঃপর তিনি যখন সওয়ারীতে আরোহণ করার ইচ্ছা করিলেন তখন তাহার জন্য পর্দার ব্যবস্থা করিলেন। অতঃপর সাফিয়া (রাযিঃ)কে উটের পিছনের দিকে বসাইলেন। তখন লোকেরা বুঝিতে সক্ষম হইল যে, তিনি তাহাকে বিবাহ করিয়াছেন। অতঃপর সাহাবীগণ যখন মদীনার নিকটবর্তী হইলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্রুত চলিলেন এবং আমরাও দ্রুত চলিলাম। রাবী বলেন, তখন তাহার আসাজ উষ্ট্রটি হোঁচট প্রাপ্ত হইয়া যমীনে পতিত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়িয়া যান এবং সাফিয়াও পড়িয়া যান। তিনি দাঁড়াইয়া সাফিয়া (রাযিঃ)কে পর্দায় আবৃত করেন। ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া কতক মহিলা বলিতে লাগিল। ইয়াহুদী মহিলাকে আল্লাহ তা'আলা তাহার রহমত হইতে দূরে রাখুন। তিনি (ছাবিত আল বুনাঈ) বলেন, আমি (আনাস (রাযিঃ)কে) বলিলাম, ইয়া আবু হামযা! বস্তুতই কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উষ্ট্রী হইতে যমীনে পড়িয়া গিয়াছিলেন? তিনি আল্লাহর কসম করে বলিলেন, হ্যাঁ।

২/১৬-১৬
ইমাম মুসলিম

ব্যখ্যা বিশ্লেষণ

فُحِصَتْ الْأَرْضُ أَفَاحِيصَ (এই উদ্দেশ্যে যমীনের কিছু অংশ গর্ত আকারের করে ...)। فُحِصَتْ শব্দটির ف বর্ণে পেশ ح বর্ণে যের দ্বারা পঠনে অর্থাৎ كَشَفَ التُّرَابِ مِنْ أَعْلَاهَا (যমীনের উপরি অংশের মাটি দূর করিয়া দিলেন) এবং সামান্য গর্ত করিয়া দস্তুরখানের মধ্যস্থল নীচু করিলেন যাহাতে যি রাখিলে পর স্থির থাকে এবং বিভিন্ন পার্শ্বে পতিত না হয়। افحص المثلث: الكشف (খোলা, উন্মোচিত করা, প্রকাশ করা, ফাঁস করা, আবিষ্কার করা, দূর করা)কে বলে। আর افاحيص শব্দটি افحوص (পাখির ডিম পাড়ার জন্য খননকৃত গর্ত)-এর বহুবচন। (ঐ)

إِنْ لَمْ يَخْبُرْ بِهَا فَهِيَ أُمٌّ وَلَدٍ (যদি তিনি তাহার পর্দার ব্যবস্থা না করেন তাহা হইলে তিনি তাহার উম্মু ওলাদ)। অর্থাৎ (তিনি তাহার ক্রীতদাসী) আর অন্য রিওয়াজে আছে فَمِلْكُ بِمِئْنَةٍ (তিনি তাহার ক্রীতদাসী)। কেননা, স্বাধীন মহিলাদের জন্য পর্দা জরুরী, ক্রীতদাসীদের জন্য নহে। - (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৯২)

فَعَزَّوْا أَنْتَهُ قَدْ تَزَوَّجَهَا (তখন তাহারা বুঝিতে পারিল যে, তিনি তাহাকে বিবাহ করিয়াছেন)। অর্থাৎ বিশেষ ও সাধারণ সকল সাহাবী বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি তাহাকে বিবাহ করিয়াছেন। - (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৯২)

دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَفَعْنَا (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্রুত অশ্বসর হইতে থাকিলেন এবং আমরা দ্রুত চলিলাম)। অর্থাৎ اسرَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَيْتِهِ وَاسْرَعْنَا بِطَيَانَا (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় আরোহণের পশুকে দ্রুত চালাইয়া অশ্বসর হইতে থাকিলেন, আমরাও আমাদের আরোহণের পশুগুলিকে দ্রুত চালাইয়া অশ্বসর হইতে থাকিলাম)। - (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৯২)

وَنَذَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যমীনে পড়িয়া যান)। نَذَرَ এর অর্থ السقوط (পতন, অধঃপতন, অবরোহণ, অকৃতকার্যতা, বিয়োজন, বিলুপ্তি)। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, نَدَوْر এর আসল অর্থ الخروج (বহির্গমন, প্রস্থান, আবির্ভাব, উদ্ভব, উদয়, আত্মপ্রকাশ, পুনরুত্থান)। ইহা হইতেই نَوَادِرُ الْكَلَامِ (বিরল কথা, স্বল্প কথা, অনন্য সাধারণ কথা)। - (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৯২)

فُلْتُ يَا أَبَا حَمْرَةَ (আমি বলিলাম, হে আবু হামযা)। প্রবক্তা হইলেন ছাবিত আল বুনানী (রহ.)। আবু হামযা হইল হযরত আনাস (রাযিঃ)-এর কুনিয়াত তথা উপনাম। - (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৯২)

فَيَسْلُمُ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سَلَامٌ عَلَيْهِ (এবং তাহাদের প্রত্যেককেই ‘সালামুন আলাইকুম’ বলিয়া সালাম জানাইলেন)। শারেহ নওয়াযী (রহ.) বলেন, হাদীছ শরীফের এই অংশে অনেক ফায়দা রহিয়াছে : (এক) কোন মানুষ নিজ বাড়ীতে আগমনের পর স্ত্রী ও ঘরবাসীকে সালাম দেওয়া মুস্তাহাব। অনেক মূর্খালোকেরা ইহার গুরুত্ব দেয় না। (দুই) এক জনের উদ্দেশ্যে যখন সালাম দিবে তখন বলিবে ‘সালামুন আলাইকুম’ কিংবা ‘আস-সালামু আলাইকুম’ বহুবচনের সীগায় তথা শব্দরূপে। যাহাতে ঘরের লোকের সহিত ফিরিশতাও অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। (তিন) স্বীয় পরিবারের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিবে। কেননা, অনেক সময় স্ত্রীর কোন বিশেষ প্রয়োজন থাকিতে পারে। সে হয়তো উহা প্রকাশ করিতে লজ্জাবোধ করিবে। কাজেই তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইলে সে আনন্দচিত্তে তাহার প্রয়োজন উল্লেখ করিবে। (চার) ঘরে প্রবেশের পর كيف حالك (তুমি কেমন আছ?) কিংবা অনুরূপ কোন বাক্য দ্বারা জিজ্ঞাসা করা মুস্তাহাব। - (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৯৩)

(৩৩৯০) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَوَى عَنْهُ وَحَدَّثَنَا بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ بْنُ حَيَّانَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا بِهِ هُذَيْفَةُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا أَنَسُ قَالَ صَارَتْ صَفِيَّةُ لِدِي حَيَّةً فِي مَقْسَمِهِ وَجَعَلُوا يَمْدَحُونَهَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيَقُولُونَ مَا زَأَيْنَا فِي السَّبِي مِثْلَهَا قَالَ فَبَعَثَ إِلَى دُحْيَةَ فَأَعْطَاهُ بِهَا مَا أَرَادَتْ ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَى أُمِّى فَقَالَ أَصْلَحِيهَا قَالَ ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَيْبَرِ حَتَّى إِذَا جَعَلَهَا فِي ظَهْرِهِ نَزَلَ ثُمَّ ضَرَبَ عَلَيْهَا الْقُبَّةَ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلٌ زَادَ فَلْيَأْتِنَا بِهِ قَالَ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِفَضْلِ التَّمْرِ وَفَضْلِ السَّوِيقِ حَتَّى جَعَلُوا مِنْ ذَلِكَ سَوَادًا حَيْسًا فَجَعَلُوا يَأْكُلُونَ مِنْ ذَلِكَ الْحَيْسِ وَيَشْرَبُونَ مِنْ حَيَاضٍ إِلَى جَنْبِهِمْ مِنْ مَاءِ السَّاءِ

قَالَ فَقَالَ أَنَسُ فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا قَالَ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى إِذَا رَأَيْنَا جُدْرَ الْمَدِينَةِ هَشِينَا إِلَيْهَا فَرَفَعْنَا مَطِيئَنَا وَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطِيئَتَهُ

www.eelm.weebly.com

هَشَّنَا إِلَيْهَا (মদীনার জন্য আমাদের মন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল)। শারেহ নওয়াযী (রহ.) বলেন, সহীহ মুসলিম শরীফের নুসখায় هَشَّنَا শব্দটির ৫ বর্ণে যবর শ বর্ণে তাশদীদ এবং ৩ বর্ণসহ পঠনে রহিয়াছে। আর কোন কোন নুসখায় هَشَّنَا শব্দটি দুইটি শ দ্বারা প্রথম শ-এ যের দ্বারা তাশদীদবিহীন পঠনে রহিয়াছে। এতদুভয় শব্দের অর্থ نَشَطْنَا (আমাদের মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, প্রাণবন্ত হইল, খুশী হইল, সক্রিয় হইল), خَفَفْنَا (আমাদের মনকে হালকা করিল, সহজ করিল, শান্ত করিল, প্রশমিত করিল) এবং اِينَعَثْنَا نَفْسَنَا إِلَيْهَا (আমাদের নফস মদীনা মুনাওয়ারার দিকে পুনরায় সক্রিয় হইল। আবির্ভূত হইল)। - (এ)

فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَلَا إِلَيْهَا (লোকেরা কেহই তাঁহার এবং সাফিয়া (রাযিঃ)-এর দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই) মর্যাদা প্রদান ও সম্মান প্রদর্শনের লক্ষ্যে। - (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৯৩)

مَا أَصَابَنَا ضَرْرٌ (আমাদেরকে কোন ক্ষতি স্পর্শ করে নাই, আমরা কোন আঘাত পাই নাই)। - (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৯৩)

فَخَرَجَ جَوَارِي نِسَائِهِ (তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্যান্য কম-বয়স্কা সহধর্মিণীগণ বাহির হইয়া ...) অর্থাৎ صَغِيرَاتِ الْأَسْنَانِ مِنْ نِسَائِهِ (রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণীগণের মধ্যে যাহাদের বয়স কম তাহারা বাহির হইয়া ...)। - (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৯৩)

يَنْظُرُونَ إِلَيْهَا (তাহারা সাফিয়া (রাযিঃ)-এর দিকে দেখিতে লাগিলেন। - (এ) অর্থাৎ يَنْتَازِعُونَهَا (তাহারা অন্যের বিপদে আনন্দিত হইল)। শব্দটির ৫ এবং ৩ বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে অর্থাৎ يَفْرَحْنَ بِسُقُوطِهَا (সাফিয়া মাটিতে পড়িয়া যাওয়ায় তাহারা আনন্দিত হইলেন)। - (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৯৩)

بَابُ زَوَاجِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَنُزُولِ الْحِجَابِ وَإِثْبَاتِ وَلِيَمَةِ الْعُرْسِ

অনুচ্ছেদ ৪ : যয়নব বিন্ত জাহশ (রাযিঃ)কে বিবাহ, পর্দার হুকুম অবতীর্ণ হওয়া এবং বিবাহে ওলীমা শরীআতে প্রমাণিত হওয়া-এর বিবরণ

(৩৩৯১) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا بَهْرُ بْنُ وَحْدَتَيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ جَمِيعًا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ وَهَذَا حَدِيثٌ بَهْرٍ قَالَ لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّةُ زَيْنَبَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَزَيْنِدُ فَإِذَا كُرِّهَا عَلَيَّ قَالَ فَاَنْطَلَقَ زَيْنِدُ حَتَّى أَتَاهَا وَهِيَ تُخَمِّرُ عَجِينَهَا قَالَ فَلَمَّا رَأَيْتُهَا عَظُمَتْ فِي صَدْرِي حَتَّى مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَهَا فَوَلَّيْتُهَا ظَهْرِي وَنَكَصْتُ عَلَى عَقِبِي فَقُلْتُ يَا زَيْنَبُ أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ لِي قَالَتْ مَا أَنَا بِصَانِعَةٍ شَيْئًا حَتَّى أُوَامِرَ رَبِّي فَقَامَتْ إِلَيَّ مَسْجِدَهَا وَنَزَلَ الْقُرْآنُ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ

قَالَ فَقَالَ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعَمَنَا الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ حِينَ امْتَدَّ النَّهَارُ فَخَرَجَ النَّاسُ وَبَقِيَ رِجَالٌ يَتَحَدَّثُونَ فِي الْبَيْتِ بَعْدَ الطَّعَامِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتَّبَعْتُهُ فَجَعَلَ يَتَتَبَعُ حَجْرَ نِسَائِهِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِنَّ وَيَقُلْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ قَالَ فَمَا أَذْرِي أَنَا أَخْبَرْتُهِ أَنَّ الْقَوْمَ قَدْ خَرَجُوا أَوْ أَخْبَرَنِي قَالَ فَاَنْطَلَقَ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ فَذَهَبَتْ أَذْهَلُ مَعَهُ فَأَلْقَى السِّتْرَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَنَزَلَ الْحِجَابُ قَالَ وَوَعِظَ الْقَوْمَ بِمَا وَعِظُوا بِهِ زَادَابُنُ رَافِعٍ

فِي حَدِيثِهِ {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ إِلَى قَوْلِهِ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ}

(৩৩৯১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম বিন মায়মুন (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) ... আনাস (রাযিঃ) হইতে, আর এই হাদীছ রাবী 'বাহয' (রহ.)-এর বর্ণিত, হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, (যায়দ (রাযিঃ)-এর তালাক দেওয়ার পর) যখন হযরত যয়নব (রাযিঃ)-এর ইদত পূর্ণ হইল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়দ (রাযিঃ)কে বলিলেন, তুমি যয়নবের নিকট যাইয়া আমার জন্য বিবাহের প্রস্তাব দাও। রাবী আনাস (রাযিঃ) বলেন, যায়দ চলিলেন এবং তাহার কাছে গেলেন। তখন তিনি আটার খামির করিতেছিলেন। যায়দ (রাযিঃ) বলেন, আমি যখন তাহাকে দেখিলাম তখন তাহার মর্যাদা আমার হৃদয়ে এমনভাবে জাগ্রত হইল যে, আমি তাহার প্রতি তাকাইতে পারিলাম না। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়াছেন। ফলে আমি তাঁহার দিকে পিঠ ফিরাইয়া দাঁড়াইলাম এবং পশ্চাতের দিকে সরিয়া পড়িলাম। অতঃপর বলিলাম, হে যয়নব! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে বিবাহের পয়গাম দেওয়ার জন্য আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, আমি এই সম্পর্কে কিছুই সিদ্ধান্ত নিব না যেই পর্যন্ত না আমি আমার রবের কাছ হইতে নির্দেশ পাই। অতঃপর তিনি নামাযের স্থানে যাইয়া দাঁড়াইলেন। এই দিকে পবিত্র কুরআনের আয়াত নাযিল হইল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করিয়া যয়নব (রাযিঃ)-এর অনুমতি ব্যতীতই তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিলেন।

রাবী আনাস (রাযিঃ) বলেন, আমরা দেখিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে দুপুর বেলা রুটি ও গোশত (ওলীমা হিসাবে) আপ্যায়ন করাইয়াছেন। আপ্যায়নের পর সাহাবীগণ বাহির হইয়া গেলেন, তবে কয়েক জন আহারের পর আলাপ-আলোচনায় ব্যস্ত থাকিলেন। এই সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহির হইয়া আসিলেন, আমিও তাঁহার অনুসরণ করিলাম। তিনি তাঁহার সহধর্মিণীগণের প্রত্যেকের ঘরে যাইয়া তাহাদেরকে সালাম দিতে লাগিলেন। আর তাহার সহধর্মিণীগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার এই সহধর্মিণীকে কেমন পাইয়াছেন? রাবী হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, আমার স্মরণ নাই যে, আলাপের সাহাবীগণ চলিয়া যাওয়ার কথা আমি তাঁহাকে অবহিত করিয়াছিলাম, না তিনিই আমাকে অবহিত করাইয়াছেন। রাবী আনাস (রাযিঃ) বলেন, অতঃপর তিনি চলিলেন এবং সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন আমিও তাঁহার সহিত প্রবেশ করিয়াছিলাম। তখন তিনি আমার ও তাহার মধ্যে পর্দা টানিয়া দিলেন। এই প্রেক্ষিতেই পর্দার আয়াত নাযিল হইল। রাবী আনাস (রাযিঃ) বলেন, লোকদের উদ্দেশ্যে ওয়ায করিলেন যাহা করার ছিল। আর ইবন রাফি' (রহ.) নিজ হাদীছে অতিরিক্ত বর্ণনায় নিম্নোক্ত আয়াত উল্লেখ করেন: لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ إِلَى قَوْلِهِ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ (তোমরা নবীর গৃহসমূহে (আহ্বান ব্যতীত) প্রবেশ করিও না, তবে যখন তোমাদিগকে ভোজনের জন্য অনুমতি দেওয়া হয়। এইরূপে (প্রবেশ করিও) যেন উহা প্রস্তুতের প্রতীক্ষায় থাকিতে না হয়। কিন্তু আল্লাহ পাক সত্যকথা বলিতে সংকোচ করেন না- সূরা আহযাব ৫৩)

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّةُ زَيْنَبَ (যখন যয়নব (রাযিঃ)-এর ইদত পূর্ণ হইল)। আল-মাওয়াহিব ও শরহুল মাওয়াহিব গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, উম্মুল মুমিনীন যয়নব বিনত জাহশ (রাযিঃ)। তাহার মাতার নাম উমাইমা বিনত আবদুল মুত্তালিব বিন হাশিম। উমাইমা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ফুফু ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার ফুফাত বোন যয়নবকে প্রথমে নিজ স্নেহস্পদ পালক পুত্র যায়দ বিন হারিছাহ (রাযিঃ)-এর কাছে বিবাহ দিয়াছিলেন। আল্লামা তাবরানী (রহ.) সহীহ সনদে কাতাদা ও ইবন জাবীর (রহ.) হইতে, তাহারা ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে, *قَالَ خُطِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ وَهُوَ يَرِيدُهَا لَزِيدَ فَظَنَّتْ* - *وَقَالَتْ أَنَا خَيْرُ مَنْدَ حَسْبَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مِؤْمِنَةٍ إِلَّا لَآئِيَةٌ كُلُّهَا - فَرَضِيَتْ وَسَلَّمَتْ فَمَكَّثَتْ عِنْدَهُ عِدَّةً وَالْقَى اللَّهَ فِي قَلْبِهِ كِرَاهَتَهَا فَجَاءَ يَشْكُوهَا إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ فَانْزَلَتْ وَتَخَفَى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ بِمِيرِيهِ* (তাহারা উভয়ে বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যয়নব (রাযিঃ)-এর ব্যাপারে প্রস্তাব দিলেন এবং তিনি প্রস্তাবটি যায়দ (রাযিঃ)-এর জন্য দিয়াছিলেন কিন্তু যয়নব (রাযিঃ) ধারণা করিয়াছিলেন তিনি নিজের জন্য প্রস্তাব দিয়াছেন। অতঃপর যখন তিনি অবহিত হইলেন যে, প্রস্তাবটি যায়দ (রাযিঃ)-এর জন্য দিয়াছেন তখন তিনি ইহাকে হেয়জ্ঞান করিয়া প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলিলেন বংশ মর্যাদার দিক দিয়া আমি তাহার হইতে শ্রেষ্ঠ। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন : আল্লাহ ও তাঁহার রসূল কোন কাজের আদেশ করিলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন ক্ষমতা নাই যে, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদেশ অমান্য করে, যে করিবে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়”-(সূরা আহযাব ৩৬) ফলে যয়নব (রাযিঃ) প্রস্তাবে রাযী হইয়া সম্মতি দিলেন। অতঃপর কিছু দিন যায়দ (রাযিঃ)-এর সাথে বিবাহিত অবস্থায় থাকিলেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা যায়দ (রাযিঃ)-এর অন্তরে ঘৃণা সৃষ্টি করিয়া দিলেন। ফলে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিয়া তাঁহার ব্যাপারে বিভিন্ন অভিযোগ উপস্থাপন করিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়দ (রাযিঃ)কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই থাকিতে দাও এবং আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর। এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করেন : “আপনি অন্তরে এমন বিষয় গোপন করিতেছিলেন যাহা আল্লাহ তা'আলা প্রকাশ করিয়া দিবেন- (সূরা আহযাব ৩৭)। অর্থাৎ আপনাকে ওহীর মাধ্যমে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, যায়দ অচিরেই যয়নব (রাযিঃ)কে তালাক প্রদান করিবে এবং আপনি তাঁহাকে বিবাহ করিবেন। ফলে ইহা গোপন রাখার প্রয়োজন নাই অতঃপর যায়দ তাহাকে তালাক প্রদান করেন। অতঃপর যখন যয়নব (রাযিঃ)-এর ইদত পূর্ণ হইল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়দ (রাযিঃ)কে বলিয়া প্রেরণ করিলেন ... অতঃপর আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে- (ফতুহুল মুলাহিম ৩৪৪৯৩-৪৯৪)

فَأَذْكُرُهَا (তুমি যয়নব (রাযিঃ)-এর নিকট আমার কথা উল্লেখ কর)। অর্থাৎ তুমি তাহার কাছে আমার জন্য বিবাহের প্রস্তাব দাও। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বিধবার পূর্ব স্বামীকে কেহ বিবাহের প্রস্তাব দেওয়ার জন্য প্রেরণ করিতে পারে যদি জানা থাকে যে, সে মন্দ মনে করিবে না। - (ফতুহুল মুলাহিম ৩৪৪৯৪)

فَقَامَتْ إِلَى مَسْجِدِهَا (অতঃপর তিনি তাহার নামাযের জায়গায় গিয়া দাঁড়াইলেন)। অর্থাৎ তাঁহার ঘরের নামাযের স্থানে গিয়া দাঁড়াইলেন। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজের ইচ্ছা করিলে ইসতিখারার নামায পড়া মুস্তাহাব। চাই উক্ত কর্মটি প্রকাশ্যভাবে কল্যাণকর মনে হউক কিংবা না। ইহা সহীহ বুখারী শরীফে হযরত জাবির (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুকূলে রহিয়াছেন : *قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَمُنَا : إِذَا هُمْ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ لِيَرْفَعَ رُكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ إِلَى آخِرَةِ* (হযরত জাবির (রাযিঃ) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল কর্মের ক্ষেত্রে ইসতিখারার তা'লীম দিতেন। তিনি বলিতেন, তোমাদের মধ্যে কেহ যখন কোন কাজের ইচ্ছা করে তখন সে যেন ফরয নামায ব্যতীত দুই রাকআত (ইসতিখারার নিয়তে নফল) নামায আদায় করে শেষ পর্যন্ত)। সম্ভবতঃ হযরত যয়নব (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হক আদায়ে ত্রুটি হওয়ার আশংকায় ইসতিখারার নামায আদায় করিয়াছিলেন। - (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৯৪)

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا (আর কুরআন নাযিল হইল)। তাহা হইল আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ (অতঃপর যাদ (রাযিঃ) যখন যয়নব (রাযিঃ)-এর সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিল, তখন আমি তাহাকে আপনার সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিলাম- সূরা আহযাব ৩৭)। زَوْجُنْكَهَا এর শাব্দিক অর্থ- আপনার সহিত তাঁহার বিবাহ স্বয়ং আমি সম্পন্ন করিয়া দিয়াছি। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এই বিবাহ স্বয়ং আল্লাহ পাক সম্পন্ন করিয়া দেওয়ার মাধ্যমে বিবাহ-শাদীর সাধারণভাবে প্রচলিত শর্তাবলীর ব্যতিক্রম ঘটাইয়া এই বিবাহের প্রতি বিশেষ মর্যাদা আরোপ করিয়াছেন। ইহা সহীহ। অন্যথায় আকদ ব্যতীত বিবাহ অন্য কাহারও জন্য জাযিয় নাই। ইহা হযরত যয়নব (রাযিঃ)-এর গর্বের বিষয় ছিল। কেননা, আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং তাহার বিবাহ সম্পাদন করিয়া দিয়াছেন। - (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৯৪)

হযরত যয়নব (রাযিঃ)-এর বিবাহের ঘটনার সহিত তথাকথিত পালক পুত্রের তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীর সহিত বিবাহ হারাম হওয়া সংক্রান্ত জাহিলী যুগের প্রচলিত কুপ্রথা ও ভ্রান্ত ধারণা কার্যকরভাবে অপনোদনের এক বিশেষ শরীয়তী উদ্দেশ্য জড়িত ছিল। কেননা, সমাজে প্রচলিত কুপ্রথার কার্যকরভাবে মূল উৎপাটন তখনই সম্ভব যখন হাতে কলমে বাস্তবে করিয়া দেখানো হয়। হযরত যয়নব (রাযিঃ)-এর বিবাহ সংশ্লিষ্ট আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ এই উদ্দেশ্যের পূর্ণতা সাধনের জন্যই ছিল।

এই প্রসঙ্গে বোঝা যায়, যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরায় আহযাবের প্রথম আয়াতসমূহে বর্ণিত এই হুকুমের মৌখিক প্রচারই যথেষ্ট বলে মনে করিতেন। ইহার কার্যকর ও বাস্তব প্রয়োগের তাৎপর্য ও প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য করেন নাই। তাই জানা ও ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও উহা গোপন রাখিয়াছিলেন। উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ পাক ইহা সংশোধন করিয়া উহা প্রকাশ করিয়াছেন : لَكِي لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِهِمْ إِذَا فُضِّوا مِنْهُمْ وَطَرًا (যাহাতে মুমিনদের পোষ্যপুত্ররা তাহাদের স্ত্রীর সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিলে সেই সকল স্ত্রীকে বিবাহ করার ব্যাপারে মুমিনদের কোন অসুবিধা না থাকে- সূরা আহযাব ৩৭) অর্থাৎ আমি আপনার সহিত যয়নবের বিবাহ সম্পন্ন করিয়াছি যাহাতে মুসলমানগণ নিজেদের পালক পুত্রের তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে বিবাহ করিতে গিয়া কোন জটিলতার সম্মুখীন না হয়। - (মআরিফুল কুরআন সংশ্লিষ্ট আয়াত)

وَنَزَلَ الْحِجَابُ (পর্দার আয়াত নাযিল হইল)। সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে : قَالَ عَمْرٌ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبُرُوقُ وَالْفُجَرُ فَلَوَامَرْتُ امْهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِالْحِجَابِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الْحِجَابِ : (হযরত উমর (রাযিঃ) বলেন, আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার কাছে ভালো-মন্দ লোকের আগমন ঘটে। কাজেই আপনি যদি উম্মুহাতুল মুমিনীনকে পর্দায় থাকার হুকুম দিতেন (তাহা হইলে ভালো হইত)। তখন আল্লাহ তা'আলা পর্দার আয়াত নাযিল করেন। 'ইবন মারদুইয়া' এত্বে ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে : دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطَالَ الْجُلُوسُ فَخَرَجَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَخْرُجُ فَلَمَّا يَفْعَلُ فِدَخَلَ عَمْرُ فَرَأَى الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ عَمْرُ لَعَلَّكَ أَذَيْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ قُمْتُ ثَلَاثًا لَكِي يَتْبَعَنِي فَلَمْ يَفْعَلْ فَقَالَ عَمْرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوَاتَّخَذْتَ حِجَابًا فَإِنْ نَسَاءُكَ لَسْنَ كَسَاءُ النِّسَاءِ وَذَلِكَ أَطْهَرَ لِقُلُوبِهِمْ (জৈনিক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসিলেন। অতঃপর দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করিতে থাকিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার বাহির হইয়া আসিলেন যাহাতে সে বাহির হইয়া চলিয়া যায়। কিন্তু সে তাহা করে নাই। অতঃপর হযরত উমর (রাযিঃ) আগমন করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুবারক চেহারায় বিতৃষ্ণার ভাব প্রত্যক্ষ করিলেন। তখন হযরত

উমর (রাযিঃ) লোকটিকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, সম্ভবতঃ তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দিয়াছ। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি অবশ্যই তিনবার দাঁড়াইয়াছিলাম যাহাতে সে আমার অনুসরণে দাঁড়াইয়া চলিয়া যায় কিন্তু সে তাহা করে নাই। তখন হযরত উমর (রাযিঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি যদি পর্দার নির্দেশ দিতেন। কেননা, আপনার সহধর্মিণীগণ অন্যান্য মহিলাদের মত নহেন তাহা হইলে ইহা তাহাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতা লাভ হইত। ইতোমধ্যে পর্দার আয়াত নাযিল হইল।

হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, বিভিন্ন রিওয়ায়তের সমন্বয় এইভাবে হইবে যে, হযরত যয়নব (রাযিঃ)-এর ঘটনার কাছাকাছি সময়ে আলোচ্য হাদীছে উল্লিখিত আয়াত খানা নাযিল হওয়ায় এই কারণেই পর্দার আয়াত (আية الحجاب) নাযিল হওয়ার কথা ব্যাপকভাবে বলা হইয়াছে। ইহা দ্বারা বিভিন্ন কারণ থাকা নিষেধ করে না। আর কতক ক্ষেত্রে পর্দার আয়াত দ্বারা মর্ম হইতেছে, আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ, وَيَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّزَوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (হে নবী! আপনি আপনার সহধর্মিণীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিনগণের স্ত্রীদের বলুন, তাহারা যেন তাহাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টানিয়া নেয়। ইহাতে তাহাদেরকে চেনা সহজ হইবে। ফলে তাহাদেরকে উত্থাপন করা হইবে না। আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল পরম দয়ালু- সূরা আহযাব ৫৯) -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৯৫)

(৩৩৯২) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَانِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ فَضِيلُ بْنُ حُسَيْنٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كَامِلٍ سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى امْرَأَةٍ وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ فَإِنَّهُ ذَبَحَ شَاةً.

(৩৩৯২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবুর রবী' যাহরানী, আবু কামিল ফুযায়ল বিন হুসায়ন ও কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তাহারা ... হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন। তবে আবু কামিল (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে আমি আনাস (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোন মহিলার জন্য ওলীমা করিতে প্রত্যক্ষ করি নাই। আর আবু কামিল (রহ.) বলেন, তাহার কোন সহধর্মিণীগণের জন্য সেই রূপ ওলীমা করিতে দেখি নাই যেই রূপ ওলীমা হযরত যয়নব (রাযিঃ)-এর জন্য করিয়াছেন। কেননা, তিনি তাহার (ওলীমার) জন্য একটি বকরী যবেহ করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

(যেইরূপ ওলীমা হযরত যয়নব (রাযিঃ)-এর জন্য করিয়াছেন)। আল্লামা কিরমানী (রহ.) বলেন, আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায়ের লক্ষ্যে। কেননা যয়নব (রাযিঃ)-এর বিবাহ ওহীর মাধ্যমে সম্পাদিত হইয়াছে কিংবা ইচ্ছাকৃত নহে; বরং ঘটনাক্রমে এইরূপ ওলীমা হইয়াছিল যেমন ইবন বাত্তাল (রহ.) বলেন। কিংবা জারিয় বর্ণনার জন্য, যেমন অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ বলেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৯৫)

(৩৩৯৩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ عَبَّادٍ بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ مَا أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أَكْثَرَ أَوْ أَفْضَلَ مِنَّا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ فَقَالَ ثَابِتُ الْبُنَاتِيُّ بِمَا أَوْلَمَ قَالَ أَطْعَمَهُمْ خُبْزًا وَلَحْمًا حَتَّى تَرُكُوهُ.

(৩৩৯৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আমর বিন আব্বাদ বিন জাবালা বিন আবু রাওয়াদ ও মুহাম্মদ বিন বাশ্শার (রহ.) তাহারা ... আনাস বিন মালিক (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, হযরত যয়নব (রাযিঃ)-এর জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত অধিক পরিমাণ কিংবা উত্তমভাবে ওলীমা করিয়াছিলেন, যাহা তিনি তাঁহার অন্য কোন সহধর্মিণীগণের জন্য করেন নাই। রাবী সাবিত বুনাঈ (রহ.) (আনাস (রাযিঃ)কে উদ্দেশ্য করিয়া) বলিলেন, তিনি কী দিয়া ওলীমা করিয়াছিলেন? তিনি (আনাস (রাযিঃ) জবাবে) বলিলেন, তিনি সকলকে রুটি ও গোশত দ্বারা আপ্যায়ন করাইয়াছেন। এমনকি তাহারা পরিতৃপ্তিসহকারে আহার করেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

تركوه لشعبهم (এমনকি তাহারা পরিতৃপ্তিসহকারে আহার করিলেন। কিংবা) حَتَّى تَرْكُوهُ (এমনকি তাহারা পরিতৃপ্তিসহকারে আহাদের পর উদ্বৃত্ত রাখিয়া গেলেন)। - (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৯৫)

(৩৩৯৪) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ وَعَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى كُلُّهُمْ عَنْ مُعْتَمِرٍ وَاللَّفْظُ لَابْنِ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو مَجْلَزٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ دَعَا الْقَوْمَ فَطَعِمُوا ثُمَّ جَلَسُوا يَتَخَذُّونَ قَالَ فَأَخَذَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَقُومُوا فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَامَ فَلَمَّا قَامَ مَنْ قَامَ مِنَ الْقَوْمِ زَادَ عَاصِمٌ وَابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى فِي حَدِيثِهِمَا قَالَ فَقَعَدَ ثَلَاثَةً وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ لِيَدْخُلَ فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوسٌ ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا فَأَنْطَلَقُوا قَالَ فَجِئْتُ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَدْ أَنْطَلَقُوا قَالَ فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ فَذَهَبَتْ أَدْخُلُ فَأَلْقَى الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ قَالَ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَرْوَةً وَجَلَّ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ إِلَى قَوْلِهِ إِنَّ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا}

(৩৩৯৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন হাবীব আল-হারিছী, আসিম বিন নযর তায়মী ও মুহাম্মদ বিন আ'লা (রহ.) তাহারা ... আনাস বিন মালিক (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন যয়নব বিন্ত জাহশ (রাযিঃ)কে বিবাহ করিলেন তখন তিনি সাহাবীগণকে দাওয়াত করেন। তাহারা আহার করিলেন। অতঃপর বসিয়া কথাবার্তা বলিতেছিলেন। রাবী আনাস (রাযিঃ) বলেন, তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেন দাঁড়াইতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু তাহারা দাঁড়াইলেন না। অতঃপর যখন ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন তখন তাহাদের মধ্যে যাহারা উঠিয়া যাওয়ার তাহারা উঠিয়া গেলেন। রাবী আযিম ও ইবন আবদুল আ'লা (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়েতে এতখানি অতিরিক্ত আছে যে, আনাস (রাযিঃ) বলেন, কিন্তু তিনজন ঘরে বসিয়া রহিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে প্রবেশ করার জন্য আসিয়া প্রত্যক্ষ করিলেন যে, কয়েকজন লোক বসিয়া আছে। অতঃপর তাহারাও উঠিয়া চলিয়া গেল। আনাস (রাযিঃ) বলেন, আমি আসিয়া তাহাদের চলিয়া যাওয়ার খবর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রদান করিলাম। রাবী আনাস (রাযিঃ) বলেন, তিনি আগমন করিয়া প্রবেশ করিলেন। আমিও প্রবেশ করার জন্য তাঁহার সহিত চলিলাম। এই সময় তিনি আমার ও তাঁহার মধ্যস্থলে পর্দা ঝুলাইয়া দিলেন। রাবী আনাস (রাযিঃ) বলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা নাবিল করেন : “হে ঈমানদারগণ! তোমরা নবী গৃহসমূহে (আহবান ব্যতীত) প্রবেশ করিও না, তবে যখন তোমাদিগকে ভোজনের জন্য অনুমতি দেওয়া হয়; এইরূপে (প্রবেশ করিও) যেন উহা প্রস্তুতের প্রতীক্ষায় থাকিতে না হয়। ... নিশ্চয় এইগুলি আল্লাহ তা'আলার কাছে গুরুতর অপরাধ- সূরা আহযাব ৫৩)

ব্যাক্য বিশ্লেষণ

فَامَرَمَنْ قَامَ مِنَ الْقَوْمِ (তাহাদের মধ্যে যাহারা উঠিয়া যাওয়ার তাহারা উঠিয়া গেলেন)। আল্লামা ইবন বাত্তাল (রহ.) বলেন, এই হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কোন ব্যক্তির জন্য অপর ব্যক্তির ঘরে তাহার অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ করা সমীচীন নহে। আর অনুমতি প্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য অনুমতির উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়ার পর দীর্ঘসময় তথায় বসে থাকা উচিত নহে।

فَقَعَدَ ثَلَاثَةً (কিছু তিনজন লোক ঘরে বসিয়া রহিল)। পূর্ববর্তী (৩৩৮৯ নং) হাম্মাদ বিন সালামা (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে إِذَا هُوَ بِالرَّجُلَيْنِ قَدِ اسْتَأْنَسَ بِهِمَا الْحَدِيثُ (তখনও দুইজন লোক ঘরে কথা-বার্তায় ব্যস্ত রহিল)। এতদুভয় হাদীছের সমন্বয় এইভাবে হইবে যে, প্রথমে উঠিয়া ঘর হইতে বাহির হওয়ার সময় তাহারা তিনজন ছিল। অতঃপর ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, ইতোমধ্যে আর একজন চলিয়া গিয়াছে। ফলে দুইজন রহিয়াছে।-(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৯৬)

مَنْتَظِرِينَ نَاطِلِينَ (এইরূপে (প্রবেশ করিও) যেন উহা প্রস্তুতের প্রতীক্ষায় থাকিতে না হয়)। منتظرين শব্দটি (প্রতীক্ষিতগণ, প্রত্যাশিতগণ) অর্থে ব্যবহৃত। ناطِلين শব্দটির মতো বর্ণে যের এবং যবর দ্বারা পঠিত। অর্থ حضوره (উহা হাযির করার সময়, উহা প্রস্তুত করার সময়)।-(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৯৬)

(৩৩৯৫) وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ ابْنُ شَهَابٍ إِنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِالْحِجَابِ لَقَدْ كَانَ أَبِي بْنُ كَعْبٍ يَسْأَلُنِي عَنْهُ قَالَ أَنَسُ أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوسًا بِرِزْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَ وَكَانَ تَرَوُّجُهَا بِالنَّدِيْنَةِ فَدَعَا النَّاسَ لِلطَّعَامِ بَعْدَ اذْتِفَاعِ النَّهَارِ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ وَجَلَسَ مَعَهُ رَجُلٌ بَعْدَ مَا قَامَ الْقَوْمُ حَتَّى قَامَ رَسُولُ اللَّهِ فَمَشَى فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى بَلَغَ بَابَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ ثُمَّ ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ خَرَجُوا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَإِذَا هُمْ جُلُوسٌ مَكَانَهُمْ فَرَجَعَ فَرَجَعْتُ الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ حُجْرَةَ عَائِشَةَ فَرَجَعَ فَرَجَعْتُ فَإِذَا هُمْ قَدْ قَامُوا فَصَرَبَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ بِالسِّتْرِ وَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الْحِجَابِ .

(৩৩৯৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমরুন নাকিদ (রহ.) তিনি ... সালিহ (রহ.) হইতে বর্ণিত, ইবন শিহাব (রহ.) বলেন, আনাস বিন মালিক (রাযিঃ) বলেন, আমি পর্দার আয়াত অবতরণ সম্পর্কে লোকদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞাত। এই ব্যাপারে অবশ্যই উবাই বিন কা'ব (রাযিঃ) আমার কাছে জিজ্ঞাসা করিতেন। আনাস (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যয়নব বিনত জাহশ (রাযিঃ)-এর সহিত বিবাহ বন্ধনে নওশা হিসাবে প্রভাত করেন। রাবী আনাস (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে মদীনা মুনাওয়ারায় বিবাহ করেন। তখন তিনি দ্বিপ্রহরের সময় (ওলীমা) খাওয়ার জন্য লোকদের দাওয়াত দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসিলেন এবং লোকেরাও তাঁহার সহিত বসিলেন। অতঃপর লোকদের মধ্যে যাহারা উঠিয়া চলিয়া যাওয়ার তাহারা চলিয়া গেলেন। এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়াইলেন এবং চলিলেন। আমিও তাঁহার সহিত চলিতে থাকিলাম। তিনি হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর হুজরার দরজায় পৌছিলেন। অতঃপর তিনি ধারণা করিলেন যে, আলাপরত লোকেরা বাহির হইয়া চলিয়া গিয়াছে। ফলে তিনি ফিরিয়া আসিলেন এবং আমিও তাঁহার সহিত ফিরিয়া আসিলাম। আশ্চর্য যে, তখনও তাহারা তাহাদের জায়গায় বসি অবস্থায় রহিয়াছে। তখন তিনি প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং আমিও তাঁহার সহিত দ্বিতীয়বার প্রত্যাবর্তন করি। এমনকি তিনি হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর হুজরা পর্যন্ত পৌছিলেন। অতঃপর তিনি (পুনরায় যয়নব (রাযিঃ)-এর ঘরে) ফিরিয়া গেলেন এবং আমিও (তৃতীয়বার) ফিরিয়া গেলাম। তখন দেখা গেল, লোকেরা উঠিয়া চলিয়া গিয়াছে। তখন তিনি আমার ও তাঁহার মধ্যস্থলে পর্দা ঝুলাইয়া দিলেন। আর এই প্রেক্ষিতেই আল্লাহ তা'আলা পর্দার আয়াত নাযিল করেন।

ব্যাক্য বিশ্লেষণ

(আমি পর্দার আয়াত অবতরণ সম্পর্কে লোকদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞাত)। অর্থাৎ পর্দার আয়াত নাযিল হওয়া সম্পর্কে। আর লোকদের অবহিতকরণের উদ্দেশ্যে অনুরূপ সাধারণভাবে বলা জাযিয় আছে। আত্মগর্ব হিসাবে নহে। (ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৯৬)

(এই ব্যাপারে অবশ্যই উবাই বিন কা'ব (রাযিঃ) আমার কাছে জিজ্ঞাসা করিতেন)। ইহা দ্বারা তিনি পর্দার আয়াত নাযিল সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত হওয়ার বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইশারা করিয়াছেন। কেননা, হযরত উবাই বিন কা'ব (রাযিঃ) তাহার (আনাস রাযিঃ) হইতে ইলম, বয়স এবং মর্যাদার দিক দিয়া অধিকতর বড় ছিলেন। - (ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৯৬)

(৩৩৯৬) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ يَغْنَى ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ الْجَعْدِ أَبِي عُمَرَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ بِأَهْلِهِ قَالَ فَصَنَعَتْ أُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ حَيْسًا فَجَعَلَتْهُ فِي تَوْرِ فَقَالَتْ يَا أَنَسُ اذْهَبْ بِهَذَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْ بَعَثْتُ بِهَذَا إِلَيْكَ أُمِّي وَهِيَ تُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَتَقُولُ إِنَّ هَذَا لَكَ مِنَّا قَلِيلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَذَهَبْتُ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ أُمِّي تُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَتَقُولُ إِنَّ هَذَا لَكَ مِنَّا قَلِيلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ ضَعُوهُ ثُمَّ قَالَ اذْهَبْ فَادْعُ لِي فَلَنَا وَفَلَانًا وَمَنْ لَقِيتَ وَسَيِّ رِجَالًا قَالَ فَدَعَوْتُ مَنْ سَيِّ وَمَنْ لَقِيتُ قَالَ قُلْتُ لِأَنَسِ عَدَدَ كَمْ كَانُوا قَالَ زُهَاءُ ثَلَاثَ مِائَةٍ وَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَنَسُ هَاتِ التَّوْرَ قَالَ فَدَخَلُوا حَتَّى امْتَلَأَتِ الصُّفَّةُ وَالْحُجْرَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَتَخَلَّقْ عَشْرَةَ عَشْرَةَ وَلِيَأْكُلْ كُلُّ إِنْسَانٍ مِمَّا يَلِيهِ قَالَ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا قَالَ فَخَرَجْتُ طَائِفَةً وَدَخَلْتُ طَائِفَةً حَتَّى أَكَلُوا كُلُّهُمْ فَقَالَ لِي يَا أَنَسُ ارْفَعْ قَالَ فَرَفَعْتُ فَمَا أَدْرِي حِينَ وَضَعْتُ كَانَ أَكْثَرُ أُمِّ حِينَ رَفَعْتُ

قَالَ وَجَلَسَ طَوَائِفُ مِنْهُمْ يَتَخَدُّونَ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ وَزَوْجَتُهُ مُوَلِّيَةٌ وَجْهَهَا إِلَى الْحَائِطِ فَثَقُلُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ رَجَعَ فَلَتَأَرَأَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَجَعَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ ثَقُلُوا عَلَيْهِ قَالَ فَابْتَدَرُوا الْبَابَ فَخَرَجُوا كُلُّهُمْ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَرَخَى السِّتْرَ وَدَخَلَ وَأَنَا جَالِسٌ فِي الْحُجْرَةِ فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى خَرَجَ عَلَيَّ وَأَنْزَلْتُ هَذِهِ الْآيَةَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكَ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قَالَ الْجَعْدُ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَا أَخَذْتُ النَّاسَ عَهْدًا بِهَذِهِ الْآيَاتِ وَحُجِبَتْ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(৩৩৯৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি আনাস বিন মালিক (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাহ করিয়া তাঁহার নব সহধর্মিণী (যয়নব (রাযিঃ)-এর) কাছে গেলেন। রাবী আনাস (রাযিঃ) বলেন, আমার মা উম্মু

সুলায়ম (রাযিঃ) হাসস তৈরী করিয়াছিলেন। অতঃপর উহা একটি পাত্রে রাখিয়া আমাকে বলিলেন, ইয়া আনাস! তুমি ইহা নিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে যাও এবং বল, আমার মা আমাকে ইহা নিয়া আপনার খেদমতে প্রেরণ করিয়াছেন এবং আপনার কাছে সালাম পাঠাইয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই স্বল্প (হাসস) আপনার জন্য আমাদের পক্ষ হইতে হাদিয়া পেশ করা হইল। তিনি (আনাস রাযিঃ) বলেন, ইহা (হাসস) নিয়া আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গেলাম এবং আরয করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার মা আপনাকে সালাম জানাইয়াছেন এবং বলিয়াছেন এই অল্প ‘হাসস’ আমাদের পক্ষ হইতে আপনাকে (হাদিয়া স্বরূপ) পেশ করা হইল। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, ইহা রাখ। অতঃপর তিনি বলিলেন, তুমি অমুক অমুক অমুকের কাছে যাও এবং দাওয়াত দাও। আর সেই সকল লোককে দাওয়াত দাও যাহাদের সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইবে। ইহা বলিয়া তিনি কয়েকজন লোকের নামও উল্লেখ করিলেন। তিনি (আনাস রাযিঃ) বলেন, অতঃপর আমি নাম উল্লেখকৃত লোকদের দাওয়াত দিলাম এবং যাহাদের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে তাহাদেরকেও। রাবী (জা’দ) বলেন, আমি আনাস (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম : আমন্ত্রিত লোকদের সংখ্যা কত ছিল। তিনি (আনাস রাযিঃ) জবাবে বলিলেন, প্রায় তিনশত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, হে আনাস! ‘হাসস’-এর পাত্রটি নিয়া আস, তিনি (আনাস রাযিঃ) বলেন, দাওয়াতী লোকজন আসিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর (আঙ্গিনায় নির্মিত) শামিয়ানার নীচ ও হজরা খানা পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহারা যেন দশজন করিয়া হালকা বাঁধিয়া বসে (অর্থাৎ যখন দশ জনের ভোজ শেষ হইবে তখন অপর দশজন বসিবে) আর যেন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের সম্মুখস্থ হইতে আহার করে (অর্থাৎ খানার মধ্যবর্তী উচ্চতাকে ভঙ্গ করিবে না, বরকত উহার উপরই নাযিল হয়)। তিনি (আনাস রাযিঃ) বলেন, সকলেই তৃপ্তিসহকারে আহার করিলেন। তিনি (আনাস রাযিঃ) বলেন, (দশ জনের) একদল লোক (আহার করিয়া) বাহির হইলে আরেক দল প্রবেশ করিল। এমনভাবে সকলের আহার শেষ হইল। অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে বলিলেন, হে আনাস! (হাসস-এর পাত্রটি) উঠাইয়া নাও। তিনি (আনাস রাযিঃ) বলেন, তখন আমি পাত্রটি উঠাইয়া নিলাম। আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই যে, আমি পাত্রটি রাখার সময় খাদ্য বেশী ছিল না কি উঠাইবার সময় বেশী ছিল।

তিনি (আনাস রাযিঃ) বলেন, তাহাদের কিছু লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হজরা খানায় বসিয়া কথাবার্তা বলিতে থাকিল। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তথায় বসা ছিলেন এবং তাহার নবসহধর্মীণী (হযরত যয়নব রাযিঃ) দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া পিছনে ফিরিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। (আহারের পর) তাহাদের বসিয়া থাকা তাঁহার কাছে কষ্টকর মনে হইল। ফলে তিনি তাঁহার অন্যান্য সহধর্মীণীগণের কাছে গিয়া সালাম জানাইলেন। অতঃপর ফিরিয়া আসিলেন, তাহারা যখন প্রত্যক্ষ করিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরিয়া আসিয়াছেন, তাহারা বুঝিতে পারিল যে, তাহাদের বসিয়া কথাবার্তা বলা তাঁহার জন্য কষ্টকর হইয়াছে। তিনি (আনাস রাযিঃ) বলেন, তখন তাহারা তড়িঘড়ি করিয়া দরজার দিকে অগ্রসর হইল এবং সকলেই বাহির হইয়া গেল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসিলেন এবং পর্দা টানিয়া পর্দার ভিতর প্রবেশ করিলেন। আমি ঘরে বসিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি আমার কাছে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তখন এই আয়াত নাযিল হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহির হইয়া

লোকদের কাছে তিলাওয়াত করিলেন : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا (‘‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা নবী গৃহসমূহে (আহ্বান ব্যতীত) প্রবেশ করিও না। তবে যখন তোমাদিগকে ভোজনের জন্য অনুমতি দেওয়া হয়। এইরূপে (প্রবেশ করিও) যেন উহা প্রস্তুতের প্রতীক্ষায় থাকিতে না হয়, কিন্তু তোমাদিগকে যখন (খাওয়ার জন্য) ডাকা হইবে তখন প্রবেশ করিও। অতঃপর ভোজন যখন শেষ কর, তখন উঠিয়া চলিয়া যাইও এবং আলাপরত হইয়া বসিয়া থাকিও না, নিশ্চয় ইহা নবীর জন্য কষ্টদায়ক- আয়াতের শেষ পর্যন্ত- সূরা আহযাব ৫৩) রাবী জা’দ (রহ.)

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَضَبَعَتْ أُمِّيْ أُمِّ سُلَيْمٍ حَيْسًا (আমার মা উম্মু সুলায়ম হায়স তৈরী করিয়াছিলেন)। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, প্রশ্ন হয় যে, আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে, আনাস (রাযিঃ)-এর মা উম্মু সুলায়ম (রাযিঃ) প্রদত্ত ‘হায়স’ হাদিয়া দ্বারা হযরত যয়নব বিন্ত জাহশ (রাযিঃ)-এর ওলীমা করা হইয়াছিল। অথচ অনুচ্ছেদের পূর্ববর্তী মশহুর হাদীছসমূহে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যয়নব বিন্ত জাহশ (রাযিঃ)-এর ওলীমা রুটি এবং গোশত দ্বারা করিয়াছিলেন। আদ্বামা কুরতুবী (রহ.) এতদুভয় হাদীছের সমন্বয়ে বলেন, সম্ভবতঃ প্রথমে লোকজনকে রুটি ও বকরীর গোশত দ্বারা আপ্যায়ন করিয়াছিলেন এবং লোকেরা দলে দলে আসিয়া সকলেই তৃপ্তিসহকারে আহার করিয়া চলিয়া যান। কিন্তু ভোজন পূর্ব শেষ হওয়ার পরও কিছু লোক বসিয়া আলাপরত ছিল। এমন সময় আনাস (রাযিঃ) ‘হায়স’ নিয়া আসিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও লোক দাওয়াত দিয়া আনার জন্য হযরত আনাস (রাযিঃ)কে নির্দেশ দিলেন। তিনি যাহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে তাহাকেই দাওয়াত দিলেন। তাহারা সকলেই আসিয়া দশজন করিয়া হালকা হইয়া হায়স আহার করিলেন, ইহাতে এমন বরকত হইয়াছিল যে, সামান্য খাদ্য প্রায় তিনশতজন তৃপ্তি সহকারে আহার করিয়াছিলেন। অবশেষে পূর্বের সমান কিংবা উহার হইতে অধিক পাত্রে রহিয়া গেল। কিংবা এইরূপে সমন্বয় হইবে যে, হযরত আনাস (রাযিঃ) প্রথমই হায়স নিয়া আসিয়াছিলেন। আর হায়স এবং রুটি-গোশত যুগপৎ ভোজন করানো হইয়াছিল। লোকেরা দলে দলে আসিয়া সকলেই তৃপ্তিসহকারে আহার করেন। আদ্বাহ তা’আলা সর্বজ্ঞ। - (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৯৬)

القدح (উহা একটি পাত্রে রাখিয়া ...) فَجَعَلَتْهُ فِي تَوْرٍ (শব্দটির ت वर्षে যবর এবং و वर्षে সাকিনসহ পঠনে (বাটি, পেয়ালা)-এর মত একটি ماء (পাত্র, বাসন)। - (ফতহুল মূলহিম ৩ঃ৪৯৬)

إِنَّ هَذَا لَكُم مِّنَ قَلِيلٍ (এই সামান্য (হায়স) আপনার (ওলীমায় সহযোগিতার) জন্য আমাদের পক্ষ হইতে (হাদিয়া স্বরূপ) প্রদান করা হইল)। শারেহ নওয়াযী (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, (এক) নব বিবাহিতের বন্ধু-বান্ধবগণের জন্য তাঁহার ওলীমায় সহযোগিতার উদ্দেশ্যে খাদদ্রব্য প্রেরণ করা মুস্তাহাব। (দুই) প্রাপকের কাছে ওয়র পেশ করা চাই এবং উম্মু সুলায়ম (রাযিঃ)-এর ন্যায় هَذَا لَكُم قَلِيلٍ (এই যৎসামান্য (হায়স) আপনার জন্য আমাদের পক্ষে হাদিয়া দেওয়া হইল) বলা সমীচীন। (তিন) নিমন্ত্রণকারীর কাছে সালাম পাঠানো মুস্তাহাব, যদি তিনি প্রেরক হইতে আফযল হন। অধিকন্তু 'সালাম'-এর মাধ্যমে নিজে অনুপস্থিত থাকার ওয়র প্রকাশ করার সুন্দর তরীক। - (ফত: মুলহিম ৩ঃ৪৯৬-৪৯৭)

ثُمَّ (প্রায় তিন শত)। ثُمَّ শব্দটির ২ বর্ণে পেশ ৫ বর্ণে যবর মাদসহ পঠিত। ইহার অর্থ غوثية مائة (প্রায় তিনশত)। এই হাদীছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে খাদ্যদ্রব্য বৃদ্ধির একটি মুজিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩:৪৯৭)

السَّقِيفَةُ (ছাউনী, আচ্ছাদন, শামিয়ানা)। অর্থ الضُّمَّةُ (বাড়ীর আঙ্গিনায় শামিয়ানা ও ঘরে ...) الضُّمَّةُ وَالْحُجْرَةُ (ঘর) الدَّارُ (ঘর)। - (ফতহুল মুলহিম ৩:৪৯৭)

يَمْتَحَلِقْ عَشْرَةَ عَشْرَةً (তাহারা যেন দশ দশজন করিয়া হালকা বাঁধিয়া বসে)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, খাদদ্রব্য রক্ষিত বড় বাটির চতুর্পার্শ্বে দশজন বসিয়া আহার করা খানার আদব। খাদ্য যদি একপ্রকারের হয় তাহা হইলে সামনের স্থান হইতে খাদ্য গ্রহণ করিবে। আব্বামা উবাই (রহ.) অনুরূপ বলিয়াছেন। -(ঐ)

وَوُجِّدَتْهُ مُؤَلِّمَةٌ وَجَهَهَا (তাঁহার নবসহধর্মিণী (হযরত যয়নব (রাযিঃ) দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া পিছনে ফিরিয়া বসিয়া রহিয়াছেন)। শারেহ নওয়াযী (রহ.) বলেন, অনুরূপ সকল নুসখায় وَوُجِّدَتْ শব্দটি ت সহ রহিয়াছে। ইহা অল্প ব্যবহৃত পরিভাষা। কিন্তু হাদীছ এবং কবিতায় অনেক ব্যবহৃত হইয়াছে। মাসহুর হইল وَوُجِّدَتْ শব্দটি ت বর্ণ ছাড়া পঠিত। - (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৯৭)

(৬)। - (৬)। (তাহারা তড়িঘড়ি করিয়া দ্রুত বাহির হইয়া গেল) ۞ اُخْرَجُوا مَسْرِعِينَ ۞ فَابْتَدَرُوا الْبَابَ

(৩৩৯৭) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَبِي عُمَرَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ أَهَدَتْ لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ حَيْسًا فِي تَوْرِ مِنْ حِجَارَةٍ فَقَالَ أَنَسٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذْهَبَ فَأَدْعُ لِي مِنْ لَقِيتَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَدَعَوْتُ لَهُ مِنْ لَقِيتُ فَجَعَلُوا يَدْخُلُونَ عَلَيْهِ فَيَأْكُلُونَ وَيَخْرُجُونَ وَوَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى الطَّعَامِ فَدَعَا فِيهِ وَقَالَ فِيهِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ وَلَمْ أَدْعُ أَحَدًا لَقِيتُهُ إِلَّا دَعَوْتُهُ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا وَخَرَجُوا وَبَقِيَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَأَطَالُوا عَلَيْهِ الْحَدِيثَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحْيِي مِنْهُمْ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ شَيْئًا فَخَرَجَ وَتَرَكَهُمْ فِي الْبَيْتِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ} قَالَ فَتَادَةُ غَيْرَ مُتَحَيِّينَ طَعَامًا {وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا حَتَّى بَلَغَ ذِكْمُكُمْ أَطْهَرَ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ}

(৩৩৯৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন যয়নব (রাযিঃ)কে বিবাহ করেন তখন উম্মু সুলায়ম (রাযিঃ) পাথরের একটি বড় বাটিতে করিয়া তাঁহার (ওলীমায় পরিবেশনের) জন্য হায়স (হাদিয়া) পাঠাইলেন। তিনি (আনাস রাযিঃ) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি যাও। মুসলমানদের মধ্যে যাহার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইবে তাহাকে আমার পক্ষে দাওয়াত দাও। অতঃপর যাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল তাহাকেই আমি দাওয়াত দিলাম। তাহারা তাঁহার বাড়ীতে আগমন করিতে আরম্ভ করিল এবং ভোজন করিয়া চলিয়া যাইতে থাকিল। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাত খাদ্যের উপর রাখিলেন এবং দু'আ পড়িলেন। আর ইহার উপর আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় যাহা পাঠ করার উহা পাঠ করিলেন। এইদিকে যাহার সহিতই আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে তাহাকেই দাওয়াত দিয়াছি। তাহারা সকলেই তৃপ্তিসহকারে আহার করিল অতঃপর বাহির হইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু তাহাদের একদল রহিয়া গেল এবং তথায় তাহারা দীর্ঘক্ষণ আলাপরত রহিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (-এর অসুবিধা হওয়া সত্ত্বেও) তাহাদেরকে কিছু বলিতে লজ্জাবোধ করিতেছিলেন। তাই তিনি (তাহাদের বুঝার জন্য) নিজেই বাহির হইয়া গেলেন এবং তাহাদেরকে ঘরেই রাখিয়া গেলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করেন ۞ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَعَنَ اللَّهُ الْفِتَنَةَ الَّتِي فَتَنَ الْبَنِي إِسْرَءِيلَ إِذْ دَعَوْهُمُ إِلَى طَعَامٍ فَتَدَعَوْهُ فَأَكَلُوا وَخَرَجُوا وَبَقِيَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَأَطَالُوا عَلَيْهِ الْحَدِيثَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحْيِي مِنْهُمْ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ شَيْئًا فَخَرَجَ وَتَرَكَهُمْ فِي الْبَيْتِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ} قَالَ فَتَادَةُ غَيْرَ مُتَحَيِّينَ طَعَامًا {وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا حَتَّى بَلَغَ ذِكْمُكُمْ أَطْهَرَ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ}

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

৩৩৯৭ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

بَابُ الْأَمْرِ بِإِجَابَةِ الدَّاعِي إِلَى دَعْوَةٍ

অনুচ্ছেদ : দাওয়াতকারীর আহ্বানে দাওয়াতে সাড়া দেওয়ার হুকুম-এর বিবরণ

(৩৩৯৮) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيْمَةِ فَلْيَأْتِهَا.

(৩৩৯৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ তোমাদের কাহাকেও যখন ওলীমায় দাওয়াত দেওয়া হয় তখন সে যেন উক্ত দাওয়াতে সাড়া দেয়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَلِيْمَةٍ শব্দের অর্থ (তোমাদের কাহাকেও যখন ওলীমার দাওয়াত দেওয়া হয়) إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيْمَةِ ও প্রকারসমূহ পূর্ববর্তী (৩৩৭৯ নং) হাদীছে আবদুর রহমান বিন আওফ (রাযিঃ)-এর ঘটনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ أُولِمُوْا وَلَوْ بِشَاةٍ (তুমি ওলীমা কর, যদিও একটি বকরী দ্বারা হউক)-এর ব্যাখ্যার অধীনে করা হইয়াছে।

আল্লামা ইবন আবেদীন শামী (রহ.) ‘আল-হিনদিয়া’ গ্রন্থে বলেন, দাওয়াত কবুল করার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে মতানৈক্য হইয়াছে। কতক বিশেষজ্ঞ বলেন, দাওয়াত কবুল করা ওয়াজিব, বর্জন করার কোন অবকাশ নাই। আর অন্যান্য সকল আলিমের মতে দাওয়াত কবুল করা সুন্নত। ওলীমার দাওয়াত হইলে কবুল করা উত্তম, অন্যান্য তাহার ইচ্ছাধীন। তবে কবুল করাই ভালো। কেননা, ইহার মাধ্যমে মুসলমানের অন্তরে আনন্দ হয়। যখন কবুল করিয়া উপস্থিত হইবে তখন ইচ্ছা করিলে আহর করিবে কিংবা না। তবে রোযাদার না হইলে আহর করাই উত্তম। البُيُوتَةُ গ্রন্থে আছে, দাওয়াত কবুল করা সুন্নত। ওলীমার দাওয়াত হউক কিংবা অন্য কোন দাওয়াত। তবে যেই সকল দাওয়াতে বাড়াবাড়ি করা, প্রশংসা রচনা করা, কিংবা অনুরূপ কিছু উদ্দেশ্যে হয়, উহা কবুল না করা সমীচীন। বিশেষ করিয়া আলিমগণের জন্য। الاختيار গ্রন্থে আছে, বিবাহের ওলীমার দাওয়াত কবুল করা স্থায়ী সুন্নত। ইহা কবুল না করা গুনাহের কাজ। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : مَنْ لَمْ يَجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ (যেই ব্যক্তি দাওয়াত কবুল করিল না সে আল্লাহ তা’আলা এবং তাঁহার রাসূলের অবাধ্যতা করিয়াছে)। (দাওয়াত কবুল করার দ্বারা পরস্পরে মিল-মহব্বত ও হৃদয়তা বৃদ্ধি পায়। ইহা বিনয়ের লক্ষণ। কাজেই বিনা ওযরে ইহা কবুল না করা আহমিকার পরিচায়ক। ইহাকেই আল্লাহ তা’আলা এবং তাঁহার রাসূলের অবাধ্যতার শামিল করা হইয়াছে)। যদি সে রোযাদার হয় দাওয়াত কবুল করিয়া মজলিসে উপস্থিত হইবে এবং দু’আ করিবে। আর যদি রোযাগার না হয় তবে আহর করিবে এবং দু’আ করিবে। আর যে ব্যক্তি আহরও করে না এবং কবুলও করেনা সে গুনাহকারী বলিয়া গণ্য হইবে। কেননা, সে আপ্যায়নকারীর সহিত উপহাস করিয়াছে।

لو دُعيت الى كراء لاجبت (আমাকে যদি বকরীর পায়া ভোজনের দাওয়াত দেওয়া হয় তাহা হইলে অবশ্যই আমি উহা কবুল করিব)। এই সকল হাদীছের দাবী যে, ওলীমার দাওয়াত কবুল করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা। পক্ষান্তরে অন্যান্য দাওয়াত। শরহুল হিদায়ায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ওলীমার দাওয়াত কবুল করা ওয়াজিবের কাছাকাছি। ‘তাতারখানিয়া’ গ্রন্থে আছে, যদি কাহাকেও দাওয়াতে আহ্বান করা হয় তবে উহাতে সাড়া দেওয়া ওয়াজিব। যদি উক্ত স্থানে বিদআত, গুনাহ ও শরীআত বিরোধী কর্মকাণ্ড না হয়। বর্তমান যমানায় তো বিদআত এবং গুনাহের কাজ না হওয়া দৃঢ়বিশ্বাস

থাকিতে হইবে। তবে ইহা ওলীমা ছাড়া অন্যান্য দাওয়াতের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ হইবে। ‘দরকল মুখতার’ গ্রন্থে আছে ওলীমার দাওয়াত দেওয়া হইলে আর সেই বাড়ীতে খেলা-তামাসা ও সঙ্গীত উৎসব হইলেও বসিয়া আহার করিয়া চলিয়া আসিবে। আর যদি ভোজস্থলে অনুরূপ কিছু হয় তাহা হইলে বসা সমীচীন নহে; বরং উহা পরিহার করিয়া চলিয়া আসিবে। যেমন আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করেন : فَلَا تَقْعُدُوا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (তবে স্মরণ হওয়ার পর জালিমদের সাথে উপবেশন করিবেন না- সূরা আনআম ৬৮) আল্লামা ইবন আবেদীন শামী (রহ.) বলেন, তাহার জন্য চলিয়া আসা ওয়াজিব। ‘ইখতিয়ার’ গ্রন্থকার বলেন, কেননা, খেলা-তামাশা ও বাদ্যযন্ত্রের শব্দ শ্রবণ করা হারাম। আর দাওয়াত কবুল করা সুন্নত। ফলে হারাম হইতে বাঁচিয়া থাকাই শ্রেয়। অনুরূপ ভোজস্থলে যদি লোকেরা পরস্পর গীবত-শিকায়ত পর্যালোচনা করিতে থাকে সেই স্থলেও বসিবে না। কেননা, গীবত, খেলা-তামাশা হইতে অধিক মারাত্মক গুনাহ। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৯৮)

فَلْيَأْتِيَهَا (তখন সে যেন উক্ত দাওয়াতে সাড়া দেয়)। অর্থাৎ فليأت مكانها (তখন সে যেন ওলীমার স্থানে যায়)। উহা বাক্যটি হইবে, إذا دعى إلى مكان وليمة فليأتها (যখন ওলীমার স্থানে যাওয়ার দাওয়াত দেওয়া হয়, তখন সে যেন উক্ত দাওয়াত কবুল করে তথা উপস্থিত হয়)। আর مؤنث (স্ত্রীলিঙ্গ)-এর ضمير (সর্বনাম) পুনরাবৃত্তিতে কোন দোষ নাই। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৯৯)

(৩৩৯৯) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيُجِبْ قَالَ خَالِدٌ فَإِذَا عُيِدَ اللَّهُ يُنْزِلُهُ عَلَى الْعُرْسِ .

(৩৩৯৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযিঃ)-এর সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন। তিনি ইরশাদ করেন : তোমাদের কাহাকেও যখন ওলীমার দাওয়াত দেওয়া হয় সে যেন উহা কবুল করে। রাবী খালিদ (রহ.) বলেন, রাবী উবায়দুল্লাহ (রহ.) ইহা বিবাহের ওলীমার উপর প্রয়োগ করেন।

ব্যাক্য বিশ্লেষণ

يُنْزِلُهُ عَلَى الْعُرْسِ (ইহাকে বিবাহের ওলীমার উপর প্রয়োগ করেন)। অর্থাৎ وليمة العرس (বিবাহের ওলীমার উপর ...)। যেমন পরবর্তী রিওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে। العرس শব্দটির ২ বর্ণে সাকিন বা পেশ দ্বারা পঠনে দুইটি মশহুর পরিভাষা রহিয়াছে। ইহা স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত। তবে ইহার একটি পুংলিঙ্গ পরিভাষাও আছে। শারেহ নওয়াযী (রহ.) অনুরূপ বলিয়াছেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৯৯)

(৩৪০০) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ عُرْسٍ فَلْيُجِبْ .

(৩৪০০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের কাহাকেও যখন ওলীমার দাওয়াত দেওয়া হয় তখন সে যেন উহা কবুল করে।

(৩৪০১) حَدَّثَنَا أَبُو الزَّيْنِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ رَوَى وَحَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ائْتُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ .

(৩৪০১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবুর রবী’ ও আবু কামিল (রহ.) তাহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং কুতায়বা (রহ.) তাহারা ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি

বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদেরকে যখন দাওয়াত দেওয়া হয় তখন দাওয়াতে আসিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

اِئْتُوا الدَّعْوَةَ (দাওয়াতে আসিবে)। প্রকাশ্য যে, الدَّعْوَةُ শব্দের لام বর্ণটি عهد এর জন্য ব্যবহৃত। ইহা দ্বারা প্রথমে উল্লিখিত الولیمة মর্ম। ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, الولیمة শব্দটি যখন বন্দীত্বহীন উল্লেখ করা হয় তখন ইহা দ্বারা বিবাহের ওলীমা মর্ম। পক্ষান্তরে অন্যান্য ولاء (আপ্যায়নসমূহ)। উহাকে বন্দীত্বসহকারে উল্লেখ করিতে হয়। আর لام বর্ণটিকে عموم (ব্যাপক)-এর উপর প্রয়োগ করা যাইতে পারে। হাদীছের রাবী ইহা দ্বারা বুঝাইয়াছেন যে, বিবাহের দাওয়াত হউক বা অন্য কোন দাওয়াত। সকল দাওয়াতই কবুল করিবে, যেমন পরবর্তী হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৪৯৯)

(৩৪০২) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ.

(৩৪০২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... নাকি' (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবন উমর (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, তোমাদের কেহ যখন তাহার ভাইকে দাওয়াত দেয় তখন সে যেন তাহার দাওয়াত কবুল করে। বিবাহের দাওয়াত হউক কিংবা অন্য কোন দাওয়াত।

(৩৪০৩) وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دُعِيَ إِلَى عُرْسٍ أَوْ نَحْوِهَا فَلْيُجِبْ.

(৩৪০৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন মানসুর (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যাহাকে বিবাহ ভোজে কিংবা অন্য কোন (শরীআতসম্মত) অনুষ্ঠানে দাওয়াত দেওয়া হয় সে যেন উহা কবুল করে।

(৩৪০৪) حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ائْتُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ

(৩৪০৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হুমায়দ বিন মাস'আদ বাহিলী (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদেরকে যখন দাওয়াত দেওয়া হয় তখন তোমরা দাওয়াতে উপস্থিত হইবে।

(৩৪০৫) وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجِيبُوا هَذِهِ الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ لَهَا قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَأْتِي الدَّعْوَةَ فِي الْعُرْسِ وَغَيْرِ الْعُرْسِ وَيَأْتِيهَا وَهُوَ صَابِرٌ.

(৩৪০৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারুন বিন আবদুল্লাহ (রহ.) তিনি ... নাকি' (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা এই (ওলীমার) দাওয়াত কবুল করিবে যখন তোমাদেরকে উহার জন্য দাওয়াত দেওয়া হয়। রাবী (নাকি' রহ.) বলেন, আবদুল্লাহ বিন উমর

(রাযিঃ) বিবাহের কিংবা বিবাহ ছাড়া অন্য যে কোন দাওয়াতে তিনি উপস্থিত হইতেন। এমনকি তিনি রোযাদার অবস্থায়ও (উপস্থিত হইতেন)।

(৩৪০৬) وَحَدَّثَنِي حَزْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى كُرَاعٍ فَأَجِيبُوا.

(৩৪০৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন তোমাদেরকে বকরীর পায়া খাওয়ার দাওয়াত দেওয়া হয় তখন তোমরা উহা কবুল করিও।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى كُرَاعٍ (যখন তোমাদেরকে পায়া ভোজের দাওয়াত দেওয়া হয়)। كُرَاعٌ শব্দটির كُ বর্ণে পেশ ৮ বর্ণ তাশদীদবিহীন এবং শেষে ع বর্ণে পঠিত। ইহা গরু ও বকরীর পায়ের নলা, খুরা এবং হাতের কবজি পর্যন্ত অংশ। ঘোড়া ও উটের সামনের পায়ের নলাকেও كُرَاعٌ বলা হয়। শারেহ নওয়াযী (রহ.) বলেন, জমহুরের উলামার মতে এই স্থানে كُرَاعٌ দ্বারা الشاة (বকরীর পায়া) মর্ম। - (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৪৯৯)

(৩৪০৭) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ۞ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ الْمُثَنَّى إِلَى طَعَامٍ.

(৩৪০৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুহান্না (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) তাহারা ... জাবির (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের কাহাকেও যখন খাওয়ার দাওয়াত দেওয়া হয় তখন সে যেন দাওয়াত কবুল করে। অতঃপর (উপস্থিত হইয়া) ইচ্ছা করিলে আহার করিবে, আর ইচ্ছা করিলে আহার করিবে না। রাবী ইবনুল মুহান্না (রহ.) নিজ বর্ণিত রিওয়ায়তে إِلَى طَعَامٍ (খাবারের দিকে) কথাটি উল্লেখ করেন নাই।

(৩৪০৮) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ.

(৩৪০৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... আবু যুবায়র (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৩৪০৯) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَابِئًا فَلْيُصَلِّ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيُطْعَمْ.

(৩৪০৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবু বকর বিন আবু শায়বা (রহ.) তিনি ... আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : তোমাদের কাহাকেও যখন দাওয়াত দেওয়া হয় তখন সে যেন উহা কবুল করে যদি সে রোযাদার হয় তাহা হইলে সে যেন তথায় গিয়া দু'আ-কালাম পড়ে। আর যদি রোযাদার না হয় তাহা হইলে সে যেন আহার করে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وان كان (সে যেন তথায় গিয়া দু'আ কালাম পড়ে)। আবু দাউদ শরীফে সংকলিত হাদীছে আছে (আর সে রোযাদার হইলে সে যেন তথায় গিয়া (বরকতের জন্য) দু'আ পড়ে)। আলোচ্য হাদীছে (দু'আ) মর্ম। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, কতক শারেহ প্রকাশ্যের উপর প্রয়োগ করিয়া বলেন, সে রোযাদার হইলে (নফল) নামাযে মগ্ন থাকিবে যাহাতে সে উহার ফযীলত প্রাপ্ত হয় এবং নিমন্ত্রণকারী ঘরবাসী ও উপস্থিতি মেহমানদের জন্য উহা বরকতপূর্ণ হয়। তবে ইহা ব্যাপকভাবে প্রয়োগের উপর আপত্তি আছে। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ রহিয়াছে لا صلوة بحضرة الطعام (খাবার হাযির হইলে নামায নাই)। সম্ভবতঃ ইহা সাযিম ব্যতীত অন্যান্যদের ক্ষেত্রে খাস হইবে। আল্লাহ সুবহানাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। - (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫০০)

(৩৪১০) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بِئْسَ الطَّعَامُ الْوَلِيمَةُ يُدْعَى إِلَيْهِ الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ فَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

(৩৪১০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, সর্বাপেক্ষা মন্দ খাদ্য হইতেছে সেই ওলীমার খাদ্য যাহাতে কেবল ধনীদেব দাওয়াত করা হয় এবং গরীবদেরকে ত্যাগ করা হয়। যেই ব্যক্তি (ওলীমার) দাওয়াত (কবুল করা) ত্যাগ করে সে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের অবাধ্যতা করিয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بِئْسَ الطَّعَامُ (আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, কী মন্দ খাদ্য ...)। শারেহ নওয়াযী (রহ.) বলেন, ইমাম মুসলিম (রহ.) এই হাদীছকে আবু হুরায়রা (রাযিঃ)-এর মাওকুফ হিসাবে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে মারফু হিসাবে তথা উভয়ভাবে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। কোন সাহাবী (রাযিঃ) হইতে হাদীছ মাওকুফ ও মারফু হিসাবে বর্ণিত হইলে সহীহ মাযহাব মতে মাওকুফ হিসাবে বর্ণিত হাদীছও মারফু হিসাবে গণ্য হয়। কেননা, ইহা ছিকাহ রাবীর অতিরিক্ত, যাহা গৃহীত। এই হাদীছের অর্থ হইতেছে যে, ইহাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরে লোকদের মধ্যে যাহা ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে তাহার খবর দেওয়া। যেমন ওলীমা ও অন্যান্য আপ্যায়নে ধনীদেব প্রতি অধিক মনোযোগ দেওয়া, দাওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে তাহাদেরকে বিশেষত্ব প্রদান করা, তাহাদেরকে উত্তম খাদ্য পরিবেশনের মাধ্যমে অগ্রাধিকার দেওয়া, তাহাদের জন্য উর্ধ্বস্থানে বসার ব্যবস্থা করা, তাহাদেরকে আগে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা এবং অনুরূপ মন্দ বৈশেষ্ট্যাবলী যাহা সাধারণতঃ ওলীমাসমূহে (বিভিন্ন আপ্যায়নে) হইয়া থাকে। আল্লাহ তা'আলা সাহায্যকারী। - (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫০০)

لَطْعَامُ الْوَلِيمَةِ (কেবল ধনীদেব দাওয়াত দেওয়া হয়)। বাক্যটি حال এর স্থলে (ওলীমার খাবারের জন্য) অর্থাৎ নিশ্চয়ই উহা মন্দ খাদ্য হইবে যদি উহাতে এই গুণ পাওয়া যায়। এই কারণে ইবন মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, إذا خَصَّ الْغَنَى وَتَرَكَ الْفَقِيرَ أَمْرًا لَا نَجِيْب (যখন বিশেষভাবে ধনীদেব দাওয়াত দেওয়া হয় এবং ফকীরদের বর্জন করা হয়। এই ধরনের দাওয়াত কবুল না করার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

আল্লাহ ইবন বাতাল (রহ.) বলেন, নিমন্ত্রণকারী যদি ধনী এবং ফকীরদের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করেন এবং প্রত্যেককেই পৃথকভাবে ভোজের ব্যবস্থা করেন তাহাতে কোন দোষ নাই। হযরত ইবন উমর (রাযিঃ) অনুরূপ করিয়াছেন। - (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫০০)

(৩৪১১) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ يَا أَبَا بَكْرٍ كَيْفَ هَذَا الْحَدِيثُ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْأَغْنِيَاءِ فَضَحَكَ فَقَالَ لَيْسَ هُوَ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْأَغْنِيَاءِ قَالَ سُفْيَانُ وَكَانَ أَبِي غَنِيًّا فَأَفْزَعَنِي هَذَا الْحَدِيثُ حِينَ سَمِعْتُ بِهِ فَسَأَلْتُ عَنْهُ الزُّهْرِيَّ فَقَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ اشْرُ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيَمَةِ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَا لَكَ.

(৩৪১১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবু উমর (রহ.) তিনি সুফয়ান (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি ইমাম যুহরী (রহ.)কে বলিলাম, হে আবু বকর! এই যে হাদীছ “সর্বাধিক মন্দ খাদ্য ধনীদের খাদ্য”-এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কী? তখন তিনি হাসি দিলেন এবং বলিলেন, না ধনীদের খাদ্য সর্বাপেক্ষা মন্দ খাদ্য নহে। রাবী সুফয়ান (রহ.) বলেন, আমার পিতা ধনী ছিলেন বলিয়া এই হাদীছ শ্রবণের পর আমি আতঙ্কিত হইলাম। ফলে আমি ইমাম যুহরী (রহ.)-এর কাছে এই হাদীছ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি (ইমাম যুহরী (রহ.) জবাবে) বলিলেন, আমার নিকট আবদুর রহমান আল-আ'রাজ (রহ.) হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি আবু হুরায়রা (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট খাদ্য ওলীমার খাদ্য। অতঃপর তিনি রাবী মালিক (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন।

(৩৪১২) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ الْأَعْرَجِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيَمَةِ نَحْوَ حَدِيثِ مَا لَكَ.

(৩৪১২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাহারা ... আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, নিকৃষ্টতর খাদ্য হইল ওলীমার খাদ্য। অতঃপর রাবী মালিক (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

(৩৪১৩) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الرِّزَّادِ عَنْ الْأَعْرَجِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَ ذَلِكَ.

(৩৪১৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবু উমর (রহ.) তিনি ... আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন।

(৩৪১৪) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ زِيَادَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ ثَابِتًا الْأَعْرَجِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيَمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا وَمَنْ لَمْ يُجِبْ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

(৩৪১৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবু উমর (রহ.) তিনি ... আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ নিকৃষ্ট খাদ্য হইতেছে ওলীমার খাদ্য যেইখানে আগমনে ইচ্ছুকদেরকে নিষেধ করা হয় এবং অনিচ্ছুকদের দাওয়াত দেওয়া হয়। যেই ব্যক্তি (অবজ্ঞা প্রদর্শনে) দাওয়াত কবুল করে না সে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অবাধ্যতা করিল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ : فَقَدْ عَصَى اللَّهَ (সে আল্লাহ ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অবাধ্যতা করিল)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, ইহা ওলীমার দাওয়াত কবুল করা ওয়াজিব হওয়ার দলীল। কেননা, ওয়াজিব তরক করা ছাড়া গুনাহের প্রয়োগ হয় না। - (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫০০)

بَابُ لَا تَحِلُّ الْمُطَلَّقةُ ثَلَاثًا بِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَيَطَافُهَا ثُمَّ يُفَارِقُهَا وَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا

অনুচ্ছেদ : তিন তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী তালাকদাতার জন্য হালাল নহে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে অন্য স্বামীর সহিত বিবাহ হয় এবং সে তাহার সহিত সহবাস করে। অতঃপর তালাক দেয় এবং ইদত পালন করে

(৩৪১৫) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَاللَّفْظُ لِعَمْرِو قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةً رِفَاعَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبِتَّ طَلَاقِي فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الرَّبِيعِ وَإِنْ مَا مَعَهُ مِثْلُ هَذِهِ الثُّوبِ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتِكَ قَالَتْ وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَهُ وَخَالِدٌ بِالنَّبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَنَادَى يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَا تَسْمَعُ هَذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(৩৪১৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবু বকর বিন আবু শায়বা ও আমরুন নাকিদ (রহ.) তাহারা ... হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রিফা'আ (রাযিঃ)-এর স্ত্রী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে হাযির হইয়া আরয করিল। আমি রিফা'আ (রাযিঃ)-এর নিকট ছিলাম, সে আমাকে তালাক দিয়াছে পূর্ণ তালাক। অতঃপর আমি আবদুর রহমান বিন যাবীর (রাযিঃ)কে বিবাহ করি। আর তাহার কাছে যাহা আছে তাহা কাপড়ের আঁচলের মত। ইহা শ্রবণ করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসি হাসিলেন এবং ইরশাদ করিলেন, তুমি কি পুনরায় রিফা'আর কাছে প্রত্যাবর্তন করিতে চাও। উহা হইবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি তাহার হইতে সহবাসের স্বাদ গ্রহণ করিবে এবং সেও তোমার হইতে সম্ভোগ স্বাদ গ্রহণ করিবে। হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলেন, তখন আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) তাহার পাশে বসা ছিলেন এবং খালিদ বিন সাঈদ (রাযিঃ) দরজায় অপেক্ষা করিতে ছিলেন যে, অনুমতি পাইলে ভিতরে প্রবেশ করিবেন। তখন খালিদ বিন সাঈদ (রাযিঃ) (আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)কে) ডাক দিয়া বলিলেন, ইয়া আবু বকর! আপনি কি শ্রবণ করেননি এই মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মুখে উচ্চস্বরে কি বলিয়াছে?

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

جَاءَتْ امْرَأَةً رِفَاعَةَ (রিফা'আ (রাযিঃ)-এর স্ত্রী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিল)। রাবী মালিক (রহ.) আবদুর রহমান বিন যাবীর (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে তালাক প্রদত্ত স্ত্রীর নাম তুমাইমা বিনত ওহাব (রাযিঃ) বলিয়াছেন। তবে تَمِيمَةَ শব্দটি 'তামীমা' কিংবা 'তুমাইমা' এতদুভয়ে মতানৈক্য আছে। দ্বিতীয়টি প্রাধান্য। - (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫০১)

رِفَاعَةَ الْقُرْطِيِّ ابْنِ سَمُوْا (রিফা'আর নিকট ছিলাম)। তিনি হইলেন رِفَاعَةُ الْقُرْطِيِّ ابْنِ سَمُوْا (বিফা'আ কুরায়ী ইবন সামাউয়াল (রাযিঃ))। سَمُوْا শব্দটি م و বর্ণে যবর و বর্ণে সাকিন অতঃপর هـ বর্ণের পর ل বর্ণ দ্বারা পঠিত। - (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫০১)

فَبِتَّ طَلَاقِي (পূর্ণ তালাক)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, প্রকাশ্য যে, রিফা'আ (রাযিঃ) তাহার স্ত্রী (তুমাইমা)কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছেন انت طالق البتة (তুমি অকাট্য তালাক)। সম্ভবতঃ ইহা দ্বারা বায়িন

আর উহা হইতেছে পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ স্ত্রীলিঙ্গে প্রবেশ করা। আল্লামা ইবনুল মুনযির (রহ.) বলেন, উলামায়ে ইমাম এই বিষয়ে একমত হইয়াছেন যে, তালাক প্রাপ্তা মহিলার প্রথম স্বামী হওয়ার জন্য দ্বিতীয় স্বামীর সহিত সহবাস করা শর্ত। কেবলমাত্র সাঈদ বিন মুসাইয়ী এই বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেন। - (ফ: মু: ৩৫৫০২)

(৩৪১৬) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَزْمَةُ بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لِحَزْمَةَ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا وَقَالَ حَزْمَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَتَّ طَلَقَهَا فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ فَجَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ الْهُدْيَةِ وَأَخَذَتْ بِهَذِيئَةٍ مِنْ جَلْبَابِهَا قَالَتْ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَاكِحًا فَقَالَ لَعَلَّكَ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتِكَ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَأَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ ابْنُ الْعَاصِ جَالِسٌ بِبَابِ الْحُجْرَةِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ قَالَ فَطَفِقَ خَالِدٌ يُنَادِي أَبَا بَكْرٍ أَلَا تَرْجُرُ هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(৩৪১৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবু তাহির ও হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তাহারা ... উরওয়া বিন যুযায়র (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) তাঁহাকে জানান যে, রিফা'আ কুরাযী (রাযিঃ) তাঁহার স্ত্রীকে তালাক দেয়। সে তাহাকে পূর্ণরূপেই তালাক দিয়া দেয়। অতঃপর উক্ত তালাক প্রাপ্তা মহিলা আবদুর রহমান বিন যাবীর (রাযিঃ)কে বিবাহ করে। অতঃপর উক্ত মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিয়া আরয করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে ছিল রিফা'আ (রাযিঃ)-এর স্ত্রী। রিফা'আ তাহাকে পুরোপুরিভাবে তিন তালাক দিয়া দেয়। তাহার পরে সে আবদুর রহমান বিন যাবীর (রাযিঃ)কে বিবাহ করে। আল্লাহ তা'আলার কসম! তাহার সহিত তো কেবল বস্ত্রের প্রান্তভাগের অনুরূপ রহিয়াছে। ইহা বলিয়া উক্ত মহিলা তাহার নিজ উড়নার আচল দেখাইল। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসিলেন। অতঃপর তিনি ইরশাদ করিলেন, সম্ভবতঃ তুমি রিফা'আর কাছে পুনরায় ফিরিয়া যাইতে চাও! না, এইরূপ হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তোমার সম্মুখে স্বাদ লাভ করে এবং তুমিও তাহার রসাস্বাদন কর। এই সময় হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পার্শ্বে বসা ছিলেন এবং খালিদ বিন সাঈদ বিন আস (রাযিঃ) ছিলেন দরজার উপর বসা, তাঁহাকে হজরায় প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয় নাই। রাবী বলেন, তখন খালিদ (রাযিঃ) আবু বকর (রাযিঃ)কে ডাক দিয়া বলিলেন, আপনি কেন এই মহিলাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে এই সকল কথা বলিতে বারণ করিতেছেন না?

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

পূর্ববর্তী হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

(৩৪১৭) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَهَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ فَجَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ

(৩৪১৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তিনি ... হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রিফা'আ কুরায়ী (রাযিঃ) তাহার স্ত্রীকে তালাক দেয়। অতঃপর সেই তালাকপ্রাপ্তা মহিলা আবদুর রহমান বিন যাবীর (রাযিঃ)কে বিবাহ করে। অতঃপর সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে হাযির হইয়া আরয করে, রিফা'আ তাহাকে পূর্ণাঙ্গ তিন তালাক প্রদান করিয়াছে। অতঃপর রাবী ইউনুস (রহ.) বর্ণিত (পূর্ববর্তী) হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

(৩৪১৮) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو سَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ عَنْ الْمَرْأَةِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ فَيُطْلِقُهَا فَتَتَزَوَّجُ رَجُلًا فَيُطْلِقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَتَحِلُّ لِرَجُلٍ الْأَوَّلِ قَالَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا

(৩৪১৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন 'আলা আল হামাদানী (রহ.) তিনি ... হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, জনৈক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করে যাহাকে একব্যক্তি বিবাহ করে, অতঃপর সে তাহাকে তালাক প্রদান করে। তারপর সেই মহিলা অপর এক ব্যক্তিকে বিবাহ করে। কিন্তু সে তাহার সহিত সহবাস করিবার পূর্বে তালাক প্রদান করে। এখন কি তাহার জন্য তাহার প্রথম স্বামীকে বিবাহ করা হালাল হইবে? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, না, যেই পর্যন্ত না সে সৎশ্লিষ্ট স্ত্রীর সন্তোগ স্বাদ লাভ করে।

(৩৪১৯) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

(৩৪১৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবু বকর বিন আবু শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবু কুরায়ব (রহ.) তাহারা সকলে ... হিশাম (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

(৩৪২০) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَأَرَادَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا حَتَّى يَذُوقَ الْآخِرَ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الْأَوَّلُ.

(৩৪২০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবু বকর বিন আবু শায়বা (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করে। অতঃপর অন্য এক ব্যক্তি তাহাকে বিবাহ করে। অতঃপর সেও সহবাস করার পূর্বেই তাহাকে তালাক দিয়া দেয়। এখন প্রথম স্বামী তাহাকে (পুনরায়) বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছে, এই সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে জিজ্ঞাসা করা হইল। তখন তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, না, যেই পর্যন্ত না তাহারা একে অপরের সহিত সেইরূপ সন্তোগের স্বাদ লাভ করিবে সেইরূপ প্রথম স্বামী সন্তোগের স্বাদ লাভ করিয়াছিল।

(৩৪২১) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَفِي حَدِيثِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ

(৩৪২১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তাহারা ... উবায়দুল্লাহ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে রাবী ইয়াহইয়া (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে উবায়দুল্লাহ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কাসিম (রহ.), তিনি হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন।

بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ الْجَمَاعِ

অনুচ্ছেদ : জমীসহবাসের পূর্বে যাহা পাঠ করা মুস্তাহাব-এর বিবরণ

(৩৪২২) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَاقُّنَ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرَ بَيْنَهُمَا وَلَدَفِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا.

(৩৪২২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : তোমাদের কেহ যখন তাহার জ্বীর সহিত সহবাস করিতে ইচ্ছা করে তখন সে যেন পাঠ করে : بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا (আল্লাহ তা'আলার নামে! হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে শয়তান হইতে দূরে রাখুন। আর আমাদেরকে আপনি যাহা দান করিবেন তাহাকেও শয়তান হইতে দূরে রাখুন)। ফলে এই সহবাসে তাহাদের ভাগ্যে যদি কোন সন্তান হয় তাহা হইলে শয়তান কখনও তাহার ক্ষতি করিতে সক্ষম হইবে না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِذَا (যখন ইচ্ছা করিবে) অর্থাৎ জমীসহবাস আরম্ভ করার পূর্বে। মুহান্না আলী কারী (রহ.) বলেন, 'ইবন আবী শায়বা (রহ.) ইবন মাসউদ (রাযিঃ) হইতে মাওকুফ হিসাবে রিওয়ায়ত করেন যখন সে বীর্যপাত ঘটাইবে তখন (মনে মনে) বলিবে : اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِي مَا رَزَقْتَنِي نَصِيبًا (হে আল্লাহ! আমাকে যাহা দান করিবেন উহাতে শয়তানের কোন অংশ দিবেন না)। সম্ভবতঃ এই কলমাটি স্বামী অন্তরে পাঠ করিবে কিংবা সহবাস শেষে। কেননা, সর্বসম্মত মতে সহবাসকালীন অবস্থায় মুখে আল্লাহর যিকর করা মাকরুহ। - (ফ: মু: ৩৪৫০৭)

بَعْدَنَا (আমাদের হইতে দূরে) অর্থাৎ جَنِّبْنَا (আমাদেরকে শয়তান হইতে দূরে রাখুন) - (ফতহুল মুলহিম ৩৪৫০৭)

لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ الْوَلَدَ (শয়তান সন্তানের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না) অর্থাৎ (তাহার ক্ষতি করিতে পারিবে না) - (ফতহুল মুলহিম ৩৪৫০৮)

أَبَدًا (কখনও না, চিরতরে, সর্বদা, চিরকালের জন্য)। মুহান্না আলী কারী (রহ.) বলেন, ইহাতে ইঙ্গিত রহিয়াছে, সহবাসের মাধ্যমে জরায়ুতে বীর্য পৌছানোর প্রাক্কালে যিকরুল্লাহ পাঠের বরকতে সন্তানটি কুফরী হইতে বাঁচিয়া খাতিমা বিল খায়র হইবার তৌফিক হইবে। আল্লামা ইবন হাজার (রহ.) বলেন, আবদুর রাজ্জাক হইতে মুরসাল রিওয়ায়ত আছে, যখন কোন ব্যক্তি নিজ জ্বীর সহিত সহবাস করিবে তখন বলিবে : بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ بَارِكْ (আল্লাহ তা'আলার নামে, হে আল্লাহ! আমাদের যাহা আপনি

দান করিবেন উহাতে বরকত দিন আর আপনি আমাদের যাহা দিবেন উহাতে শয়তানের ভাগ রাখিবেন না)। তাহা হইলে আশা করা যায় যে, উক্ত সহবাসে স্ত্রী গর্ভবতী হইলে নেক সন্তান লাভ হইবে। - (ঐ)

(৩৪২৩) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا عَنْ الثَّوْرِيِّ بِإِسْنَادٍ عَنْ مَنْصُورٍ بِمَعْنَى حَدِيثِ جَرِيرٍ غَيْرَ أَنَّ شُعْبَةَ لَيْسَ فِي حَدِيثِهِ ذِكْرُ بِاسْمِ اللَّهِ وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ الثَّوْرِيِّ بِاسْمِ اللَّهِ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ قَالَ مَنْصُورٌ أَرَاهُ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ.

(৩৪২৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুহান্না ও ইবন বাশশার (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাহারা ... মানসূর (রহ.) হইতে রাবী জারীর (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের সমন্বয়ে হাদীছ বর্ণনা করেন। তবে রাবী শু'বা (রহ.) তাহার বর্ণিত হাদীছে بِسْمِ اللَّهِ (আল্লাহ তা'আলার নামে) উল্লেখ করেন নাই। আর রাবী ছাওরী (রহ.) সূত্রে আবদুর রাজ্জাক (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে بِسْمِ اللَّهِ (আল্লাহ তা'আলার নামে) রহিয়াছে। আর রাবী ইবন নুমায়র (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়েতে আছে যে, মানসূর (রহ.) বলেন, আমার ধারণা যে, তিনি বলিয়াছেন 'বিসমিল্লাহ' (আল্লাহ তা'আলার নামে)।

بَابُ جَوَازِ جَمَاعِهِ امْرَأَتُهُ فِي قُبُلِهَا مِنْ قَدَامِهَا وَمِنْ وَرَائِهَا مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِلدُّبْرِ

অনুচ্ছেদ : মলদ্বার ছাড়া স্ত্রীর সম্মুখ কিংবা পিছন দিক হইতে সহবাস করা জাযিয়-এর বিবরণ

(৩৪২৪) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ كَانَتْ الْيَهُودُ تَقُولُ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبْرِهَا فِي قُبُلِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَذَرْتُ {نِسَاءُكُمْ حَزَتْ لَكُمْ فَأَتُوا حَزَّتْكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}

(৩৪২৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ, আবু বকর বিন আবু শায়বা এবং আমরুন নাকিদ (রহ.) তাহারা ... ইবনুল মুনকাদির (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরত জাবির (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন। ইয়াহুদীরা বলিত, কোন লোক তাহার স্ত্রীর পিছন দিক হইতে তাহার যোনিদ্বারে সহবাস করিলে ইহাতে সন্তান টেরা চোখ বিশিষ্ট হইবে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই নাযিল হয় : نِسَاءُكُمْ حَزَتْ لَكُمْ فَأَتُوا حَزَّتْكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ (তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য ক্ষেত (স্বরূপ), অতএব তোমরা যেইভাবে ইচ্ছা তাহাদেরকে ব্যবহার কর- সূরা বাকারা ২২৩)

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

النساء البذر في الحث (চাষ) হইল (স্বরূপ) (তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য শস্য (স্বরূপ)) نِسَاءُكُمْ حَزَتْ لَكُمْ (স্ত্রীর পিছন দিক হইতে তাহার যোনিদ্বারে ...) আল্লামা ইবনুল মুলক (রহ.) বলেন, স্বামী স্ত্রীর পিঠের পিছন দিকে থাকিয়া তাহার সম্মুখ পথে (যোনিদ্বারে) পুংলিঙ্গ প্রবিষ্ট করানো। কেননা মলদ্বারে স্ত্রীসহবাস করা সকল ধর্মেই হারাম। - (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫০৮)

القضاء البذر في الحث (চাষ) হইল (স্বরূপ) (তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য শস্য (স্বরূপ)) نِسَاءُكُمْ حَزَتْ لَكُمْ (স্ত্রীর পিছন দিক হইতে তাহার যোনিদ্বারে ...) আল্লামা ইবনুল মুলক (রহ.) বলেন, স্বামী স্ত্রীর পিঠের পিছন দিকে থাকিয়া তাহার সম্মুখ পথে (যোনিদ্বারে) পুংলিঙ্গ প্রবিষ্ট করানো। কেননা মলদ্বারে স্ত্রীসহবাস করা সকল ধর্মেই হারাম। - (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫০৮)

النساء البذر في الحث (চাষ) হইল (স্বরূপ) (তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য শস্য (স্বরূপ)) نِسَاءُكُمْ حَزَتْ لَكُمْ (স্ত্রীর পিছন দিক হইতে তাহার যোনিদ্বারে ...) আল্লামা ইবনুল মুলক (রহ.) বলেন, স্বামী স্ত্রীর পিঠের পিছন দিকে থাকিয়া তাহার সম্মুখ পথে (যোনিদ্বারে) পুংলিঙ্গ প্রবিষ্ট করানো। কেননা মলদ্বারে স্ত্রীসহবাস করা সকল ধর্মেই হারাম। - (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫০৮)

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ-ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (তোমরা যে বীজ বপন কর, সে সম্পর্কে ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? উহাকে কি তোমরা উদগত কর, না আমিই উৎপন্নকারী?— সূরা ওয়াকিয়া ৬৩-৬৪)

আল্লামা জাওহারী (রহ.) বলেন, الزارع হইল الحارث (শস্যক্ষেত) আর হইল الزارع (রোপনকারী, চাষী)। আল্লামা মুত্তা আলী কারী (রহ.) حَرَثْتُكُمْ (তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত স্বরূপ) অর্থাৎ مواضع زراعة (তোমাদের সন্তান চাষের স্থানসমূহ)। অর্থাৎ জীগণ তোমাদের জন্য চাষাবাদের লক্ষ্যে নির্ধারিত যমীনের স্থলাভিষিক্ত। আর উহার স্থান হইল সম্মুখ পথ (যোনিদ্বার)। কেননা, পশ্চাৎপথ হইতেছে মলদ্বার। যাহা চাষাবাদের স্থান নহে। - (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫০৮)

من أين شئتم (তোমরা যেই দিক হইতে) কাতাদা (রহ.) বলেন, (তোমরা যেইভাবে ইচ্ছা কর) أَنَّى شِئْتُمْ (তোমরা যেইভাবে ইচ্ছা কর)। মুজাহিদ (রহ.) বলেন, كيف شئتم (তোমরা যেইভাবে ইচ্ছা কর)। আর যাহুহাক (রহ.) বলেন متى متى (তোমরা যখন ইচ্ছা কর)। যাহা হউক أَنَّى শব্দটি (যেইদিক), كيف (যেইভাবে, যেইরূপে) এবং متى (যখন) অর্থে ব্যবহৃত হয়। - (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫০৮ সংক্ষিপ্ত)

(৩৪২৫) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ يَهُودَ كَانَتْ تَقُولُ إِذَا أُتِيَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا ثُمَّ حَمَلَتْ كَانَ وَلَدُهَا أَحْوَلَ قَالَ فَأَنْزِلَتْ {يَسْأَلُكُمْ خَزَنَتُكُمْ فَمَا آخَزْتُكُمْ أَتَى شِئْتُمْ}

(৩৪২৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রুমহ (রহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইয়াহুদীরা বলিতেছিল যে, যদি কেহ আপন স্ত্রীর সহিত এইরূপে সঙ্গম করে যে, স্ত্রী পৃষ্ঠ পুরুষের সম্মুখভাগে থাকে। অতঃপর সে গর্ভবতী হইলে তাহার সন্তান বক্র চোখা জন্ম হয়। রাবী বলেন, এই প্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয় : يَسْأَلُكُمْ خَزَنَتُكُمْ فَمَا آخَزْتُكُمْ : (তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত স্বরূপ, অতএব তোমরা যেইভাবে ইচ্ছা তাহাদেরকে ব্যবহার কর- সূরা বাকারা ২২৩)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

يَهُودَ (ইয়াহুদীরা) অনুরূপই মুসলিম শরীফের নুসখায় শব্দটি غيرمنصرف হিসাবে ব্যবহৃত। কেননা, ইহা দ্বারা قبيلة اليهود (ইয়াহুদ সম্প্রদায়) মর্ম। সুতরাং تانيث এবং علمية এই দুই সبب এর কারণে غيرمنصرف হইয়াছে। - (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫১০)

ثُمَّ حَمَلَتْ (অতঃপর সে গর্ভবতী হইলে)। ইহা দ্বারা স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, স্ত্রীর সহিত সঙ্গম দ্বারা যোনিদ্বারে সঙ্গম মর্ম, মলদ্বারে নহে। - (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫১০)

(৩৪২৬) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ رَوَى عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ أَيُّوبَ رَوَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ رَوَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ رَوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ وَهَارُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ رَاشِدٍ يَحْدِثُ عَنْ الزُّهْرِيِّ رَوَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مَعْبُدٍ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدِيثُ وَرَأْدِي حَدِيثُ النُّعْمَانِ عَنْ الزُّهْرِيِّ إِنْ شَاءَ مُجَبِّدَةٌ وَإِنْ شَاءَ غَيْرُ مُجَبِّدَةٍ غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ فِي صَمَامٍ وَاحِدٍ.

(৩৪২৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবদুল ওয়ারিছ বিন আবদুস সামাদ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন মুহান্না (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং উবায়দুল্লাহ বিন সাইদ, হারুন বিন আবদুল্লাহ ও আবু মা'ন রশকাশী (রহ.) তাহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং সুলায়মান বিন মা'বাদ (রহ.) তাহারা ... জাবির (রাযিঃ) হইতে এই হাদীছ বর্ণনা করেন। তবে ইমাম যুহরী (রহ.) সূত্রে রাবী নুমান বর্ণিত হাদীছে এতখানি অতিরিক্ত আছে। সে (স্বামী) ইচ্ছা করিলে উপর করিয়া, ইচ্ছা করিলে উপর না করিয়া (সঙ্গম) করিবে। তবে সঙ্গম একই (যোনি) দ্বারে হইতে হইবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مُجَبِّئَةً (উপূর) শব্দটির م বর্ণে পেশ ج বর্ণে যবর ب বর্ণে তাশদীদসহ যের অতঃপর ی বর্ণ দ্বারা পঠিত। অর্থাৎ مكبوبة على وجهها (স্ত্রীকে অধোমুখী করিয়া) (নওয়াযী) - (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫১১)

صِنَامٍ শব্দটির ص বর্ণে যের এবং م বর্ণে তাশদীদবিহীন পঠিত। ইহা হইতেছে المنفد (ছিদ্র, ফাঁক, পথ, দরজা, জানালা) অর্থাৎ ثقب واحد (একই ফাঁক দিয়া)। ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে القبل (যৌনিপথ)। - (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫১১)

بَابُ تَحْرِيمِ امْتِنَاعِهَا مِنْ فِرَاشِ زَوْجِهَا

অনুচ্ছেদ : স্বামীর বিছানা পরিহার করা স্ত্রীর জন্য হারাম-এর বিবরণ

(৩৪২৭) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَالْأَفْظُ لَابْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ.

(৩৪২৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুহান্না ও ইবন বাশ্শার (রহ.) তাহারা ... আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করেন, স্বামীর বিছানা ত্যাগ করিয়া কোন স্ত্রী রাত্রি যাপন করিলে ফিরিশতাগণ তাহার প্রতি ফজর পর্যন্ত বদ-দু'আ করিতে থাকেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

هَاجِرَةً (ত্যাগ করে) সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত হইয়াছে مهاجرة (ছাড়িয়া যাওয়া, পরিহার করা, দেশত্যাগ করা, হিজরত করা)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, مهاجرة শব্দটি প্রকাশ্য হিসাবে مفاعلة এর সীগা হইলেও এই স্থানে مفاعلة এর শব্দ নহে; বরং ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে انها هي التي هجرت (তিনি সেই পরিহার-কারিণী)। কখনও مفاعلة শব্দ দ্বারা نفس الفعل (খোদ কর্ম) মর্ম হইয়া থাকে। ফলে তাহার উপর ভৎসনা পতিত হইবে না। তবে যদি সে প্রকাশ্যভাবে পরিহারকারিণী হয় এবং ইহার কারণে তাহার উপর তাহার স্বামী ক্রোধান্বিত থাকে। - (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫১১)

لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ (ফিরিশতাগণ তাহার প্রতি লা'নত (বদ-দু'আ) করিতে থাকেন)। আল্লামা المهلب (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, গুনাহগার মুসলিমের উপর লা'নত করা জাযিয় যদি ইহা দ্বারা তাহাকে ভয় প্রদর্শন উদ্দেশ্য হয়। যাহাতে এই কর্মে সমাবৃত না হয়। আর যদি ঘটনাক্রমে সমাবৃত হইয়া যায় তাহা হইলে তাহাকে তাওবা ও হিদায়তের দিকে আহ্বান করা হইবে। 'ফতহুল মুলহিম' গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, আলোচ্য হাদীছে এই বন্দীত্বের ফায়দা দেয় না; তবে ইহা অন্য দলীল দ্বারা অনুরূপ প্রমাণিত হয়। তবে আমাদের কতক শায়খ আল্লামা

মুহাম্মাব (রহ.) আলোচ্য হাদীছ দ্বারা প্রমাণ দিয়া যাহা উল্লেখ করিয়াছেন উহার উপর সম্মত হইয়া বলেন, নির্দিষ্ট গুনাহগারের প্রতি লা'নত করা জাযিয় আছে। কিন্তু এই অভিমতে আপত্তি আছে। সঠিক অভিমত হইতেছে যে, যাহারা (নির্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি) লা'নত করিতে নিষেধ করেন তাহারা لعنت (অভিসম্পাত)-এর আভিধানিক অর্থে নিষেধ করেন, لعنت এর আভিধানিক অর্থ হইতেছে هو الأبعد من الرحمة (সে আল্লাহ তা'আলার রহমত হইতে দূর হওয়া)। এইরূপ দু'আ কোন মুসলিমের জন্য করা উপযোগী নহে; বরং তাহাকে হিদায়ত, তাওবা ও গুনাহ হইতে প্রত্যাবর্তনের জন্য আহ্বান করিবে। আর যাহারা লা'নত করা জাযিয় মনে করেন তাহারা لعنت এর প্রচলিত অর্থ গ্রহণ করেন। لعنت এর প্রচলিত অর্থ হইতেছে مطلق السب (সাধারণ গালি দেওয়া)।

ইহা দ্বারা আরও বুঝা যায় যে, ফিরিশতাগণ গুনাহকারীর জন্য বদ-দু'আ করিতে থাকেন যতক্ষণ সে গুনাহে লিপ্ত থাকে। যেমন তাহারা ইবাদতকারীগণের জন্য কল্যাণ ও রহমতের দু'আ করিতে থাকেন যতক্ষণ সে ইবাদতে মগ্ন থাকে। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫১১)

حَتَّى تُضْبِعَ (ফজর পর্যন্ত)। পরবর্তী রিওয়ায়েতে আছে حتى ترجع (ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত)। ইহা ফায়দার দিক দিয়া অধিক। আর প্রথমটি অধিকাংশের উপর প্রয়োগ হইবে। শারেহ নওয়াযী (রহ.) বলেন, ইহা দলীল যে, শরয়ী ওয়র ব্যতীত কোন জ্বীর জন্য স্বামীর বিছানা পরিহার (সহবাস অস্বীকৃতি) করিয়া রাত্রি যাপন করা হারাম। বিছানা পরিহার করার জন্য হায়ি ওয়র নহে। কেননা, হায়ি অবস্থায়ও স্বামী তাহার নাভি হইতে হাটু পর্যন্ত স্থান বস্ত্র বাঁধিয়া উহার উপরও অন্যান্য স্থান উপভোগ করার হক রহিয়াছে। আর হাদীছ অর্থ হইতেছে যে, তাহার উপর লা'নত অব্যাহত থাকিবে যেই পর্যন্ত না সুবহে সাদিকের মাধ্যমে গুনাহ করা দূর হয়। স্বামী প্রয়োজন মুক্ত হয় কিংবা সে তাওবা করে এবং বিছানায় ফিরিয়া আসে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫১১)

وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ حَتَّى تَرْجِعَ.

(৩৪২৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন হাবীব (রহ.) তিনি ... শু'বা (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়েত করেন। তবে ইহাতে তিনি “ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত” বলিয়াছেন।

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْتِيهِ عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّاءِ سَاحِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا.

(৩৪২৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবু উমর (রহ.) তিনি ... আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কসম সেই সত্তার যাঁহার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ। কোন ব্যক্তি নিজ জ্বীকে যখন বিছানায় (সহবাসের জন্য) আহ্বান করে, তখন সে উহা (সঙ্গমে) অস্বীকৃতি জানায়, নিঃসন্দেহে যে পর্যন্ত না সে তার জ্বীর প্রতি সন্তুষ্ট হইবে সেই পর্যন্ত জ্বীর প্রতি আসমানবাসী ক্রোধান্বিত থাকিবেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِلَى فِرَاشِهَا (বিছানার (সহবাসের) দিকে)। আল্লামা সিন্দী (রহ.) বলেন, অর্থাৎ اضبط جاعها معه (সেই স্থানের দিকে যেই স্থানে সে স্বামীর সহিত শয়ন করে)। কিংবা إلى ما هو موضع اضبط جاعها من فراشه (স্বামীর বিছানায় যেইখানে সে (তাহার সহিত) শয়ন করে)। ফলে ইহাকেই فراشها (তাহার (জ্বীর) বিছানা) বলা

হইয়াছে। আল্লামা ইবন আবী জামরা (রহ.) বলেন, প্রকাশ্য যে, الفراش (বিছানা) দ্বারা পরোক্ষভাবে الجماء (সহবাস)কে বুঝানো হইয়াছে। ইহার পক্ষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ রহিয়াছে الولد (সঙ্গমকারীর জন্যই সন্তান)। অর্থাৎ لمن يطأ في الفراش (সন্তান সেই ব্যক্তির যেই বিছানায় সঙ্গম হইয়াছে)। আর এই প্রকার লজ্জাজনক বস্তুসমূহে كناية (পরোক্ষ উল্লেখ) কুরআন মাজীদ ও সুন্নতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যে অনেক রহিয়াছে। (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫১১)

فلم تأت فبات غضبان (তখন সে উহা (সঙ্গমে) অস্বীকৃতি জানায়)। পরবর্তী রিওয়াযতে আছে (তখন সে না আসে আর স্বামী তাহার প্রতি ক্রোধ অবস্থায় রাত্রি যাপন করে)। আল্লামা হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, এই অতিরিক্ত অংশ দ্বারা বুঝা গেল যে, লানত উপবেশনের কারণ ইহাই। কেননা এই অবস্থায়ই সে গুনাহকারিণী বলিয়া সাব্যস্ত হয়। পক্ষান্তরে স্বামী যদি ক্রোধিত না হয় তাহা হইলে লানতের উপযোগীও হইবে না। ইহা হয়তো তাহার শরয়ী ওয়রের কারণে কিংবা স্বামী ইচ্ছাকৃতভাবে নিজের হক ছাড়িয়া দিয়াছে। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫১১)

إِنْ كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ (সেই পর্যন্ত আসমানবাসী তাহার প্রতি ক্রোধান্বিত থাকিবেন)। আল্লামা সিন্দী (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা পরোক্ষভাবে ফিরিশতাগণকে বুঝানো হইয়াছে। যেমন অন্যান্য রিওয়াযতের মাধ্যমে বুঝা যায়। ان كان النوع الذي في السماء من (সেই পর্যন্ত মাখলুকাতের মধ্যে আসমানে বসবাসকারী তথা আসমানবাসী তাহার প্রতি ক্রোধান্বিত থাকিবেন)। আর ইহার সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, ইহা দ্বারা পরোক্ষভাবে আল্লাহ তা'আলাকে বুঝানো হইয়াছে। তখন ইহা দ্বারা মর্ম হইবে, সেই পর্যন্ত ঊর্ধ্বজগতের মহান সত্তা আল্লাহ জালালু তাহার প্রতি ক্রোধান্বিত থাকিবেন। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন (এ)۔ (ই)۔ (আল্লাহ তা'আলা কোথায়? তখন আসমানের দিকে ইশারা করিল)। (ই)۔ (ই)।

حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا (যেই পর্যন্ত না সে স্ত্রীর প্রতি সন্তুষ্ট হইবে)। অর্থাৎ الزوج عن امراته (স্বামী তাহার স্ত্রীর প্রতি)। 'ইবন হাযীম' ও 'ইবন হিব্বান' হযরত জারির (রাযিঃ) হইতে মারফু হিসাবে রিওয়াযত করেন: ثلاثة لا تقبل لهم صلوة ولا يصعد لهم الى السماء حسنة العبد الا بقى حتى يرجع والسكران حتى يصح والمرأة الساخط على (তিন ব্যক্তি, যাহাদের নামায কবুল হইবে না এবং তাহাদের নেক কর্ম আসমানের দিকে যাইবে না। পলাতক ক্রীতদাস যতক্ষণ না সে মালিকের কাছে ফিরিয়া আসে, নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি যতক্ষণ না সে সুস্থ হইবে এবং সেই মহিলা যাহার স্বামী তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট, যতক্ষণ না সে সন্তুষ্ট হইবে)। (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫১১-৫১২)

(৩৪৩০) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ رَوَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْأَشْجَعِ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ رَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ حَزْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ كُلِّهِمْ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ.

(৩৪৩০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবু বকর বিন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (রহ.) তাহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবু সাঈদ আশাজ্জ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাহারা ... আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন কোন ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে বিছানায় (সঙ্গমের উদ্দেশ্যে) আহ্বান

بَابُ تَحْرِيمِ إِفْشَاءِ سِرِّ الْمَرْأَةِ

কাছে সর্বাধিক বড় আমানতের খেয়ানতকারী হইবে যে তাহার স্ত্রীর সহিত মিলিত হয় এবং স্ত্রীও তাহার সহিত মিলিত হয়। অতঃপর সে তাহার স্ত্রীর গোপনীয়তা প্রকাশ করিয়া দেয়। আর রাবী ইবন নুমায়র (রহ.) **إِنَّ مِنْ أَكْظَمِ** (এর স্থলে) **إِنَّ أَكْظَمَ** (নিশ্চয় সর্বাপেক্ষা বড়) বলিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

من اعظم نقض الامانة وهتكها (সর্বাপেক্ষা বড় আমানতের খেয়ানতকারী এবং স্ত্রীর সম্মান নষ্টকারী) - (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫১২)

بَابُ حُكْمِ الْعَزْلِ

অনুচ্ছেদ : আযলের হুকুম

(৩৪৩৩) **وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي ثَوْبٍ وَفَتْنِيَّةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ أَنَّهُ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو صِرْمَةَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَسَأَلَهُ أَبُو صِرْمَةَ فَقَالَ يَا أَبَا سَعِيدٍ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ الْعَزْلَ فَقَالَ نَعَمْ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ بَلْسُطَ لِقِي فَسَبَيْنَا كِرَامَةَ الْعَرَبِ فَطَالَتْ عَلَيْنَا الْعُرْبَةُ وَرَغِبْنَا فِي الْفِدَاءِ فَأَرَدْنَا أَنْ نَسْتَتِمَعَ وَنَعَزِلَ فَقُلْنَا نَفْعَلُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا لَا نَسْأَلُهُ فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ خَلَقَ نَسَمَةً هِيَ كَابِنَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا سَتَكُونُ.**

(৩৪৩৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন আইয়ুব, কুতায়বা বিন সাঈদ ও আলী বিন হুজর (রহ.) তাহারা ... ইবন মুহাররীয (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি এবং আবু সিরমা (রহ.) হযরত আবু সাঈদ খাদরী (রাযিঃ)-এর কাছে গেলাম। আবু সিরমা (রহ.) তাহার কাছে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবু সাঈদ (রাযিঃ)! আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আযল-এর হুকুম সম্পর্কে আলোচনা করিতে শ্রবণ করিয়াছেন? তিনি (জবাবে) বলিলেন, হ্যাঁ। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত বনু মুসতালিকের যুদ্ধে বাহির হইলাম। যুদ্ধ শেষে আমরা আরব বংশোদ্ভূত অনেক দাসী লাভ করিলাম। একদিকে আমরা দীর্ঘকাল নারীদের সংস্রব হইতে বঞ্চিত ছিলাম। অপর দিকে আমরা (তাহাদের বিনিময়ে কাফিরদের হইতে ফিদিয়া স্বরূপ) সম্পদ লাভেরও প্রত্যাশী ছিলাম। এমতাবস্থায় আমরা বাঁদীদের দ্বারা উদ্দেশ্য হাসিল করার এবং (দাসীরা যেন গর্ভবতী না হইয়া পড়ে সেই জন্য আমরা) আযল করার ইচ্ছা করিলাম। (রাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বলেন) আমরা (আযল করার বিষয়ে) পরস্পর বলাবলি করিতেছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে উপস্থিত থাকিতে আমরা তাহার কাছে জিজ্ঞাসা না করিয়াই কি এইরূপ করিব? অনন্তর আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি ইরশাদ করিলেন, তোমরা আযল না করিলেও কোন ক্ষতি নাই। কেননা, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত পর্যন্ত যত প্রাণ সৃষ্টির কথা নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন সেই সকল প্রাণ সৃষ্টি হইবেই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ (ইবন মুহাররীয (রহ.) হইতে)। **مُحَيْرِيزٍ** শব্দটি **تصغير** রূপে পঠিত। তাহার নাম আবদুল্লাহ আর-জুমাহী (রহ.) তিনি মাদানী ছিলেন এবং সিরিয়ায় বসবাস করিতেন। মুহাররীয (রহ.)-এর পিতা

আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, তাহারা لا (না) দ্বারা জিজ্ঞাসিত বিষয়ের নিষেধাজ্ঞাই বুঝাইয়াছেন। তাহাদের মতে لا-এর পরে উহা বাক্যসহ অনুরূপ হইবে لا تعزلوا وعليكم ان لا تفعلوا (তোমরা আয়ল করিও না। আর তোমাদের এইরূপ করা চাই না) কিংবা عليكم শব্দটি নিষেধাজ্ঞার তাকীদের জন্য ইরশাদ করিয়াছেন।

‘আয়ল’ শরীআতে জায়য কিনা, এই বিষয়ে সালাফি সালাহীন (রহ.)-এর মধ্যে মতানৈক্য আছে।

আল্লামা ইবন আবদুল বার (রহ.) বলেন, উলামায়ে ইয়াম এই ব্যাপারে একমত যে, স্বাধীনা স্ত্রীর ক্ষেত্রে আয়লের ব্যাপারে পূর্বে অনুমতি নিতে হইবে। কেননা, সহবাস স্ত্রীর হক এবং ইহাতে তাহার দাবী (مطالبة) আছে। আর আয়লবিশিষ্ট সহবাস স্বাভাবিক সহবাস নহে।

শাফেরী মতাবলম্বীগণের মতে সহবাসের ক্ষেত্রে স্ত্রীর কোন হক নাই। বিশেষ করিয়া এই মাসয়ালায় যে, স্বাধীনা স্ত্রীর অনুমতি ব্যতীত আয়ল করা জায়য কিনা? তাহাদের মধ্যে অনেক মতবিরোধ রহিয়াছে।

ইমাম গাযালী (রহ.)-এর মতে আয়ল জায়য। আর উহা মুতায়াক্ষিরীনের মতে অবস্থার বিবেচনায় জায়য।

মাযাহিবুহু ছালাছা তথা হানাফী, মালিকী ও হাম্বলী মতে স্বাধীনা স্ত্রীর অনুমিত ব্যতীত আয়ল করা জায়য নাই। তবে ক্রীতদাসীর সম্মতি ব্যতীত আয়ল করা জায়য।

আয়ল-এর নিষেধাজ্ঞার علنه (কারণ) সম্পর্কে মতানৈক্য আছে। কেহ কেহ বলেন, স্ত্রীর হক হাতছাড়া হওয়ার কারণে। আর কেহ বলেন, তাকদীরের বিরোধিতা হওয়ার কারণে। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৫১৪)

النفس الخلق نسنة (যত প্রাণ সৃষ্টি করিবেন) শব্দটির প্রথম দুই বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। উহা হইল النفس (আত্মা, প্রাণ, প্রাণী, মানুষ ইত্যাদি) অর্থাৎ যত প্রাণী সৃষ্টি করার কথা আল্লাহ তা’আলা লিখিয়া রাখিয়াছেন তাহা সৃষ্টি হইবেই। চাই তোমরা আয়ল কর কিংবা না কর। নির্ধারিত বস্তু অস্তিত্বে আসিবেই, আয়ল উহা বারণ করিতে পারিবে না। -(ফতহুল মুলহিম ৩৪৫১৪)

পরিবার পরিকল্পনা ও জন্মনিয়ন্ত্রণ-এর হুকুম :

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। ইহাতে ব্যক্তি, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে সুসামঞ্জস্য আদর্শ পস্থা দেখানো হইয়াছে। ইসলামী শরীআতের সংবিধান হইল কুরআন মজীদ আর উহার বাস্তব রূপ হইল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নত। মুসলমানগণকে কুরআন-সুন্নাহর প্রদর্শিত পথে সুদৃঢ়ভাবে থাকিতে হইবে। সুস্থ ও সুন্দর পরিবার ইসলামের কাম্য। বর্তমান যুগে পরিবার পরিকল্পনা নামে যে ‘আদর্শ পরিবার’ ও ‘ছোট পরিবার’ গঠনের কথা প্রচার করা হইতেছে, উহা যদি অভাব অনটন মূখ্য উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে উহা জাহিলিয়াত যুগের আকীদার মতই হইবে। কেননা, রিযিকের দায়িত্ব মহান আল্লাহ তা’আলার কুদরতী হাতে। আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করেন لا اَعْلى الله رزقها (আর পৃথিবীতে কোন বিচরণশীল নেই, তবে সবার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ পাক নিয়াছেন- সূরা হূদ ৬) আবার দুইইয়া দারুল আসবাব হিসাবে স্বামী স্ত্রী ও সন্তানের স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য করিয়া ‘আয়ল’ বা সাময়িক ঔষধ ব্যবহারের দ্বারা দুইটি সন্তানের মধ্যকার সময়ের দূরত্ব করণার্থে ব্যবস্থা গ্রহণ করা অবৈধ নহে, কারণ আল্লাহ তা’আলা একটি শিশু সন্তানকে মায়ের উদর ও দুধ পানের জন্য ৩০ মাস সময় দিয়াছেন। মায়ের স্বাস্থ্য ও উপযুক্ত পরিবেশ লাভ পর্যন্ত অন্য একটি শিশু উদরে না আসার ব্যবস্থা গ্রহণের এখতিয়ার স্বামী-স্ত্রীর রহিয়াছে।

আল্লামা মুফতী শফী (রহ.) ‘মাআরিফুল কুরআন’ গ্রন্থে লিখেন, আজকাল দুইইয়াতে জন্মশাসনের নামে এমন পস্থা অবলম্বন করা হয়, যাহাতে গর্ভসঞ্চারণই হয় না। এমন শত শত পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়া আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহাকেও وادخلى অর্থাৎ “গোপনভাবে শিশুকে জীবন্ত প্রোথিত করা” আখ্যা দিয়াছেন। -(সহীহ মুসলিম ৩৪৫৪ নং হাদীছ)। অন্য কতক রিওয়াযতে ‘আয়ল’ তথা প্রত্যাহার পদ্ধতির কথা

আছে। ইহাতে এমন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় যাহাতে বীর্য গর্ভাশয়ে না যায়। এই সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে নীরবতা ও নিষেধ না করা বর্ণিত আছে। ইহা প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সীমিত। তাহাও এইভাবে করিতে হইবে যাহাতে স্থায়ী বংশবিস্তার রোধের পদ্ধতি না হইয়া যায়। আজকাল জন্মনিয়ন্ত্রণ-এর নামে প্রচলিত ঔষধপত্র ও ব্যবস্থাপত্রের মধ্যে কতকগুলি এমন, যাহা দ্বারা সন্তান জন্মদান স্থায়ীভাবে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। শরীআতে কোনক্রমেই ইহার অনুমতি নাই। -(মাআরিফুল কুরআন)

আল্লাহতীক্ৰ অভিজ্ঞ ডাক্তার কর্তৃক সন্তান ধারণে মহিলার প্রাণহানির প্রবল আশংকার ব্যবস্থা পত্র না থাকিলে স্ত্রীদের সন্তান জন্মদান স্থায়ীভাবে বন্ধ করিয়া দেওয়া হারাম। কেননা, ইহাতে **تغيير خلق الله** অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির পরিবর্তন করা হয়, যাহা হারাম। তাহাছাড়া স্থায়ীভাবে বন্ধাকরণের কারণে পরিবারের উপর অশান্তির কালোছায়া পতিত হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। যেমন-

- ◆ পরিবারের কোন স্ত্রীর এক বা দুইটি সন্তান জন্মের পর বন্ধা করিয়া ফেলিলে অতঃপর দুইটি সন্তানের মৃত্যু হইলে স্বামী ও বন্ধাকৃত স্ত্রী উভয়েই বিষাদপূর্ণ জীবন যাপন করিতে হইবে।
- ◆ বন্ধাকৃত বিধবা হইলে দ্বিতীয়বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে অসুবিধা হইতে পারে।
- ◆ জন্মনিয়ন্ত্রণের সাময়িক ঔষধ-পত্র বিক্রয়ের ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন না করার কারণে সমাজে ব্যাভিচারের ন্যায় কবীরা গুনাহ অধিক হইবে। ইহাতে 'এইডস' নামক সংক্রামক ব্যাধির বিস্তার লাভ করে সমাজকে ধ্বংসের দিকে নিয়া যাইবে।
- ◆ সাধারণতঃ সমাজের ধনী ও শিক্ষিত পরিবারেই জন্মনিয়ন্ত্রণে অধিক আগ্রহী। ফলে সমাজে দক্ষ ও মেধাবী লোকের অভাব হইবে। অথচ দক্ষ ও মেধাবী লোক সৃষ্টি ও আদর্শ সমাজের জন্য অত্যাবশ্যক। আল্লাহ সুবহানাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ।

(৩৪৩৪) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي مَعْنَى حَدِيثِ رَبِيعَةَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ مَنْ هُوَ خَالِقٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

(৩৪৩৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন বণু হাশিমের আযাদকৃত দাস মুহাম্মদ বিন ফারাজ (রহ.) তিনি ... মুহাম্মদ বিন ইয়াহইয়া বিন হারবান (রহ.) হইতে এই সনদে রাবী রবীআ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে মর্মার্থের হাদীছ বর্ণনা করেন। তবে এই হাদীছে তিনি (এতখানি অতিরিক্ত) বলিয়াছেন, “কেননা নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিবস পর্যন্ত যত মাখলুক সৃষ্টি করিবেন উহা লিখিয়া দিয়াছেন।”

(৩৪৩৫) حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ مُخَيْرِيزٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ قَالَ أَصَبْنَا سَبَايَا فَكُنَّا نَعْزِلُ ثُمَّ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَنَا وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ وَمَا مِنْ نَسَمَةٍ كَابِتَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا هِيَ كَابِتَةٌ.

(৩৪৩৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আসমা যু'বায়ী (রহ.) তিনি ... ইবন মুহায়রীয (রহ.) হইতে, তিনি আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা (বণু মুসতালিকের যুদ্ধে) কতক বাঁদী লাভ করিয়াছিলাম। তখন আমরা (তাহাদের সহিত) আযল করিয়াছিলাম। অতঃপর আমরা এই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে জিজ্ঞাসা করিলাম। তখন তিনি আমাদেরকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, নিশ্চয়ই তোমরা এই কাজ করিবে,

নিশ্চয়ই তোমরা এই কাজ করিবে, নিশ্চয়ই তোমরা এই কাজ করিবে। (কর্মটিকে অস্বীকার করণার্থে তিনবার বলিলেন) বস্তুতঃ কিয়ামতের দিবস পর্যন্ত যেই সকল প্রাণী অস্তিত্বময় হওয়ার (বিষয়ে লিখিত আছে) তাহা সৃষ্টি হইবেই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ (নিশ্চয়ই তোমরা এই কাজ করিবে) বাক্যটি তিনি তিনবার ইরশাদ করিয়াছেন। আল্লামা উবাই (রহ.) বলেন, প্রকাশ্য যে, ইহা দ্বারা কাজটি অস্বীকার করা মর্ম। - (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫১৪)

إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ (তবে ইহা সৃষ্টি হইবেই)। অর্থাৎ যত প্রাণী অস্তিত্বময় হওয়ার বিষয়টি তাকদীরে লিপিবদ্ধ আছে ততপ্রাণী অস্তিত্ব লাভ করিবেই। ইহাতে কোন প্রশ্নের অবকাশ নাই। - (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫১৪)

(৩৪৩৬) وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ مَعْبُدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قُلْتُ لَهُ سَمِعْتَهُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ نَعَمْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ

(৩৪৩৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন নাসর বিন আলী যাহযামী (রহ.) তিনি ... আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে, রাবী আনাস বিন সীরীন (রহ.) বলেন, আমি মা'বাদ বিন সীরীন (রহ.)কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলাম। আপনি এই হাদীছ আবু সাঈদ (রাযিঃ) হইতে শ্রবণ করিয়াছেন? তিনি (জবাবে) বলিলেন, হ্যাঁ। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি ইরশাদ করেন, তোমরা ইহা না করিলে কোন ক্ষতি নাই। কেননা ইহা তো তাকদীরের বিষয়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ (তোমরা ইহা না করিলে কোন ক্ষতি নাই। কেননা ইহা তো তাকদীরের বিষয়)। আল্লামা উবাই (রহ.) বলেন, ইহার অর্থ হইতেছে আযল তরক করার মধ্যে তোমাদের কোন ক্ষতি নাই। কেননা সকল বীর্য দ্বারা সম্ভান হয় না। আবার এমন কত লোক আছে যে আযল করে না, অথচ তাহার সম্ভান হয় না। ইহা তো তাকদীরের বিষয়। সুতরাং আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার যাহা ইচ্ছা তাহা অবশ্যই করিবেন। - (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫১৪-৫১৫)

(৩৪৩৭) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَبَهْرٌ قَالُوا جَمِيعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْعَزْلِ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا إِذَا كُمُ فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ وَفِي رِوَايَةٍ بِهِ قَالَ شُعْبَةُ قُلْتُ لَهُ سَمِعْتَهُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ نَعَمْ.

(৩৪৩৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুহান্না ও ইবন বাশ্শার (রহ.) তাহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইয়াহইয়া বিন হাবীব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তাহারা ... আনাস বিন সীরীন (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তাহাদের বর্ণিত হাদীছে আছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি আযল সম্পর্কে বলিয়াছেন : ইহা না করিলে তোমাদের কোন ক্ষতি নাই। কেননা, ইহা তাকদীরের অন্তর্ভুক্ত। রাবী বাহয (রহ.)-এর রিওয়াযতে আছে যে, শু'বা (রহ.) বলেন, আমি আনাস বিন সীরীন (রহ.)কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলাম, আপনি এই হাদীছ কি আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে শ্রবণ করিয়াছেন? তিনি (জবাবে) বলিলেন, হ্যাঁ।

(৩৪৩৮) وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْزَانِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَشْرِ بْنِ مَسْعُودٍ رَدَّهُ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْعَزْلِ فَقَالَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا إِذَا كُمْ فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ قَالَ مُحَمَّدٌ وَقَوْلُهُ لَا عَلَيْكُمْ أَقْرَبُ إِلَيَّ النَّهْيِ.

(৩৪৩৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবুর রাবী' যাহরানী ও আবু কামিল জাহদারী (রহ.) তাহারা ... আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'আযল' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। তখন তিনি (জবাবে) ইরশাদ করেন, এই কাজ না করিলে তোমাদের কোন ক্ষতি নাই। কেননা ইহা তো তাকদীরের বিষয়। মুহাম্মদ বিন সীরীন (রহ.) বলেন, তাহার ইরশাদ "তোমাদের কোন ক্ষতি নাই" খানা নিষেধাজ্ঞারই অধিক নিকটবর্তী।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَشْرِ (মুহাম্মদ (রহ.) হইতে, তিনি আবদুর রহমান বিন বিশর (রহ.) হইতে)। আত্মা কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, এই স্থানে মুহাম্মদ (রহ.) হইলেন, ইবন সীরীন (রহ.)। কোন কোন হাশিয়ায় عَنْ مُحَمَّدٍ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান) লিখা হইয়াছে। ইহা ভুল। আত্মা সুবহানা হ তা'আলা সর্বজ্ঞ। - (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫১৫)

(৩৪৩৯) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَشْرِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ فَرَدَّ الْحَدِيثَ حَتَّى رَدَّهُ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ ذَكَرَ الْعَزْلُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَمَاذَا كُمْ قَالُوا الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ تَرْضِعُ فَيُصِيبُ مِنْهَا وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ وَالرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ فَيُصِيبُ مِنْهَا وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ قَالَ فَلَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا إِذَا كُمْ فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ فَحَدَّثْتُ بِهِ الْحَسَنَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَكَ أَنْ هَذَا رَجْرُ.

(৩৪৩৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে আযল-এর উল্লেখ করা হইল। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, তোমরা উহা কেন করিতে চাও। তাহারা জবাবে আরম্ভ করিলেন, কোন ব্যক্তি আছে যাহার স্ত্রী সন্তানকে দুধ পান করায় সে তাহার সহিত সহবাস করিতে হয়। অথচ ইহাতে গর্ভবতী হউক ইহা সে পছন্দ করে না। আবার কাহারও ক্রীতদাসী আছে, সে তাহার সহিত সঙ্গম করিতে হয় কিন্তু ইহাতে সে গর্ভবতী হউক উহা সে পছন্দ করে না। তিনি (জবাবে) বলিলেন, উহা না করিলে তোমাদের কোন ক্ষতি নাই। কেননা ইহা তো তাকদীরের বিষয়।

রাবী ইবন আওন (রহ.) বলেন, আমি এই হাদীছ হাসান বাসরী (রহ.)-এর কাছে বর্ণনা করিয়াছিলাম। তখন তিনি বলেন, আত্মা হ তা'আলার কসম! নিশ্চয়ই ইহা ধমকের স্বরে নিষেধ করা ছিল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ (ইহাতে সে গর্ভবতী হউক উহা সে অপছন্দ করে) ইহা দ্বারা ইশারা করা হইয়াছে যে, আযল-এর কারণ দুইটি (এক) স্তন্য দায়িনী স্ত্রীর সহিত সহবাস করিলে সে যদি গর্ভবতী হয় তবে ইহার কারণে স্তন্য পায়ী শিশুর ক্ষতির কারণ হইতে পারে। (দুই) দাসীর সহিত সঙ্গমের মাধ্যমে গর্ভবতী হইলে সে উম্মু ওলাদ হইয়া যাইবে। ফলে হয়তো সে অহমিকা প্রদর্শনকারিণী হইবে কিংবা উম্মু ওলাদ হইলে সেই দাসীকে বিক্রি করা অসুবিধা হইবে। আত্মা হ তা'আলা সর্বজ্ঞ। - (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫১৫)

(৩৪৪০) وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثْتُ مُحَمَّدًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِحَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَشْرِ يَعْنِي حَدِيثَ الْعَزْلِ فَقَالَ إِنِّي أَيْ حَدَّثْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ بَشْرِ.

(৩৪৪০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাজ্জাজ বিন শায়ির (রহ.) তিনি ... ইবন আওন (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, ইবরাহীম (রহ.)-এর সূত্রে আবদুর রহমান বিন বিশর (রহ.) বর্ণিত হাদীছ তথা আযল সম্পর্কিত হাদীছ মুহাম্মদ (বিন সীরীন রহ.)-এর কাছে বর্ণনা করিলাম। তখন তিনি বলিলেন, আমার কাছেই আবদুর রহমান বিন বিশর (রহ.) হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৩৪৪১) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ مَعْبُدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ قُلْنَا لِأَبِي سَعِيدٍ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ فِي الْعَزْلِ شَيْئًا قَالَ نَعَمْ وَسَأَلْتُ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عَوْنٍ إِلَى قَوْلِهِ الْقَدَرُ.

(৩৪৪১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুহান্না (রহ.) তিনি ... মা'বাদ বিন সীরীন (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আযল সম্পর্কে কিছু আলোচনা করিতে শ্রবণ করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, অতঃপর তিনি রাবী ইবন আওন (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের মর্মার্থের হাদীছ তাঁহার ইরশাদ الْقَدَرُ (তাকদীর) পর্যন্ত বর্ণনা করেন।

(৩৪৪২) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ قُرْعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ ذَكَرَ الْعَزْلُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَلِمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ وَلَمْ يَقُلْ فَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَإِنَّهُ لَيْسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوقَةٌ إِلَّا اللَّهُ خَالِقُهَا.

(৩৪৪২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন উমর কাওয়ারীরী ও আহমদ বিন আবদা (রহ.) তাহারা ... আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে ‘আযল’ সম্পর্কে উল্লেখ করা হইল। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, “তোমাদের কেহ এই কাজটি কেন করে?” কিন্তু তিনি এইরূপ ইরশাদ করেন নাই “তোমাদের কেহ যেন এই কাজ না করে।” অবশ্যই এমন কোন সৃষ্ট প্রাণী নাই যাহাকে আল্লাহ তা’আলা সৃষ্টি করেন নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَمْ يَقُلْ فَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ (তিনি ইরশাদ করেন নাই “তোমাদের কেহ যেন এই কাজ না করে”)। অর্থাৎ স্পষ্টভাবে তাহাদেরকে এই কাজ হইতে নিষেধ করেন নাই। তবে ইশারা করিয়াছেন যে, এই কাজ বর্জন করা উত্তম। - (ফতহুল মুলাহিম ৩৪৫১৫)

(৩৪৪৩) حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي الْوَدَّاعِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ سَمِعَهُ يَقُولُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْعَزْلِ فَقَالَ مَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ خَلْقَ شَيْءٍ لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْءٌ.

(৩৪৪৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারুন বিন সাঈদ আয়লী (রহ.) তিনি ... আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে

‘আযল’ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইল। তিনি ইরশাদ করিলেন, সকল বীর্যেই সন্তান সৃষ্টি হয় না। বস্তুতঃ আল্লাহ তা’আলা যখন কোন কিছু সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন তখন ইহাকে কোন কিছুই বারণ করিতে পারে না।

(৩৪৪৪) حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَابٍ حَدَّثَنَا مَعَاوِيَةُ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الْهَاشِمِيُّ عَنْ أَبِي الْوَدَّاءِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ. (৩৪৪৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন মুনিযির বাসরী (রহ.) তিনি ... আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ)-এর সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

(৩৪৪৫) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ لِي جَارِيَةً هِيَ خَادِمَتَنَا وَسَانِيَتُنَا وَأَنَا أَطُوفُ عَلَيْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ فَقَالَ اعْرِضْ عَنْهَا إِنِ شِئْتَ فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قَدَّرَ لَهَا فَلَبِثَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَمَلَتْ فَقَالَ قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قَدَّرَ لَهَا.

(৩৪৪৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন আবদুল্লাহ বিন ইউনুস (রহ.) তিনি ... জাবির (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে হাযির হইয়া আরম্ভ করিলেন। আমার একটি ক্রীতদাসী আছে যে আমাদের খেদমত ও পানি বহনে নিয়োজিত। আমি তাহার উপর তাওয়াফ (সজ্জা) করিয়া থাকি। কিন্তু সে গর্ভবতী হউক উহা আমি অপছন্দ করি। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, তুমি ইচ্ছা করিলে তাহার সহিত আযল করিতে পার। কিন্তু তাহার তাকদীরে সন্তান থাকিলে উহা তাহার মাধ্যমে অন্তিভূত করিবেই। কয়েক দিন অতিবাহিত হইল। অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে হাযির হইয়া বলিল, দাসীটি গর্ভবতী হইয়া গিয়াছে। তিনি ইরশাদ করিলেন, আমি তোমাকে পূর্বে বলিয়া দিয়াছিলাম যে, তাহার তাকদীরে যাহা আছে তাহা অন্তিভূত করিবেই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

- (আমি তাহার সহিত সজ্জা করি) اِجْمَعُهَا (আমি তাহার উপর তাওয়াফ করি) وَأَنَا أَطُوفُ عَلَيْهَا (ফতহুল মুলাহিম ৩৪৫১৫)

(তুমি ইচ্ছা করিলে তাহার সহিত আযল করিতে পার)। আল্লামা ইবনু মুলক (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সজ্জাকারী ইচ্ছা করিলে তাহার ক্রীতদাসীর সহিত আযল করা জাযিয আছে। আল্লামা হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, তবে হাদীছের বাচনভঙ্গি দ্বারা বুঝা যায়, ইহা উত্তমের খেলাফ। -(এ)

(৩৪৪৬) وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الْأَشْعَثِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عِيَّاضٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِي جَارِيَةً لِي وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ذَلِكَ لَنَ يَمْتَنِعَ شَيْئًا أَرَادَهُ اللَّهُ قَالَ فَبَجَاءَ الرَّجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْجَارِيَةَ الَّتِي كُنْتُ ذَكَرْتُهَا لَكَ حَمَلَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ.

(৩৪৪৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সাঈদ বিন আমর আশআছী (রহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন।

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিয়া বলিল, আমার একটি দাসী আছে। আমি তাহার সহিত আযল করি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, এই কাজ আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছার কোন কিছুই বাঁধা দিতে পারে না। রাবী বলেন, অতঃপর উক্ত লোকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে হাযির হইয়া আরম্ভ করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যেই দাসীটির সম্পর্কে আপনার সহিত আলোচনা করিয়াছিলাম সে গর্ভবতী হইয়া গিয়াছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, আমি আল্লাহ তা'আলার বান্দা ও তাহার (প্রেরিত) রসূল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ (আমি আল্লাহ তা'আলার বান্দা এবং তাহার রসূল)। এই স্থলে অর্থ হইতেছে যে, আমি তোমাদের যাহা বলি, তাহা হক। কাজেই তোমরা ইহার উপর আস্থা রাখ এবং দৃঢ়বিশ্বাস রাখ সুবহে সাদিকের ন্যায় বাস্তবায়িত হইবে। - (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫১৬)

(৩৪৪৭) وَحَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ حَسَّانٍ قَاصُّ أَهْلِ مَكَّةَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ عِيَّاضٍ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ الْخِيَّارِ التَّوْفَلِيُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ.

(৩৪৪৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাজ্জাজ বিন শায়ির (রহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিলেন। অতঃপর সুফয়ান (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের মর্মার্থের হাদীছ বর্ণনা করেন।

(৩৪৪৮) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِسْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْرِزُ الْقُرْآنَ يَنْزِلُ زَادَ إِسْحَقُ قَالَ سُفْيَانُ لَوْ كَانَ شَيْئًا يَنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ.

(৩৪৪৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবু বকর বিন আবু শায়বা ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাহারা ... জাবির (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমরা আযল করিতাম আর কুরআন মজীদও অবতীর্ণ হইত। রাবী ইসহাক (রহ.) আরও অতিরিক্ত বর্ণনা করেন যে, সুফয়ান (রহ.) বলেন, যদি ইহাতে নিষেধাজ্ঞার কোন কিছু থাকিত তাহা হইলে কুরআন মজীদেই আমাদেরকে নিষেধ করা হইত।

(৩৪৪৯) وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أُعَيْنٍ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ لَقَدْ كُنَّا نَعْرِزُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(৩৪৪৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সালামা বিন শাবীব (রহ.) তিনি ... আতা (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি জাবির (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে আযল করিতাম।

(৩৪৫০) وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمُسَعَوِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ يَعْنَى ابْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْرِزُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ.

(৩৪৫০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবু গাস্‌সান মিসমায়ী (রহ.) তিনি ... জাবির (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-

এর যুগে আযল করিতাম। অতঃপর এই খবর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পৌঁছিলো তিনি আমাদের ইহা হইতে নিষেধ করেন নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

(তিনি আমাদেরকে ইহা হইতে নিষেধ করেন নাই)। অর্থাৎ لم يصرح لنا بتحريمه (তিনি আমাদেরকে আযল হারাম হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্টভাবে কিছু বলেন নাই)। - (ফতহুল মুলহিম ৩৪৫১৬)

بَابُ تَحْرِيمِ وَطْءِ الْحَامِلِ الْمَسِيَّةِ

অনুচ্ছেদ : গর্ভবতী যুদ্ধ-বন্দিনী দাসীর সহিত সঙ্গম করা হারাম

(৩৪৫১) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَتَى بِامْرَأَةٍ مُجَرَّجَةٍ عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ فَقَالَ لَعَلَّه يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا فَقَالُوا نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرُهُ كَيْفَ يُؤْتِيهِ وَهُوَ لَا يَجِلُّ لَهُ كَيْفَ يَسْتَعْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَجِلُّ لَهُ.

(৩৪৫১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুহান্না ও মুহাম্মদ বিন বাশ্শার (রহ.) তাহারা ... আবু দারদা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পশমের তৈরী একটি তাঁবুর দরজার পাশ দিয়া যাইতেছিলেন। তখন তথায় আসন্ন প্রসবা জনৈকা গর্ভবতী মহিলাকে দেখিলেন। তিনি ইরশাদ করিলেন, সম্ভবতঃ এই ব্যক্তি তাহার (যুদ্ধ বন্দিনী মহিলার) সহিত সঙ্গম করার ইচ্ছা করিয়াছে। সাহাবাগণ আরম্ভ করিলেন, হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, আমি মনস্থ করিয়াছিলাম, তাহাকে এমন লা'নত দেই, যেই লা'নতসহ সে কবরে প্রবেশ করে। কিভাবে সে তাহাকে (দাসীর গর্ভস্থ সন্তানকে) ওয়ারিছ বানাইবে অথচ সে তাহার জন্য হালাল নহে? আর কিরূপে সে তাহাকে (গর্ভস্থ সন্তানকে) খাদিম তথা দাস বানাইবে, অথচ সে তাহার জন্য হালাল নহে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَتَى بِامْرَأَةٍ (জনৈক মহিলার পাশ দিয়া যাইতেছিলেন)। আল্লামা উবাই (রহ.) বলেন, আমি أَتَى শব্দটিকে ৪ বর্ষে যবরসহ সংরক্ষণ করিয়াছি। অর্থাৎ مَرَبَّامْرَأَةٍ (জনৈক মহিলার পাশ দিয়া অতিক্রম করিতেছিলেন)। - (ফতহুল মুলহিম ৩৪৫১৭)

مُجَرَّجَةٍ শব্দটির ৮ বর্ষে পেশ ৮ বর্ষে যের অতঃপর ৮ বর্ষে তাশদীদসহ পঠিত। (সে আসন্ন প্রসবা গর্ভবতী মহিলা)। ইহাতে জ্বীলিঙ্গে ৫ লওয়া হয় নাই। কেননা, ইহা মহিলাদের বিশেষ একটি গুণ। যেমন هُوَ بَيْتُ الشَّعْرِ (তাঁবুর) الْخَبَاءِ هَيْلُ الْقِسْطِ (পশমের তৈরী তাঁবুর দরজার পাশ দিয়া) عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ (উহা পশমের তৈরী ঘর)। - (ফতহুল মুলহিম ৩৪৫১৭)

هَوَيْتُ الشَّعْرَ (তাঁবুর) الْخَبَاءِ هَيْلُ الْقِسْطِ (পশমের তৈরী তাঁবুর দরজার পাশ দিয়া) عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ (উহা পশমের তৈরী ঘর)। - (ফতহুল মুলহিম ৩৪৫১৭)

أَنْ يُلِمَّ بِهَا (তাহার সহিত সঙ্গম করার ...) অর্থাৎ يَطْوُهَا (তাহার সহিত সঙ্গম করিতে) অথচ সে ছিল গর্ভবতী যুদ্ধ বন্দিনী দাসী। আর গর্ভবতী যুদ্ধ বন্দিনী দাসীর সন্তান প্রসব হইবার পূর্বে সঙ্গম করা হালাল নহে। - (ফতহুল মুলহিম ৩৪৫১৭)

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا (আমি মনস্থ করিয়াছিলাম যে, তাহাকে এমন লা'নত দেই) মনস্থকৃত লা'নত তাহার উপর পতিত হয় নাই। কেননা, পূর্বে ইহা হইতে নিষেধ বর্ণিত হয় নাই। হ্যাঁ, নিষেধাজ্ঞার পর যদি কেহ

এই কাজে সমাবৃত হয় তাহা সে এই লানতসহ কবরে প্রবেশ করবে। এমনকি ইহা তাহাকে জাহান্নামে পৌছাইয়া দিবে। - (ফতহুল মুলহিম ৩৪৫১৭)

يُوصَلُّهُ إِلَى جَهَنَّمَ (তাহাকে জাহান্নামে পৌছাইয়া দিবে)। অর্থাৎ (লানতসহ সে কবরে প্রবেশ করে)। আত্মাহ তা'আলার কাছে ইহা হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করি। - (ফতহুল মুলহিম ৩৪৫১৭)

كَيْفَ يُورَثُهُ وَهُوَ لَا يَجُلُ (কিভাবে সে তাহাকে (দাসীর গর্ভস্থ সন্তানকে) ওয়ারিছ বানাইবে অথচ তাহা তাহার জন্য বৈধ নহে)। শারেহ নওয়াতী (রহ.) বলেন, গর্ভবতী যুদ্ধ বন্দিনী মহিলার সহিত সহবাস করা হারাম। কেননা, এই মহিলা যদি ছয় মাসের পূর্বে সন্তান প্রসব করে তাহা হইলে এই সন্দেহ সৃষ্টি হইবে যে, এই সন্তান কি কয়েদকারী মুসলিম ব্যক্তির না কি সেই কাফির ব্যক্তির যাহার কাছে এই মহিলা কয়েদের পূর্বে ছিল। কাজেই উক্ত সন্তান যদি মুসলমানের হয় তাহা হইলে একে অপরের ওয়ারিছ হইবে। আর যদি কাফির ব্যক্তির হয় একে অপরের ওয়ারিছ হইবে না এবং তাহার সহিত রক্ত সম্পর্কীয় সম্বন্ধও প্রতিষ্ঠিত হইবে না। ফলে অন্যান্য দাসের মত তাহার নিকট হইতেও দাস হিসাবে খেদমত নেওয়া বৈধ হইবে। এই পদ্ধতিতে যদি সে উক্ত সন্তানকে নিজের গণ্য করে এবং ওয়ারিছ বানায় তাহা হইলে অপরের সন্তানকে নিজে ওয়ারিছ বানাইল আর যদি প্রথম পদ্ধতি হিসাবে গোলাম বানায় এবং মীরাছ হইতে মাহরুম করে তাহা হইলে নিজের সন্তানকে ওয়ারিছ হইতে বঞ্চিত করিল এবং দাস বানাইল। সুতরাং এই মন্দ হইতে বাঁচিবার জন্য সন্তান প্রসবের উপর গর্ভবতী যুদ্ধ বন্দিণীর সহিত সঙ্গম করা হারাম। যাহাতে একজনের সন্তান অন্য জনের সহিত সংমিশ্রণ না হয়। - (ঐ)

(৩৪৫২) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ.

(৩৪৫২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবু বকর বিন আবু শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন বাশ্শার (রহ.) তাহারা ... শু'বা (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন।

بَابُ جَوَازِ الْغِيلَةِ وَهِيَ وَطْءُ الْمَرْضِعِ وَكَرَاهَةُ الْعَزْلِ

অনুচ্ছেদ : গীলা তথা স্তন্য দায়িনী স্ত্রীর সহিত সহবাস করা বৈধ আয়ল করা মাকরুহ-এর বিবরণ

(৩৪৫৩) وَحَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ جَدَامَةِ بَنِي وَهَبٍ الْأَسَدِيَّةِ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنْ الْغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ قَالَ مُسْلِمٌ وَأَمَّا خَلْفٌ فَقَالَ عَنْ جَدَامَةِ الْأَسَدِيَّةِ وَالصَّحِيحُ مَا قَالَهُ يَحْيَى بِالْإِسْنَادِ.

(৩৪৫৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন খালীফ বিন হিশাম (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তাহারা ... জুদামা বিন ওহাব আল আসাদিয়া (রাযিঃ) হইতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছেন, আমি স্তন্যদায়িনী স্ত্রীর সহিত সহবাস করিতে নিষেধ করার ইচ্ছা করিয়াছিলাম। এমতাবস্থায় আমার কাছে উল্লেখ করা হইল যে, রোম ও পারস্যবাসী লোকরা অনুরূপ করে। অথচ উহাতে তাহাদের সন্তানদের কোন ক্ষতি হয় না। রাবী খালাফ (বিন হিশাম রহ.) তাহার বর্ণিত সনদে (জুদামা বিন ওহাব আল আসাদিয়া-এর স্থলে) “জুযামা আল

আসাদিয়া (রাযিঃ) হইতে” বলিয়াছেন। (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন,) বিশুদ্ধ হইল ‘জুদামা’ নুকতাবিহীন। যাহা রাবী ইয়াহইয়া (রহ.) নিজ রিওয়ায়েতে বলিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَتْهِيَ عَنْ الْغِيلَةِ (আমি স্তন্যদায়িনী স্ত্রীর সহিত সহবাস করিতে নিষেধ করার ইচ্ছা করিয়াছিলাম)। ভাষাবিদগণ বলেন, এই স্থানে الْغِيلَةُ শব্দটির غ বর্ণে যের দ্বারা পঠিত। ইহাকে غِيل (গর্ভাবস্থায় বাচ্চাকে পান করানো দুগ্ধ) বলা হয়। غِيل শব্দটির غ বর্ণে যবরসহ ٥٨ বর্ণ লোপ করিয়া পঠিত) তবে অন্য রিওয়ায়েতে ইমাম মুসলিম غِيَال তথা غ বর্ণে যের দ্বারা পঠনে বর্ণনা করিয়াছে। ভাষাবিদগণের এক জামাআত বলেন, الْغِيلَةُ শব্দটির غ যবর দ্বারা পঠনে অর্থ المرة الواحدة (একবার)। আর غ বর্ণে যের দ্বারা পঠনে ইহা الْغِيل এর নাম। আর কেহ বলেন, ইহা দ্বারা যদি وَطِى الرَضْع (স্তন্যদায়িনী স্ত্রীর সহিত সহবাস) মর্ম নেওয়া ইচ্ছা করা হয় তাহা হইলে الْغِيلَةُ এবং الْغِيلَةُ শব্দদ্বয় যথাক্রমে غ বর্ণে যের এবং যবর দ্বারা পঠন জাযিয়।

আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত الْغِيلَةُ দ্বারা মর্ম কি? এই বিষয়ে উলামায়ে ইয়ামের মধ্যে মতানৈক্য রহিয়াছে। ইমাম মালিক (রহ.) ‘মুয়াত্তা’ গ্রন্থে এবং আসমায়ী ও অন্যান্য ভাষাবিদগণ বলেন, الْغِيلَةُ এবং الْغِيلُ দ্বারা মর্ম হইতেছে رَضْعُ امْرَأَتِهِ وَهِيَ رَضْعُ (স্তন্যদায়িনী স্ত্রীর সহিত সহবাস করা)। আল্লামা ইবনুস সাকীত (রহ.) বলেন, الْغِيلُ হইতেছে الْمَرْأَةُ وَهِيَ الْحَامِلُ (গর্ভবতী অবস্থায় মহিলা শিশুকে দুগ্ধ পান করানো)। প্রথম মর্মের বিবেচনায় বাচ্চার ক্ষতির আশংকা মাকরুহ। কেননা, বীর্য দুগ্ধ বৃদ্ধি করে বটে, কিন্তু ইহাতে কিছু পরিবর্তন আনয়ন করে। ডাক্তারগণ বলেন, এই দুগ্ধে রোগ-ব্যাদি আছে। আল্লামা ইবন হাবীব (রহ.) বলেন, এই অবস্থায় স্বামী বীর্যপাত ঘটাক কিংবা না উভয়ই সমান। কেননা, স্বামী যদি বীর্য নাও ঘটায় তাহা হইলেও স্ত্রীর বীর্যপাত ঘটবেই। ফলে ইহা দুগ্ধে ক্ষতি পৌছাইবে।

কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, আলোচ্য হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, স্তন্যদায়িনী স্ত্রীর সহিত সহবাস করা জাযিয়। কেননা, তিনি ইহা হইতে নিষেধ করেন নাই। জমহুরে উলামার মতে ইহা দ্বারা দুগ্ধের কোন ক্ষতি করে না আর যদি করে উহা যৎসামান্য। অধিকন্তু হাদীছের শেষাংশ “তথা যদি উহা ক্ষতিকারক হইত তাহা হইলে পারস্য ও রোমবাসীর সন্তানদের ক্ষতি হইত” দ্বারাও জাযিয় হওয়ার বিষয়টি গ্রহণ করা যায়। আল্লামা উবাই (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা মাসয়ালা উদ্ভাবনের দিক হইতেছে যে, তাহারা যখন দেখিলেন পারস্য এবং রোমবাসী সন্তানদের কোন ক্ষতি হয় না তখন আরবীগণেরও ক্ষতি হইবে না। কেননা, আরববাসীগণ আকৃতি-প্রকৃতি ও সৃষ্টিগত দিক দিয়া তাহাদের সহিত শরীক রহিয়াছেন। ফলে আরববাসীদের সন্তানেরও কোন ক্ষতি হইবে না। আল্লাহ সুবহানাছ তা’আলা সর্বজ্ঞ। - (ফতহুল মুলহিম ৩৪৫১৭)

(৩৪৫৪) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ جَدَامَةِ بَنَتِ وَهْبٍ أُمِّتِ عُمَا شَةَ قَالَتْ خَضَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَنْفَاسٍ وَهُوَ يَقُولُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَتْهِيَ عَنْ الْغِيلَةِ فَتَنَظَرْتُ فِي الرُّؤُومِ وَفَارِسَ فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ ذَلِكَ شَيْئًا ثَمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ زَادَ عَبْدُ اللَّهِ فِي حَدِيثِهِ عَنِ الْمُقْرِئِ وَهِيَ {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سِيلَتْ}

(৩৪৫৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন সাঈদ ও মুহাম্মদ বিন আবু উমর (রহ.) তাহারা ... উক্বাশার ভগ্নি জুদামা বিনত ওহাব (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, একদা আমি কিছু লোকের সহিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মজলিসে হামির হইলাম। তখন

তিনি ইরশাদ করিলেন, আমি স্তন্যদায়িনী স্ত্রীর সহিত সহবাস করা নিষেধ করার ইচ্ছা করিয়াছিলাম। এমতাবস্থায় আমি রোম ও পারস্য বাসী লোকদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হইলাম যে, তাহারা তাহাদের স্তন্যদায়িনী স্ত্রীদের সহিত সহবাস করিয়া থাকে, কিন্তু উহাতে তাহাদের সন্তানদের কোন ক্ষতি হয় না। অতঃপর উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম তাঁহাকে আযল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, উহা তো গোপন হত্যা। রাবী উবায়দুল্লাহ (রহ.) মুকরা (রহ.)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীছে এতখানি অতিরিক্ত আছে যে, আর উহা হইতেছে وَإِذَا النُّسُوءُ دُسِّدَتْ (এবং জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইবে- সূরা তাকবীর ৮)

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ (উহা তো গোপন হত্যা)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, الْوَأْدُ হইতেছে কন্যা সন্তান জীবন্ত প্রোথিত করা। জাহিলিয়াত যুগে আরবের লোকরা অসম্মান ও অভাব-অনটনের আশংকায় কন্যা সন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করিত। -مَوْدِدَةٌ- সেই জীবন্ত প্রোথিত কন্যা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আযলকে وَأَد (হত্যা) বলিয়াছেন। কেননা, আযল দ্বারাও যেন সন্তান নষ্ট করা। কেননা, সন্তান বীর্য দ্বারাই সৃষ্ট হয়। কাজেই যেই ব্যক্তি বীর্য বরবাদ করিল সে সন্তান বরবাদ করিল। যেমন কেহ বলিল বীজ ধ্বংস করার দ্বারা গাছ ধ্বংস করা হয়।

হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, আল্লামা ইবন হাযম (রহ.) হযরত জুদামা বিন ওহাব (রাযিঃ) বর্ণিত হাদীছ দ্বারা প্রমাণ পেশ করিয়া বলেন, আযল করা হারাম। এই হিসাবে আলোচ্য হাদীছখানা নাসায়ী প্রভৃতি গ্রন্থের দুইখানা হাদীছের বিপরীত হয়। যেমন হযরত জাবির (রাযিঃ) বর্ণিত হাদীছ : قَالَ كَانَتْ لَنَا جَوَارِيٌّ وَلَنَا نَعَزْلُ فَقَالَتِ الْيَهُودُ إِنَّ تِلْكَ الْمَوْدِدَةَ الصَّغْرَى - فَسَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ كَذَبَ الْيَهُودُ لَوَارِدَ اللَّهُ خَلْقَهُ لَمْ تَسْتَطِعْ رَدَّهُ (হযরত জাবির (রাযিঃ) বলেন, আমাদের অনেক ক্রীতদাসী ছিল এবং তাহাদের সহিত আমরা আযল করিতাম। তখন ইয়াহুদীরা বলিল, ইহা তো ছোট জীবন্ত প্রোথিত কন্যা। অতঃপর এই ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইল। তখন তিনি (জবাবে) বলিলেন, ইয়াহুদীরা মিথ্যা বলিয়াছে। আল্লাহ তা'আলা যদি কাহাকেও সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে ইহা খন্ডন করা কাহারও ক্ষমতা নাই। এই হাদীছ এবং জুদামা (রাযিঃ) হাদীছের মধ্যে সমন্বয় এইভাবে হইবে যে, জুদামা (রাযিঃ) বর্ণিত আলোচ্য হাদীছ তানযিহীমূলক নিষেধাজ্ঞার উপর প্রয়োগ হইবে। অধিকন্তু বিশেষজ্ঞগণের কতক বলেন, জুদামা (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছ মানসূখ হইয়া গিয়াছে।

আল্লামা তহাজী (রহ.) বলেন, সম্ভবতঃ হযরত জুদামা (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছ আহলে কিতাবগণের মুয়াফিক প্রাথমিক হুকুম দিয়াছিলেন। কেননা, সেই সকল বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে অবতরণ না করিত সেই সকল ক্ষেত্রে আহলে কিতাবদের মুয়াফিক করিতেই পছন্দ করিতেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাকে ইহার হুকুম জানাইয়া দেন। ফলে তিনি বলিয়াছেন ইয়াহুদীরা যাহা বলে তাহা মিথ্যা।

‘আবদুর রাজ্জাক’ গ্রন্থে ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে আছে যে, أَنَّهُ انْكَرَانَ يَكُونُ الْعَزْلُ وَاد (তিনি আযল গোপন হত্যার পর্যায়ে হওয়াকে অস্বীকার করেন) এবং বলেন, বীর্য প্রথমে পানি থাকে, অতঃপর জমাটবদ্ধ রক্ত, অতঃপর মাংসখণ্ড, অতঃপর হাড়, অতঃপর উহাতে গোশত পঁচানো হয়। ইবন আব্বাস (রাযিঃ) বলেন এই সকলের পূর্বে হইল ‘আযল’।

আল্লামা ইবনুল হুমাম (রহ.) বলেন, হযরত উমর এবং আলী (রাযিঃ) এতদুভয়ের মতে আযল مَوْدِدَةٌ (জীবন্ত প্রোথিত) নহে। যেই পর্যন্ত না উহার উপর সাতটি পর্যায় অতিক্রম করিবে।

আবু ইয়াল্লা (রহ.) প্রমুখ উবায়দ বিন রিফা'আ হইতে, তিনি তাহার পিতা রিফা'আ হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, “একদা উমর, আলী, যুবায়র এবং সা'দ (রাযিঃ)সহ একদল সাহাবা বসা ছিলেন। এমন সময় আযল সম্পর্কে আলোচনা হইল। তখন তাহারা বলিলেন, ইহাতে কোন দোষ নাই। অতঃপর তাহাদের মধ্যে এক লোক বলিলেন, ইয়াহুদীরা তো ইহাকে *الموودة الصغرى* (ছোট জীবন্ত কন্যা প্রোথিত) বলেন। তখন হযরত আলী (রাযিঃ) বলিলেন, ইহা *موودة* (জীবন্ত কন্যা প্রোথিত) নহে। যতক্ষণ না উহার পর সাতটি পর্যায় অতিক্রম করিবে। সাতটি পর্যায় হইতেছে (এক) মৃত্তিকার (খাদ্যের) সারাংশ, (দুই) অতঃপর বীৰ্য, (তিন) অতঃপর জমাট রক্ত, (চার) অতঃপর মাংসখণ্ড, (পাঁচ) অতঃপর হাড়, (ছয়) তারপর গোশত, (সাত) অতঃপর প্রাণ সঞ্চারণ পূর্বক) অন্য সৃষ্টি হয়। তখন হযরত উমর (রাযিঃ) বলিলেন, তুমি সত্য বলিয়াছ, আল্লাহ পাক তোমার হায়াত দীর্ঘ করুন। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। - (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫১৮)

(৩৪৫৫) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ الْقُرَشِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ جَدَامَةِ بِنْتِ وَهْبِ الْأَسَدِيَّةِ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ بِمَثَلِ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ فِي الْعَزْلِ وَالْغِيلَةِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ الْغِيَالِ

(৩৪৫৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবু বকর বিন আবু শায়বা (রহ.) তিনি ... জুদামা বিন ওহাব আল-আসাদিয়া (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি। অতঃপর রাবী সাঈদ বিন আবু আইয়ুব (রহ.) হইতে আযল ও গীলা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে তিনি (গীলা-এর স্থলে) গিয়াল বলিয়াছেন।

(৩৪৫৬) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِبْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْبِرِيُّ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ أَسْمَةَ بِنْتُ زَيْدٍ أَخْبَرَتْ وَالِدَةَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَعَزِلُّ عَنْ امْرَأَتِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَالَ الرَّجُلُ أَشْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا أَوْ عَلَى أَوْلَادِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَكَّانَ ذَلِكَ ضَارًا ضَرْفَارٍ وَالرُّومَ وَقَالَ زُهَيْرٌ فِي رَوَايَتِهِ إِنْ كَانَ لِي ذَلِكَ فَلَا مَا ضَارَ ذَلِكَ فَارِسَ وَلَا الرُّومَ.

(৩৪৫৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাহারা ... আমির বিন সা'দ (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, উসামা বিন যায়দ (রাযিঃ) তাহার পিতা সা'দ বিন আবু ওক্বাস (রাযিঃ) জানাইয়াছেন যে, একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসিয়া বলিল, আমি আমার স্ত্রীর সহিত আযল করিয়া থাকি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, তুমি ইহা কর কেন? জবাবে লোকটি বলিল, আমি তাহার সন্তানের কিংবা তাহার সন্তানদের ক্ষতির আশংকা করি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, এই কাজ যদি ক্ষতিকর হইত তাহা হইলে পারস্য ও রোমবাসীদের (সন্তানদের)ও ক্ষতি করিত। রাবী যুহায়র (রহ.) নিজ বর্ণিত রিওয়ায়তে বলেন, এই কাজ (আযল) যদি (সন্তানের ক্ষতি হইতে রক্ষার) উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে ইহা যথার্থ নহে। কেননা, ইহা (আযল) পারস্য ও রোমবাসীদের (সন্তানদের) কোন প্রকার ক্ষতি করে না।

ব্যাক্যা বিশ্লেষণ

نَحْيُوهُ (আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হায়াত) কতক বিশেষজ্ঞ বলেন, এই 'হায়াত' হইতেছে হায়াত বিন শুরায়হ আত-তামীমী (রহ.)। তাহার উপনাম আবু যুরআ (রহ.)। - (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫১৮)

حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ (আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আয়্যাশ বিন আব্বাস)। তিনি হইলেন, আয়্যাশ বিন আব্বাস আল কিতবানী (রহ.)। শব্দটির قি বর্ণে যের দ্বারা পঠনে 'কিতবান'-এর দিকে সম্বন্ধ। তিনি রঙ্গিন গোত্রের লোক। - (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫১৯)

أَخَافُ (আমি আশংকা করি)। أَشْفِقُ শব্দটির همزة বর্ণে পেশ এবং ف বর্ণে যের দ্বারা পঠনে অর্থ (আমি ভয় করি)।

عَلَى وَدَيْهَا (তাহার সন্তানের জন্য)। মুল্লা আলী কারী (রহ.) বলেন, যাহা তাহার পেটে আছে। যাহাতে অপর একটি সন্তান তাহার গর্ভে না আসিয়া যায়। এইরূপ হইলে তাহাদের উভয়ই দুর্বল হইয়া যাইবে। কিংবা তাহার দুগ্ধ পোষ্য শিশু সন্তানের ক্ষতির আশংকা করি। যেমন পূর্বে আলোচিত হইয়াছে যে, সহবাসের দ্বারা শিশুর ক্ষতি হইতে পারে। আর এই দ্বিতীয় পদ্ধতিটিই প্রাধান্য। আর কেহ বলেন, আমি আশংকা করি যে, যদি তাহার সহিত আযল না করি তাহা হইলে সে গর্ভবতী হইয়া যাইবে। এমতাবস্থায় দুগ্ধপোষ্য শিশুর ক্ষতি হইবে। - (ঐ)

ضَرْفَارِسٍ وَالرُّومِ (পারস্য ও রোমবাসীদের ক্ষতি করিত)। অর্থাৎ এতদুভয় দেশের অধিবাসীদের সন্তানদের ক্ষতি করিত। অথচ বাস্তবে তাহাদের কোন ক্ষতি হয় না।

مَا ضَارَ ذَلِكَ فَارِسٍ (ইহা (আযল) পারস্যবাসীদের (সন্তানদের) কোন ক্ষতি করে না)। ضَارَ শব্দটির ر বর্ণে তাশদীদবিহীন পঠিত অর্থাৎ مَضَرَهُمْ (তাহাদের কোন ক্ষতি করে না)। যেমন বলা হয় ضَارَهُ يَضِيرُهُ ضَيْرًا যেমন বলা হয় ضَارَهُ يَضِيرُهُ ضَيْرًا আদ্বাহ সুবহানাছ তা'আলা সর্বজ্ঞ। - (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ৫১৯)

تم بفضل الله تعالى وعونه الجزء الثالث عشر من شرح البنغالية

ويليه الجزء الرابع عشر ان شاء الله تعالى اوله كتاب الرضاء

১৩তম খণ্ড সমাপ্ত

১৪তম খণ্ডে কিতাবুর রিয়া'